তা'লিমুস্ সিরাতিল মুস্তাকিম

১ম খণ্ড

মাওলানা কাজী মুহাম্মদ লুৎফুল বারী

সূচিপত্র

১ম পর্ব, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ---------- ৩৫
- মহান আল্লাহ মিথ্যা থেকে পবিত্র ---------- ৫০
২য় পর্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান
- সর্বশেষ নবী ---------- ৫১
- সমগ্র বিশ্বের নবী---------- ৫৩
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর ---------- ৫৮
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির ---------- ৬০
- নবীজিকে ইলমে গায়েব দেয়া হয়েছে ---------- ৬৪
- নবীজির প্রতি আদব বজায় রাখা ঈমানের মূলভিত্তি---------- ৭৬
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বেয়াদবী কুফর------ ৮৭
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যেগুলোর সম্পর্ক থাকে সেগুলো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ---------- ৯৪
- মহান আল্লাহ নবীজির সন্তুষ্টি চান---------- ১০১
- নবীজির পরিবার-পরিজনদের মর্যাদা---------- ১০৬
- নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্পাপ---------- ১০৯
- নবীগণকে মানুষ বলা কাফিরদের প্রথা ---------- ১১২
- আল্লাহ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিলানো ঈমানই ------- ১১৬
- আল্লাহ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথক করা কুফর------- ১২২
- কেয়ামতের দিনে নবীজির মর্যাদা---------- ১২৩
- সম্মানিত নবীগণকে শরীয়তের বিধানাবলীর মালিক বানানো হয়েছে------ ১২৬
- নবীজি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত ও দয়াময়---------- ১২৮
- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারতের ফযীলত--------- ১৩৪
- নবীজির প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা রাখা ঈমানের পূর্বশর্ত---------- ১৩৫
- মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আনন্দ উদ্‌যাপন করা---------- ১৩৮
- নবীজির পবিত্র আকৃতি শয়তান ধারণ করতে পারে না---------- ১৩৯
- সকল নবী-ই জীবিত---------- ১৪১
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য অপরিহার্য-------- ১৪২

৩য় পর্ব, ইল্‌ম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জনের ফযীলত---------- ১৪৫
৪র্থ পর্ব, মরণের ভাবনা---------- ১৫৪
৫ম পর্ব, জান্নাত ও নেয়ামত---------- ১৬৯
৬ষ্ঠ পর্ব, জাহান্নাম ও আযাব---------- ১৮৪
৭ম পর্ব, তাওবার ও ইস্তেগফার---------- ১৯৭
৮ম পর্ব, তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির ফযীলত---------- ২০৭
৯ম পর্ব, নামাযের বর্ণনা---------- ২১৯
১০ম পর্ব, জিকিরের ফযীলত---------- ২৪০
১১তম পর্ব, দুরুদ পাঠের ফযীলত---------- ২৪৭
১২তম পর্ব, দানের ফযীলত---------- ২৫৫
১৩তম পর্ব, নেক কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান---------- ২৭১
১৪তম পর্ব, খাবার বস্তু সামনে রেখে ফাতেহা দেয়া নবীজির সুন্নত-------- ২৮৯
১৫তম পর্ব, সম্মানীতদেরকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাড়ানো এবং হাতে-পায়ে চুমু খাওয়া---------- ২৯৫
১৬তম পর্ব, সচ্চরিত্রের বর্ণনা ---------- ২৯৭
- অল্পে তুষ্ট থাকা---------- ৩০২
- অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া---------- ৩১০
- আত্মত্যাগ ও সহানুভূতিশীলতা---------- ৩১৫
- আত্মপর্যবেক্ষন---------- ৩১৯
- ক্ষমা করা---------- ৩২২
- গাম্ভীর্য---------- ৩২৭
- গোপনীয়তা রক্ষা করা---------- ৩৩১
- দুঃখ কষ্ট সহ্য করা---------- ৩৩২
- ধৈর্য ---------- ৩৩৩
- প্রতিজ্ঞাপালন---------- ৩৪৩
- বিনয়-নম্রতা---------- ৩৪৫
- ভাল কাজের অভ্যাস গঠন---------- ৩৪৮
- মুসায়াফাহ ও মুয়ানাকাহ---------- ৩৪৯

SunniBoi.com সুন্নী বই

- লোকজনের মাঝে সমযোতা স্থাপন করে দেয়া---------- ৩৫১
- লজ্জাশীলতা---------- ৩৫৪
- সংযম অবলম্বন---------- ৩৫৬
- সালাম---------- ৩৬২
- সত্যবাদিতা---------- ৩৬৫
- সম্মান, ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শনের বর্ণনা---------- ৩৬৭
- হাসি মুখে ভাল কথা বলা---------- ৩৮৯
১৭তম পর্ব, মন্দ চরিত্র
- অত্যাচার---------- ৩৯১
- অশ্লিল ও অশ্রাব্য কথা বলা---------- ৩৯৮
- অহংকার---------- ৪০১
- কোন মুসলমানের কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ করা---------- ৪০৫
- কৃপণতা---------- ৪০৬
- গালমন্দ করা---------- ৪০৮
- গীবত বা পরনিন্দা---------- ৪১১
- চোগলখোরী---------- ৪১৯
- দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও গোপনে কান পেতে শ্রবন করা---------- ৪২১
- দ্বীমুখীপনা---------- ৪২৪
- ধোকা দেয়া ও প্রতারণা করা---------- ৪২৬
- প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা---------- ৪২৮
- ভনিতা করা---------- ৪৩১
- মিথ্যা---------- ৪৩২
- মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মন্দ ধারণা পোষন করা---------- ৪৩৬
- রিয়া---------- ৪৩৭
- হিংসা---------- ৪৪১
১৮তম পর্ব, নারীদের জন্য পর্দা অপরিহার্য---------- ৪৪২

মহান আল্লাহর প্রশংসা

আয়াত নং-১

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন। না তার কোন সন্তান আছে এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহন করেছেন। এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই। সূরাঃ ইখলাস, আয়াতঃ ১-৪

আয়াত নং-২

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ-

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।
সূরাঃ তালাক, আয়াতঃ ৩

আয়াত নং-৩

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

নিশ্চয়ই ঈমানদার এরূপই হয় যে, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমানের উন্নতি হয় এবং নিজেদের রবের উপরই নির্ভর করে। সূরাঃ আনফাল, আয়াতঃ ২

আয়াত নং-৪

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ِۨالَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

বড়ই কল্যাণময় তিনি, যাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-রাজ্য এবং তিনি

প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান। তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম। এবং তিনিই মহা সম্মানিত, ক্ষমাশীল। যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একটার উপর আরেকটা; তুমি রহমানের সৃষ্টিতে কি পার্থক্য দেখছ? সুতরাং দৃষ্টি উঠিয়ে দেখ তুমি কি কোন ফাটল দেখতে পাচ্ছ?

সূরাঃ মূলক, আয়াতঃ ১-৩

আয়াত নং- ৫

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

ঈমানদারদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

সূরাঃ ইব্রাহীম, আয়াতঃ১১

আয়াত নং- ৬

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; প্রত্যেক অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা। তিনিই হন মহা দয়ালু, করুণাময়।

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; বাদশাহ, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকারী, পরম সম্মানিত, মহত্বের অধিকারী, দম্ভশীল; আল্লাহ পবিত্র তাদের শির্ক থেকে।

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা; প্রত্যেককে রূপদাতা, তাঁরই রয়েছে সব ভালো নাম। তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আস্‌মানসমুহ ও যমীনে রয়েছে এবং তিনিই সম্মানীত ও প্রজ্ঞাময়। সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ২২-২৪

আয়াত নং- ৭

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ-

ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর। এবং চিরস্থায়ী হচ্ছেন আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

সূরাঃ আর্‌রাহমান, আয়াতঃ ২৬-২৭

আয়াত নং- ৮

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে- আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্রতা। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাদি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। এবং তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিনে তোমাদের শয়ন করা এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা। নিশ্চয়ই তাতে নিদর্শনাদি রয়েছে শ্রবণকারীদের জন্য। এবং তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভীতি ও আশা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাদি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁর নির্দেশে আকাশ ও যমীন স্থির রয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন তখনই তোমরা উঠে আসবে। আকাশমন্ডলী ও

পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর হুকুমের অধীন। এবং তিনিই সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন এবং এটা তার জন্য সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। সূরাঃ রোম, আয়াতঃ ২২-২৭

আয়াত নং-৯

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ -

আপনি বলুন, 'হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। সূরাঃ যুমার, আয়াতঃ ৫৩

আয়াত নং-১০

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ -

আপনি নির্ভর করুন ঐ চিরজীবী সত্তার উপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। সূরাঃ ফোরকান, আয়াতঃ ৫৮

আয়াত নং-১১

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন; অতঃপর আমি তা থেকে সৌন্দর্যমন্ডিত বাগানসমূহ উদগত করেছি, সেগুলোর বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই । আল্লাহর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? বরং সেসব লোক সৎপথ থেকে সরে পড়েছে । বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি পৃথিবীকে বসবাস করার জন্য তৈরী করেছেন, সেটার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন, সেটার জন্য নোঙ্গর সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় সমুদ্রের মধ্যে অন্তরাল রেখেছেন । আল্লাহর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ । বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ এবং তোমাদেরকে ভূ-খন্ডের মালিক করেন । আল্লাহর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? তোমরা খুব কম মনোযোগই দিচ্ছ । বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জলের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে সৎপথ দেখান এবং যিনি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেন আপন রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে । আল্লাহর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? আল্লাহ বহু ঊর্ধে তাদের শির্ক থেকে । বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশসমূহ ও যমীন থেকে জীবিকা প্রদান করেন । আল্লাহর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? আপনি বলুন, 'নিজেদের প্রমাণ হাযির কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

সূরাঃ নামল, আয়াতঃ ৬০-৬৪

আয়াত নং- ১২

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -

নিশ্চয়ই কাফিরগণ ব্যতীত কেউই আল্লাহর দয়া হতে নিরাশ হয় না ।

সূরাঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ৮৭

আয়াত নং- ১৩

قُلِ ادْعُوا اللهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ

يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

আপনি বলুন, 'আল্লাহ' বলে আহ্বান কর কিংবা 'রহমান' বলে ডাক- যা বলেই আহ্বান কর- সবই তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম । এবং আপন নামায না খুব উচ্চস্বরে পড় না একেবারে ক্ষীণ স্বরে; এ দুই এর মধ্যপথ অবলম্বন কর । এবং এভাবে বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং বাদশাহীর মধ্যে কেই তাঁর শরীক নেই আর দুর্বলতা নেই, যে কারণে তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে । তাঁর মহত্ব ঘোষণার নিমিত্তে 'তাক্বীর' বল । সূরাঃ বানী ইস্রাইল, আয়াতঃ ১১০-১১১

আয়াত নং- ১৪

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে । এবং দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে আর যখন তোমাদের দুপুর হয়; এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তারই । তিনি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর সেটাকে পুনর্জীবিত করেন । এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে । তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তখনই তোমরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছ । এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের জাতি হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের

নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন । নিশ্চয়ই তাতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য ।

সূরাঃ রোম, আয়াতঃ ১৭-২১

আয়াত নং- ১৫

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا -

আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন? এবং আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৪৭

আয়াত নং- ১৬

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ -

আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে । সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ১৫৬

আয়াত নং- ১৭

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ -

আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই । তিনি নিজে জীবিত এবং অন্যান্যদের অধিষ্ঠিত রাখেন । তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা । তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে । সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে । আর তারা পায় না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি চান । তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এ উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ । আর তিনিই হন উচ্চ, মহা মর্যাদাসম্পন্ন । সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৫৫

হাদীস নং- ১

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْخِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ـ

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ নির্ভর করতে তবে তিনি পাখিকে রিয্ক দেয়ার মত তোমাদেরকেও রিয্ক দিতেন । পাখি সকালে খালি উদরে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা উদরে ফিরে আসে ।" তিরমিযী

হাদীস নং- ২

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَسَئَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِرَاءُ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَئَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِك فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلاَّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَلِكَ بِأَنِّي

جَوَّادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ ফরমান, হে আমার বান্দারা! আমি যাকে পথ দেখিয়েছি (সে ব্যতীত) তোমরা সকলেই পথহারা। অতএব আমার কাছে হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করব। তোমরা সকলেই অভাবী ফকীর; তবে যাকে আমি ধনী করেছি। অতএব আমার কাছে চাও। আমি তোমাদেরকে রিজিক দান করব। তোমরা সকলেই অপরাধী; তবে আমি যাকে ক্ষমা করেছি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতাধিকারী এবং সে আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কারো পরোয়া করিনা।

যদি তোমাদের প্রথম ব্যক্তি হতে শেষ ব্যক্তি; তোমাদের জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তি, যুবক, বৃদ্ধ অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ আমার বান্দাদের মধ্য হতে একজন শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী বান্দার মত পরহেজগার হয়ে যায়। এতে আমার সাম্রাজ্যের আয়তন মাছির পালকের পরিমাণ বাড়বে না। আর যদি তোমাদের প্রথম হতে শেষ ব্যক্তি, তোমাদের জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তি, যুবক-বৃদ্ধ সকল মানুষ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্যের (জগন্য অপরাধীর) মত হয়ে যায়; তাতেও আমার সাম্রাজ্যের আয়তন মাছির পালক পরিমাণ কমবে না।

আর যদি তোমাদের প্রথম হতে শেষ ব্যক্তি, জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তি, যুবক-বৃদ্ধ সকল মানুষ একটি প্রান্তরে একত্রিত হয় এবং তারা প্রত্যেকে মনের ইচ্ছানুযায়ী আমার কাছে চায় আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দেই। তাতে আমার সাম্রাজ্যের কোন কিছুতে ঘাটতি হবে না, যেমন তোমাদের কেহ যদি সাগরে যায়, আর একটা সূঁচের মাথা সাগরে ডুবিয়ে উঠায় (অর্থাৎ সূঁচের মাথা ডুবিয়ে উঠালে যেমন সাগরের পানির পরিমাণ আগের মতই থেকে যায় তেমনি আল্লাহর সাম্রাজ্যও সকলের চাহিদা পূরণ

করার পর আগের মতই থেকে যাবে) । এটা এজন্য যে, আমি জাওয়াদ (সবচেয়ে বড় দাতা), আমি মাজেদ (প্রশস্ত দাতা), আমি যাহা ইচ্ছা করি তাই করি । আমার দান হল আমার কালাম (কথা) আর আজাব (শাস্তি) হল আমার কালাম । যে কোন বিষয়ে আমার বিধান হল, যখন আমি ইচ্ছা করি তখন বলি, 'হয়ে যাও' তৎক্ষনাৎ তা হয়ে যায় ।

আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّه مَلْأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. متفق عليه

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর হাত (রাজকোষ) পরিপূর্ণ । রাতদিন অবিরাম বৃষ্টির মত দান তা কমাতে পারে না । তোমরা দেখেছ কি! আসমান জমিন সৃষ্টির সময় হতে তিনি কতই না খরচ করেছেন- অথচ তাঁর হাতে যা ছিল সেখান হতে একটুও কমেনি । তাঁর আরশ পানির উপর এবং তাঁর হাতেই মীজান তিনি তা নীচু করেন আবার উপরেও উঠান ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৪

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِىْ

يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "বান্দা যখন অর্ধ হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে, তখন আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তখন আমি তার দিকে এক কদম এগিয়ে আসি। আর যখন সে আমার কাছে হেঁটে আসে, তখন আমি তার কাছে দৌড়ে আসি।" বোখারী

হাদীস নং- ৫

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ ـ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি তার গৃহ হতে বের হওয়ার সময় বলে, "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা-হাওলা ওয়া-লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম। আর আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি সামর্থ নেই।" (তখন) তাকে বলা হয়, তোমাকে হিদায়াত দান করা হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার নিকট হতে দূরে সরে যায়।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী

হাদীস নং- ৬

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْكُلَ الْاُكْلَةَ فَيَحْمَدَهٗ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهٗ عَلَيْهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বান্দার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক লোকমা খাদ্য খেলেও তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি পান করলেও তার জন্য তাঁর প্রশংসা করে। (অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ বলে) মুসলিম

হাদীস নং- ৭

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ حَيْثُ يَذْكُرُنِىْ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهٗ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَىَّ يَمْشِىْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, মহান প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, "আমি আমার বান্দার ধারণানুযায়ী রয়েছি। আর সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি।" আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল মরু প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তায়ালাও তাঁর বান্দার তাওবাতে তদপেক্ষা অধিক

আনন্দিত হন। (মহান আল্লাহ বলেন,) যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই; আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক বা দু'হাত অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ يَّقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছেন, "তোমাদের কেউ যেন মহান প্রতাপশালী আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষন করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।" মুসলিম

হাদীস নং- ৯

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ اَحَدٌ وَّلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ اَحَدٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনগণ যদি মহান আল্লাহর আযাব

সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত হত, তাহলে কেউ তাঁর জান্নাতের আশা করত না। আর কাফেররা যদি মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হত, তবে কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হত না। মুসলিম

হাদীস নং- ১০

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَّا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٌ . وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ ـ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের চেয়ে নিম্নমানের লোকের দিকে দেখ এবং তোমাদের অপেক্ষা উচ্চমানের লোকদের প্রতি নয়। তোমাদের উপর আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে না করার জন্য এটাই হল উত্তম পন্থা। বোখারী ও মুসলিম

বোখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের কেউ যখন তার চেয়ে অধিক সম্পদশালী ও সৌন্দর্যমন্ডিত কোন লোকের দিকে দেখে, তখন সে অবশ্যই যেন তার চেয়ে নিম্নমানের লোকের দিকেও দেখে।

হাদীস নং- ১১

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ

حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. رواه مسلم

হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচটি বাণী নিয়ে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, ১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঘুমান না, ২. ঘুমানো তাঁর জন্য মানায় না, ৩. তিনি দাঁড়িপাল্লাকে নীচু করেন আবার উঁচুও করেন, ৪. তাঁর কাছে মানুষের রাতের আমল দিনের আমলের পূর্বেই পেশ করা হয় এবং দিনের আমল রাতের আমলের পূর্বেই পেশ করা হয়, ৫. তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পর্দা হল নূর যদি ঐ পর্দা সরিয়ে দেয়া হয় তা হলে তাঁর চেহারার জ্যোতি তাঁর সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর নজরে পড়িত ঐ পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিত। মুসলিম

মহান আল্লাহ মিথ্যা থেকে পবিত্র

আয়াত নং ১

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

নিঃসন্দেহে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত হয় না ।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ৯

আয়াত নং ২

وَالْحَقَّ اَقُوْلُ -

আর আমি সত্যই বলি । সূরাঃ সোয়াদ, আয়াতঃ ৮৪

আয়াত নং ৩

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا۔

আল্লাহ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য? সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৮৭

আয়াত নং ৪

وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا -

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং আল্লাহ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য?

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১২২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান

সর্বশেষ নবী

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ –

আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৪০

বুঝা গেল যে, নবীজির পরে কোন নবী হতে পারে না । সুতরাং এখন যে কেউ কোন নবীর আগমনে কিংবা তা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে, সে মুরতাদ্ । যেমন- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য থাকতে পারে না, তেমনিভাবে, لَا نَبِيَّ بَعْدِي (আমার পর কোন নবী নাই) থেকে বুঝা গেল যে, নবীজির পর কোন নবী হতে পারে না । এ দু'টি এক পর্যায়ের 'অসম্ভব বিষয়' (محال)

অনুরূপভাবে, নবীজির যুগে কোন নবী ছিল না, না হতে পারত । কেননা, 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' হলেন তিনিই, যিনি সমস্ত নবীর পরে আসেন ।

আয়াত নং-২

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম । সূরাঃ মায়িদা, আয়াতঃ ৩

অর্থাৎ আক্বাইদের বিবরণ, বিধানের আয়াতগুলোর অবতরণ, ইজতিহাদের

মূলনীতি ও **নিয়মাবলী**- আজ সবই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর বিধানের কোন আয়াত আর আসবে না এবং তোমাদের দ্বীন 'মান্সূখ' বা রহিতও হবে না।

এ আয়াত থেকে কয়েকটা মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. শুধু ইসলামই আল্লাহর নিকট প্রিয়। অর্থাৎ দ্বীন-ই মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম); অন্য সব দ্বীনই প্রত্যাখ্যাত।

দুই. এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের কোন হুকুম (বিধান) রহিত হতে পারে না।

তিন. 'দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি' এর মধ্যে কোনরূপ কমবেশী হতে পারে না। ইজতিহাদী ও শাখা-প্রশাখারূপী মাসআলাসমূহ সর্বদা অনুমিত হতে থাকবে। এ কারণে, তোমাদের দ্বীন ইরশাদ করেছেন তোমাদের মাজহাব ইরশাদ করেননি।

চার. নবীজির পর কেউ নবী হতে পারে না। কেননা, দ্বীন তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সূর্য উদিত হলে চেরাগের প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং 'কাদিয়ানী' হচ্ছে বে-দ্বীন (বিধর্মী)।

পাঁচ. ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে কেউ লাখো 'নেকী' (পূণ্য কাজ) করলেও সে আল্লাহর প্রিয় নয়। শিকড় কেটে যাবার পর গাছের পাতায় পানি ঢাললে কোন কাজে আসবে না।

হাদীস নং-১

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي. متفق عليه

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইরশাদ করলেন, আমার কাছে তোমার মর্যাদা হল

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কাছে হযরত হারুন আলাইহিস্ সালামের মর্যাদার মত কিন্তু ব্যবধান হল আমার পরে আর কোন নবী নাই ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-২

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে । ১. আমাকে জাওয়ামেউল কালেম দেয়া হয়েছে । ২. রো'ব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে । ৩. গনীমতের মাল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে । ৪. সমগ্র যমীনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতার উপকরণ করা হয়েছে । ৫. সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী রূপে পাঠানো হয়েছে । এবং ৬. আমাকে দিয়ে নবী প্রেরণ প্রথার সমাপ্তি করা হয়েছে ।

মুসলিম

সমগ্র বিশ্বের নবী

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا -

যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন ।

সূরাঃ ফোরকান, আয়াতঃ ১

নবীজির নবূয়ত আসমানসমূহ এবং যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে । যেখানে আল্লাহর খোদায়ী (রাজত্ব) আছে সেখানে নবীজির মুস্তাফায়ী (নবূয়ত ও রিসালাত) বিরাজমান । সুতরাং নবীজি সমস্ত সৃষ্টির জন্য রাসূল ।

আয়াত নং-২

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ -

হে মাহবূব! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, এমন রিসালাত সহকারেই, যা সমগ্র মানব জাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয় । সূরাঃ সাবা, আয়াতঃ ২৮

বুঝা গেল যে, অন্যান্য লোকেরা দুনিয়ায় এসেছে; কিন্তু নবীজিকে প্রেরণ করা হয়েছে । সুতরাং আমরা আমাদের নিজেদের যিম্মাদার; আর নবীজির যিম্মাদার মহান আল্লাহই; যেমন, কোথাও নিজে যাওয়া এবং সরকারের 'দূত' (রাষ্ট্রদূত) হয়ে যাওয়া এক নয় ।

মোটকথা, সবাই তো দুনিয়ায় এসেছে; কিন্তু আসার ধরনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । অনুরূপভাবে, নবী ও আমাদের পানাহার এবং শয়ন ও জাগরণের ধরনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । পয়গাম্বরের প্রতিটি কাজই ইবাদত ।

নবীজি পূর্ববর্তী নবীগণেরও নবী । এ কারণে মিরাজে সমস্ত নবী নবীজির পিছনে নামায পড়েছেন । এখানে 'মানবজাতি'র শর্তারোপ সুসংবাদ দান ও

ভয়-প্রদর্শনের জন্যই । অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের শাস্তি- এ উভয়ের সমাবেশ শুধু মানবজাতির জন্য । জ্বীন জাতির জন্য জাহান্নামের শাস্তি তো রয়েছে, কিন্তু জান্নাতের সাওয়াব নেই । আর অন্যান্য সৃষ্টির জন্য না জান্নাত, না জাহান্নাম । ভয় প্রদর্শন সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য আর জান্নাতের সুসংবাদ শুধু মানব জাতির জন্য । সুতরাং এ আয়াত ও অন্যান্য আয়াতগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই ।

স্মরণ রাখবেন, যখন নবীজি সমস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট, তখন বর্তমানে অন্য কোন নবীর প্রয়োজন নেই । যেমন, আল্লাহ মানবজাতির রব; সুতরাং অন্য কোন রবের প্রয়োজন নেই ।

আয়াত নং-৩

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করব, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট ঐ রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করবে । (আল্লাহ) ফরমালেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরজ করল, 'আমরা স্বীকার করলাম ।' (আল্লাহ) ফরমালেন- 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম ।' সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে তবে ঐ সব লোক ফাসিক ।

সূরাঃ ইমরান আয়াতঃ ৮১-৮২

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সবার নিকট থেকেই এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে এবং তাঁদের অঙ্গীকারের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতদের অঙ্গীকারও হয়ে গেছে। কেননা, উম্মত নবীর অধীনস্থ হয়। ইমামের চুক্তি গোটা সম্প্রদায়েরই চুক্তির সামিল।

এ থেকে কয়েকটি মাস্আলা বুঝা গেলঃ

এক. এ অঙ্গীকার শুধু নবীজির জন্য নেয়া হয়েছে। কেননা, সমস্ত কিতাব ও নবীর সত্যায়ন শুধু সর্বশেষ নবীই করতে পারেন। আর তিনি হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই।

দুই. নবীজির পর কোন নবী ও কোন কিতাব আসতেই পারে না। কেননা, নবীজি শুধু সত্যায়নকারী; কোন নবীর আগমনের সংবাদদাতা নন। সত্যায়ন করা হয় পূর্ববর্তীদের; আর সুসংবাদ দেওয়া হয় পরবর্তীদের।

তিন. নেক্কার লোকেরা (ওলীগণ) ওফাতের পরও সাহায্য করেন। কেননা, নবীগণ থেকে দ্বীন-ই মুহাম্মদীর সাহায্যের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। অথচ মহান আল্লাহ জানতেন যে, এসব হযরত নবীজির যামানায় ওফাতপ্রাপ্ত থাকবেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সাহায্য করেছেন এভাবে যে, শবে মেরাজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে পাঁচ ওয়াক্ত করিয়ে দিয়েছেন। এখনো নবীজির সাহায্য আপন উম্মতের উপর জারী আছে। যদি তাঁর সাহায্য না থাকত তবে আমরা তো কোন নেকীই করতে পারতাম না।

আয়াতে ফাসিক মানে কাফির অর্থাৎ আক্বীদাগত ভাবে ফাসিক।

আয়াত নং-৪

اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا -

আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল। সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ১৫৮

এ সম্বোধনের মধ্যে তখনকার মানুষ ও কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হবে সবাই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সবার উপর নবীজির আনুগত্য করা ওয়াজিব (অপরিহার্য); বরং যদি বিগত সমস্ত মানুষ তাতে অন্তর্ভূক্ত থাকে তবুও কোন ক্ষতি নেই। কেননা, নবীজির উপর ঈমান আনা, সবার জন্য অপরিহার্য

ছিল । এ থেকে বুঝা গেল যে, নবীজির নবূয়তের জন্য স্থান ও কালের শর্ত নেই । এ কারণে, নবীজির রিসালাতের অঙ্গীকার সম্মানিত নবীগণ থেকে নিয়েছিলেন ।

হাদীস নং-১

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে । ১. আমাকে জওয়ামিউল কালিম দেওয়া হয়েছে । ২. রো'ব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে । ৩. গনীমতের মাল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে । ৪. সমগ্র জমীনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতার উপাদান করা হয়েছে । ৫. সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী রূপে পাঠানো হয়েছে । ৬. আমাকে দিয়ে নবী প্রেরণ সমাপ্ত করা হয়েছে ।

মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ -

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব । সূরাঃ মায়িদা, আয়াতঃ ১৫

মোল্লা আলী ক্বারী 'শরহে শেফা'য় লিখেছেন- 'নূর' ও 'সুস্পষ্ট কিতাব' উভয়টি দ্বারা নবীজির কথা বুঝানো হয়েছে। হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন গুণাবলী, সত্তা, বিধান ও খবরসমূহের প্রকাশস্থল। এ কারণে, এটা অব্যয় পদ দ্বারা সংযোজিত পরবর্তী শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দটির তাফসীর বা ব্যাখ্যাকারীও হতে পারে ।

আয়াত নং-২

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ -

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়; এবং আল্লাহ আপন নূরকে পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু মানবেন না, যদিও অপছন্দ করে কাফিরেরা । সূরাঃ তওবা, আয়াতঃ ৩২

মোল্লা আলী ক্বারী 'মওদ্বূআত-ই কবীর'-এর শেষ ভাগে লিখেছেন- ক্বোরআন শরীফের সর্বত্র 'নূর' মানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । এখানে 'নূর নির্বাপিত করা' মানে 'নবীজির দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করা ।' অথবা

কোরআন কারীমকে প্রসারিত হতে না দেয়া, অথবা নবীজির চর্চা হতে না দেয়া, নবীজির ফযীলতসমূহ শুনে চটে যাওয়া। বস্তুতঃ তাদের এহেন আচরণের ফলে নবীজির শান বা মর্যাদায় কোন ক্ষতি হবে না।

আয়াত নং-৩

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ-

তারা চায়, আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন, যদিও অপছন্দ করে কাফিরেরা।

সূরাঃ সাফ্ফ, আয়াতঃ ৮

বুঝা গেল যে, নবীজি আল্লাহর নূর। এ কারণে, পরবর্তী আয়াতে নবীজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ পরবর্তী আয়াত এ আয়াতের তাফসীর। মোল্লা আলী ক্বারী 'মওদ্বূ'আত-ই কাবীর'-এর মধ্যে বলেছেন, " এ আয়াতের মধ্যে 'আল্লাহর নূর' মানে 'নবীজি'।

বুঝা গেল যে, যার অন্তর নবীজিকে পছন্দ করে না, সে কাফির। একথাও বুঝা গেল যে, নবীজির দ্বীন ও নবীজির নাম চমকিতেই থাকবে, দুশমনেরা যতই দুশ্মনী করুক না কেন, আজও এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির-নাযির

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا -

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির-নাযির (উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী) এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে । সূরাঃ ফাত্হ, আয়াতঃ ৮

شاهد (শাহিদ) মানে মাহবূব, হাযির, এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী । সাক্ষীকে 'শাহিদ' এজন্য বলা হয় যে, সে ঘটনাস্থলে হাযির ছিল । 'মাহবূব'কে 'শাহিদ' এজন্য বলা হয় যে, তিনি আশেকের হৃদয়ে 'হাযির' থাকেন । নবীজি এ তিনটি অর্থেই পরিপূর্ণ 'শাহিদ' । নবীজির মাহবূবিয়াত মানব ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । তিনি আল্লাহর মাহবূব এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাহবূব । শুস্ক কাঠ, পাথর ও পশু পর্যন্ত নবীজির বিচ্ছেদে কান্না করত । এমনকি, আজও না দেখে লক্ষ কোটি মানুষ নবীজির আশেক ।

তাছাড়া, নবীজি স্রষ্টার দরবারে সৃষ্টির সাক্ষী, সবার ফায়সালা নবীজির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেয়া হবে । আর সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার চাক্ষুষ সাক্ষী । নবীজি যার সম্পর্কে জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন- সত্যই দিয়েছেন ।

নবীজির সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনকে সাক্ষ্য সহকারে উল্লেখ করেছেন; যাতে একথা বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীগণ শুনে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছিলেন, আর নবীজি দেখেই । নবীজি জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতাগণ বরং স্বয়ং আল্লাহকে নিজ বরকতময় কপালের চোখে মে'রাজ শরীফে দেখেছেন ।

আয়াত নং-২

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا -

হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির-নাযির করে । সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৪৫

شَاهِدًا শব্দটি شَاهِدٌ - مُشَاهَدَةٌ থেকে উদ্ধৃত । অথবা شُهُوْدٌ থেকে । অথবা شَهَادَةٌ থেকে ।
অর্থাৎ যথাক্রমে আমি আপনাকে 'উভয় জাহানকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী' করে প্রেরণ করেছি । অথবা 'সব জায়গায় উপস্থিত' করে প্রেরণ করেছি । অর্থাৎ সর্বত্র আপনার জ্ঞান ও ক্ষমতাপ্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে । যেমন, সূর্য । তা তো সর্বত্র আলো দেয় । অথবা সমস্ত মু'মিন ও কাফিরের 'সাক্ষী' বানিয়ে প্রেরণ করেছি । ফলে, আপনি কেয়ামতে সবার চাক্ষুষ সাক্ষী হবেন ।
অথবা, দুনিয়ায় মানুষ জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী হবার সংবাদ দিয়েছেন । সুতরাং নবীজি ইরশাদ করেছেন- "আবু বকর জান্নাতী । হাসান ও হোসাঈন জান্নাতের যুবকদের সরদার ।" ইত্যাদি ।
অথবা এ অর্থ যে, 'সবার হৃদয়ে হাযির ।' অর্থাৎ প্রিয় করে প্রেরণ করেছি । এর অর্থ হচ্ছে- আপনি সমস্ত সৃষ্টির প্রিয় এবং চিরপ্রিয় । এ কারণে, আপনার বিচ্ছেদে শুস্ক কাঠ ও উট কেঁদেছে এবং আজ না দেখেও কোটি কোটি আশেক বিদ্যমান । ভবিষ্যতেও থাকবে ।'

আয়াত নং-৩

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ -

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের উপর হাযির-নাযির । সূরাঃ মুয্যাম্মিল, আয়াতঃ ১৫

شاهد (শাহিদ) বলা হয়- সাক্ষী, উপস্থিত, ঘনিষ্ট বন্ধু ও ঘটনা প্রত্যক্ষকারীকে । প্রতিটি অবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে তোমরা গুনাহ্সমূহ থেকে বেঁচে থাক । আর আমার মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লজ্জা কর, যিনি তোমাদের প্রতিটি অবস্থা স্বচক্ষে দেখছেন এবং তোমাদের সাক্ষী ।

আয়াত নং-৪

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

এ রাসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী । সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৪৩

شَهِيْد - এর অর্থ 'সাক্ষী', ও 'অবগত', এবং 'রক্ষণাবেক্ষণকারী' । মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- وَ اللّٰهُ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْد (আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, রক্ষক ।) সুতরাং এ দু'টি অর্থই অত্যন্ত উপযোগী ।

কেয়ামতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উম্মতের খোদাভীরুতা এবং পবিত্রতার পক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবেন যে, এসব লোক সাক্ষ্য দেয়ার উপযোগী, ফাসিক্ব নয় । এ কারণে عَلَيْكُمْ ইরশাদ করেছেন ।

নবীজির এ সাক্ষ্য শুনাশুনির ভিত্তিতে হবে না; কেননা, শুনার উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য তো মু'মিনগণ দিবেন ।

এ থেকে বুঝা গেল যে, নবীজি সমস্ত নবীর অবস্থাদি স্বচক্ষে দেখেছেন । আর আপন উম্মতের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপনীয় অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করছেন ।

একথাও বুঝা গেল যে, সাহাবা-ই কেরাম জান্নাতী । কারণ, নবীজি তাঁরা জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন ।

স্মরণ রাখা দরকার যে, কেয়ামতে অন্যান্য নবীর উম্মতগণ ঐ সব মহান ব্যক্তির ধর্মপ্রচারের কথা অস্বীকার করবে । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতগণ ঐ সব নবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন । আর নবীজি আপন উম্মতের সত্যায়ন করবেন ।

এ থেকে একথাও বুঝা গেল যে, মুকাদ্দমার অনুসন্ধানাদি হাকিমের অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে না । কারণ, মহান রবও অনুসন্ধানাদির পর কেয়ামতের দিন ফায়সালা করবেন ।

আয়াত নং-৫

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

এ নবী, মুসলমানদের, তাদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশি মালিক ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৬

اَوْلٰى (আওলা) মানে বেশি মালিকানা-বিশিষ্ট, বেশি নিকটে, বেশি হক্বদার । এখানে এ তিনটি অর্থই প্রযোজ্য ও বিশুদ্ধ ।

বুঝা গেল যে, হুযূর প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে হাযির ও নাযির । অর্থাৎ প্রাণ অপেক্ষাও নিকটে ।

এ কথাও বুঝা গেল যে, নবীজির হুকুম প্রত্যেক বাদশাহ ও মাতা-পিতার নির্দেশ অপেক্ষা বেশি কার্যকর । নবীজি আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি মালিক । অথবা এ অর্থ যে, নবীজি তোমাদেরকে তোমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি আনন্দ পৌঁছান- দুনিয়ায় ও আখিরাতে ।

আয়াত নং-৬

وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا -

হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে উপস্থিত করব ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৪১

প্রত্যেক নবী আপন আপন উম্মতের সৎ ও অসৎকর্মের সাক্ষ্য দিবেন । আর উম্মতে মুহাম্মদী ঐ সব নবীর পক্ষে সাক্ষী হবেন । সর্বোপরি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উম্মতের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন । কিন্তু তাঁদের সাক্ষ্যের মধ্যে এ পার্থক্য থাকবে যে, নবীজির উম্মতের সাক্ষ্য হবে নবীজির নিকট শুনে । আর নবীজির সাক্ষ্য হবে স্বচক্ষে দেখে ।

এ থেকে বুঝা গেল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত অবস্থা নিজ চোখ মুবারকে প্রত্যক্ষ করেছেন । এ কারণে, কাফিরগণ নবীজির সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ঐ আপত্তি করতে পারবে না, যা উম্মতের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে করবে । তা হচ্ছে- তারা বলবে, "এসব লোক না দেখে কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইলমে গায়েব দেয়া হয়েছে

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ-

আল্লাহর শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবেন । হ্যাঁ, আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান । সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৭৯

শানে নুযূলঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ তায়ালা আমার সমস্ত উম্মতকে তাদের জন্মের পূর্বে আমার সামনে পেশ করেছিলেন । আর আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন যে, কে আমার উপর ঈমান আনবে, আর কে আনবে না ।" মুনাফিকেরা নবীজির এ ইরশাদ নিয়ে উপহাস করল । আর বলল, "আমরা তো নেপথ্যে কাফিরঃ কিন্তু হুজুর আমাদেরকে মুসলমান মনে করতেছেন । আর দাবী করছেন যে, মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই তিনি মু'মিন ও কাফিরকে চিনেন ।"

এর খন্ডনে নবীজি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন, "লোকদের কি অবস্থা যে, তারা আমার ইলম সম্পর্কে তিরস্কার করছে? আচ্ছা! আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে এমন ঘটনাবলী থেকে যা চাও জিজ্ঞাসা কর ।" আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ সাহমী আরজ করলেন, "আমার পিতা কে?" নবীজি ইরশাদ করলেন- হুযাফাহ । অতঃপর ওমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, "আমরা এ কথার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আল্লাহ আমাদের রব, আপনি নবী এবং ইসলাম হচ্ছে সঠিক ধর্ম ।"

অতঃপর নবীজি ইরশাদ করলেন "ভবিষ্যতে তোমরা কি এ ধরনের তিরস্কার থেকে বিরত থাকবে?" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ।

এ থেকে কয়েকটা মাসআলা জানা গেলঃ

এক. আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার খবর দিয়েছেন এবং আপন বিশেষ গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেছেন ।

দুই. নবীজির ইলমের বিরুদ্ধে আপত্তি করা মুনাফিকদের কাজ ।

তিন. নবীজির নিকট এমন সব গোপন বিষয়েরও খবর রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে অন্য কেউ জানে না । 'হুযাফাহ' আবদুল্লাহর পিতা হওয়া এমন এক গোপন সংবাদ, যা তার মা ব্যতীত কেউ জানে না । কিন্তু নবীজি তাও জানেন ।

আয়াত নং-২

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ -

অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের (গায়েবের) উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না- আপন মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত ।

সূরাঃ জ্বীন, আয়াতঃ ২৬-২৭

নবীজিকে বিশেষ বিশেষ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত করেন এবং উচ্চতম পর্যায়ের 'কাশ্ফ' দান করেন ।

যদিও আল্লাহর কোন কোন ওলীগণকেও নবীজির মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করা হয়, তবুও নবীর জ্ঞান তাঁদের জ্ঞান অপেক্ষা বেশি ।

যখন মহান রব অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান প্রেরণ করেন, তখন ওহী আনায়ন-কারী ফিরিশ্তাগণ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আশেপাশে ফিরিশ্তাদের পাহারা থাকে, যাতে শয়তান দূরে থাকে এবং কোন গায়েবী বিষয়ের ওহী শুনে গণকগণ পর্যন্ত পৌছাতে না পারে ।

বিশ্বের জিনিসগুলো আল্লাহর গুণাবলীর প্রকাশস্থল । কিন্তু কোন কোন গুণের আলোকচ্ছটা মহান রব সমস্ত সৃষ্টির উপর বিচ্ছুরিত করেছেন । যেমন- অস্তিত্ব ও জীবন । আর কোন কোনটি বিশেষ সৃষ্টির উপর । যেমন- রাজত্ব, জ্ঞান । আর কোনটি কারো উপর প্রকাশ করেন নি; যেমন- অনাদি ও স্রষ্টা হওয়া । আয়না সূর্যের আলোকরশ্মি পেয়ে সূর্য হয়ে যায় না, অনুরূপভাবে, বান্দা আল্লাহর 'গুণ' -এর তাজাল্লী (প্রতিফলন) পেয়ে 'রব' হয়ে যায় না ।

আয়াত নং-৩

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১১৩

এ থেকে বুঝা গেল যে, কেউ নবীজিকে ধোকা দিতে পারে না । কেননা, ধোকা সেই ব্যক্তি খায়, যে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানে না । অবশ্য, ফায়সালা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে করা হয়; যদিও সাক্ষ্য মিথ্যা হয় এবং তার মিথ্যার প্রমাণ স্থির করা যায় না ।

এ কথাও বুঝা গেল যে, মহান রব সমস্ত অদৃশ্যের (গায়েবের) জ্ঞান আপন হাবীবকে শিক্ষা দিয়েছেন ।

আয়াত নং-৪

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ -

হে মাহবুব! আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী বানিয়ে উপস্থিত করব,

আর আমি আপনার উপর এ কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ । সূরাঃ নাহল, আয়াতঃ ৮৯

নবীজি প্রত্যেক উম্মতের প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিটি অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন । কেননা, হুযূরের এ সাক্ষ্য নিছক শোনাশুনির ভিত্তিতে হবে না । কেননা, এটা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য । স্বচক্ষে দেখার ভিত্তিতে হওয়া চাই । যেমন-

এক. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারো নেকী কি আসমানের তারকারাজির সমানও আছে? তখন তাৎক্ষণিকভাবে নবীজি ইরশাদ ফরমালেন, " হ্যাঁ, ওমরের নেকীসমূহ আসমানের তারকারাজির সমান ।" বুঝা গেল যে, নবীজি যমীনের উপর সমস্ত উম্মতের নেক আমলগুলোর সংখ্যাও জানেন এবং আসমানগুলোর সমস্ত ছোট বড় নক্ষত্র ও তারার সংখ্যা সম্পর্কেও অবগত আছেন । সমান তিনিই বলতে পারেন, যিনি উভয়ের সংখ্যা জানেন ।

দুই. নবীজি দু'টি কবরবাসী সম্পর্কে খবর দিয়েছিলেন যে, একজন চোগলখোর ছিল, অন্য জন প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না । বোখারী শরীফ দেখুন!

স্মর্তব্য যে, মুকাদ্দমার ভিত্তি সাক্ষের উপরই স্থাপিত হয় । কেয়ামতের মুকাদ্দমার ভিত্তি হবে নবীজির সাক্ষ্যের উপর । এর অতি মজার ও উত্তম ব্যাখ্যা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেবের লিখিত ' শানে হাবীবুর রহমান'-এ দেখুন ।

আয়াত নং-৫

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ -

এ নবী গায়েব (অদৃশ্য বিষয়) বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন ।

সূরাঃ তাক্ভীর, আয়াতঃ ২৪

এ থেকে দু'টি মাস্আলা প্রতিয়মান হলঃ

এক. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইলমে গায়েব দান করা হয়েছে ।

দুই. নবীজি তা থেকে বহু কিছু বলে দিয়েছেন । প্রকাশ থাকে যে, কৃপণ না হওয়া, দানশীল হওয়া তাঁরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে, যাঁর নিকট সম্পদ থাকে এবং লোকজনকে দান করতে থাকেন ।

'গায়েব' মানে শরীয়তের মাস্আলাসমূহ, যা অদৃশ্য জগৎ থেকে আসে । অথবা বিগত ও ভবিষ্যতকালের অদৃশ্য অবস্থাদি বুঝায়, অথবা অদৃশ্য জগতের খবরসমূহ ।

আয়াত নং-৬

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ -

পরম দয়ালু; আপন মাহবুব্কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন ।

সূরাঃ আর্রাহমান, আয়াতঃ ১-২

এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. আল্লাহ তা'য়ালা আপন হাবীবকে বহু জ্ঞান দান করেছেন । কেননা, এ শিক্ষা দয়া ও ভালবাসার ভিত্তিতে দান করেছেন । দয়ালু ওস্তাদ সৌভাগ্যবান ছাত্রকে সবকিছুই পড়িয়ে দেন ।

দুই. নবীজি সমস্ত নবী অপেক্ষা বড় জ্ঞানী । কেননা, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-কে মহান রব সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-কে পাখীগুলোর কথা, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম-কে বর্ম তৈরি করা, হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম-কে

ইল্‌মে বাতিন শিক্ষা দিয়েছেন। আর হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-কে কিশ্‌তী বানানো। কিন্তু আমাদের নবীজিকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে 'লওহে মাহ্‌ফুয' এর জ্ঞানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

তিন.নবীজি সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা বড় জ্ঞানী। অন্যান্য লোক সৃষ্টির ছাত্র হয়, নবীজি হলেন মহান আল্লাহর ছাত্র। যখন শিক্ষাদাতা হন মহান আল্লাহ, শিক্ষাগ্রহণকারী মহান আল্লাহর মাহবুব, যেই কিতাব পড়েছেন তা কোরআন হয়, তখন বলুন, নবীজির জ্ঞানে অপূর্ণতা থাকে কিভাবে?

চার. নবীজি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর ছাত্র নন।

আয়াত নং-৭

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ -

আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।

সূরাঃ আন্‌আম, আয়াতঃ ৩৮

'কিতাব' মানে 'কোরআন' অথবা 'লওহে মাহফুয।' অর্থাৎ "আমি কোরআন মজীদে সমস্ত জ্ঞান বর্ণনা করে দিয়েছি। কিছুই বাকী রাখিনি।" কেননা, নবীজির চেয়ে বেশি আর কোন বন্ধু ছিল না, যার জন্য এ সব জ্ঞান তুলে রাখবেন। এ থেকে নবীজির সামগ্রীক ইলমে গায়েব প্রমাণিত হয়। কেননা, সমস্ত জ্ঞান রয়েছে ঐ কিতাবগুলোতে। আর ঐ সমস্ত কিতাব নবীজির জ্ঞানে রয়েছে। তাছাড়া, যদি এসব জ্ঞান কাউকে জানিয়ে দেয়ার মত না হত, তবে মহান রব সেগুলো লিখেছেনই বা কেন? লিখার উদ্দেশ্য এটা তো নয় যে, খোদ্ মহান রবের ভূলে যাবার আশঙ্কা ছিল! সুতরাং নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এ জন্যই লিখেছেন যে, তা অন্যান্যদেরকে জানানো হবে।

আয়াত নং-৮

وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

(কোরআনে রয়েছে) সব কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা; এতে কোন সন্দেহ নেই। (এটা) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

সূরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ ৩৭

কোরআনে 'লওহে মাহফূয'- এর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আর লওহে মাহফুয-এ সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। এবং সমগ্র কোরআন নবীজির জ্ঞানে রয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ নবীজিকে (ইলমে গায়েব সহ) সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন।

হাদীস নং-১

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ يعني خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

رواه البخاري

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধে প্রেরিত) জায়েদ, জাফর এবং ইবনে রাওয়াহার (শহীদ হওয়ার) সংবাদ (মদীনায়) আসার পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে জানিয়েছেন। (নবীজি) ইরশাদ করেছেন, ইসলামী বাহিনীর ঝান্ডা জায়েদ উঠিয়েছে এবং শহীদ হয়েছে। তারপর জাফর ঝান্ডা নিল সেও শহীদ হল। তারপর ইবনে রাওয়াহা ধরল সেও শহীদ হল। এই সময় তাঁর চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, শেষে আল্লাহর তরবারী সমূহের একটি তরবারী অর্থাৎ খালেদ বিন **ওয়ালীদ**,ঝান্ডা ধরল। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বিজয় দান করলেন। বোখারী

হাদীস নং-২

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلاَءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. متفق عليه

হযরত হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন, (অর্থাৎ ভাষণ দান করলেন) তখন তিনি ঐ মুহুর্ত হতে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছুই বর্ণনা করলেন, কোনটাই বাদ দিলেন না। যে স্মরণ রাখতে পারে সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলেছে সে ভূলে গেছে। নিশ্চয়ই আমার সাথীরা (একই সংগে যারা শুনেছে) তা অবগত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত ঘটনা যখন সামনে ঘটতে দেখি, তখন তা আমার স্মরণ হয়, যদিও তা আমি ভুলে গেছি। যেমন, কোন ব্যক্তি কিছু দিন গায়েব থাকার পর হঠাৎ নজরে পড়লে তাকে চেনা যায়। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৩

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي. متفق عليه

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা রুকূ সিজদা যথাযথভাবে আদায় কর, আল্লাহর কছম, আমি পেছন থেকেও তোমাদেরকে দেখি। (অর্থাৎ আমি সামনে যেমন দেখি, পেছনেও তদ্রুপ দেখি।)

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-4

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِئِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لاَ أَرَى. متفق عليه

হযরত আবু **সালামা** রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা! এই যে, জিব্রাঈল তোমাকে সালাম দিতেছে (হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জবাবে) বললেন, তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি যা দেখিনা তিনি (নবীজি) তা দেখতে পান।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৫

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَفِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ فَأَسَاءَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلاَنُ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ أَلاَ تَرَى كَيْفَ تُصَلِّي إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لاَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ. رواه احمد

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি পেছনের সর্বশেষ ছফে (কাতারে) ছিল। সে নামায ঠিকভাবে আদায় করতেছিলনা। সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন, হে অমুক! তুমি কি

আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি কিভাবে নামায আদায় কর, নিজে দেখনা? তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা কিছু কর তা আমার নিকট অজানা থাকে। আল্লাহর কছম! নিশ্চয়ই আমি আমার সম্মুখে যেরূপ দেখি পেছনেও তদ্রুপ দেখি। আহমদ

হাদীস নং-৬

وَعَنْ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ اَلأَنْصَارِيُّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَا الْفَجْرَ وَصَعِدَ عَلَي الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رواه مسلم

হযরত আমর ইবনে আখতাব আল আনছারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমাদের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বরে উঠে সুদীর্ঘ ভাষণ দিতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত হল এবং যোহরের নামায আদায় করলেন। পুনরায় মিম্বরে উঠে আছর পর্যন্ত ভাষণ দান করলেন। আছরের নামায আদায় করে পুনরায় মিম্বরে উঠে সুর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দান করলেন। এই সুদীর্ঘ ভাষণে কেয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সব খবর আমাদেরকে তিনি দিলেন। আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বড় আলেম যিনি (সে বক্তৃতা) বেশী স্মরণ রেখেছেন। মুসলিম

হাদীস নং-৭

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ

لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اَحْبَبْتُ الْاِمَارَةَ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ اَنْ اُدْعٰى لَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِىَّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا وَقَالَ اِمْشِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلِىٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى مَاذَا اُقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবরের যুদ্ধের দিন ইরশাদ করেন, এ পতাকা এমন একজনকে প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতে মহান আল্লাহ বিজয় দান করবেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এদিন ছাড়া আর কখনো নেতৃত্ব পছন্দ করিনি। সে দিন সে জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম, আমাকে যেন আহ্বান করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে তাকেই সে পতাকা দিয়ে বললেন, "চলে যাও, কোন দিকে তাকাবে না, যে পর্যন্ত না তোমাকে আল্লাহ বিজয় দান করেন।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটু চলেই দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে তাকালেন না এবং চিৎকার করে জিজ্ঞেস

করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের ভিত্তিতে (এবং কতক্ষণ পর্যন্ত) মানবদের সাথে যুদ্ধ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা এ কথা সাক্ষী না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।" তারা এ সাক্ষী দিলে তোমার হাত হতে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ হেফাজত করতে পারবে। আর ইসলামের হক তাদের আদায় করতে হবে। আর তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে।

মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদব বজায় রাখা ঈমানের মূলভিত্তি

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়বে না ।

সূরাঃ হুজরাত, আয়াতঃ ১

শানে নুযূলঃ কিছু সংখ্যক সাহাবী ঈদুল আযহার দিনে নবীজির পূর্বে, অর্থাৎ ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছিল। কিছু সংখ্যক সাহাবী রমযানের একদিন আগেই রোযা শুরু করে দিতেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. নবীজির প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন করা আল্লাহর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন করার সামিল। ঐ সকল সাহাবী নবীজির আগে চলেছেন, আর ইরশাদ করা হয়েছে- 'আল্লাহ ও রাসূলের আগে বাড়বে না ।'

দুই. রাস্তায় চলা ও কথাবার্তা বলায়, এমনকি, যে কোন ব্যাপারেই নবীজির অগ্রবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ ।

তিন. কোন আদব-সম্পন্ন লোক কোন বুযর্গ ব্যক্তি কিংবা কোরআন শরীফের দিকে পিঠ ফেরান না। তাঁদের এ কাজের উৎস-প্রমাণ হচ্ছে এ আয়াত ।

আয়াত নং-২

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ-

যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন কর ।

সূরাঃ ফাত্হ, আয়াতঃ ৯

এ থেকে বুঝা গেল যে, এমন প্রতিটি তা'যীম (সম্মান প্রদর্শন), যা শরীয়ত বিরোধী নয়, নবীজিকে করা যাবে । অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর মত বলবে না, অন্য যে কোন সম্মানজনক শব্দ মিলবে, তাই নবীজির প্রশংসায় আরয কর । যেমন- ইমাম মালেক মদীনা মুনাওয়ারার ভূখন্ডে কখনো ঘোড়া ইত্যাদির উপর আরোহণ করেন নি ।

আয়াত নং-৩

وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ -

আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আন, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ।

সূরাঃ মায়িদা, আয়াতঃ ১২

নবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, মহান আল্লাহ তজ্জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন । এ সম্মানপ্রদর্শনে কোনরূপ শর্তারোপ করা হয়নি । সুতরাং এমন প্রতিটি সম্মান প্রদর্শন করা যাবে, যা শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ (হারাম) নয় । তাঁদেরকে 'খোদা' কিংবা খোদার পুত্র বলা যাবে না । এ ছাড়া যে পরিমাণ সম্মানপ্রদর্শন করা সম্ভবপর কর; প্রত্যেক (শরীয়তসম্মত) তা'যীমই সাওয়াবের কাজ; এর সপক্ষে কোন উদ্ধৃতিমূলক দলীল কিংবা বর্ণনার প্রয়োজন নেই ।

আয়াত নং-৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ -

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে উপস্থিত হও, যখন তোমাদেরকে আহ্বান করে । সূরাঃ আনফাল, আয়াতঃ ২৪

এ থেকে কয়েকটি মাস্আলা বুঝা যায়ঃ

এক. নবীজির আহ্বান আল্লাহরই আহ্বান । কেননা, বিনা মাধ্যমে মহান রব কাউকে ডাকেন না ।

দুই. মুসলমান যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, নবীজির আহ্বানের সাথে সাথেই হাযির হওয়া চাই । এমনকি যদি কোন নামাযী নামাযের অবস্থায় নবীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাযির হয়ে যান, আর যে কাজে নবীজি প্রেরণ করেন তাও সম্পন্ন করে আসেন, তবুও তিনি নামাযের মধ্যে রয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন; যত রাক'আত বাকী ছিল, তাই পরে পূরণ করবেন ।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহও নবীজির মাধ্যমে আহ্বান করেন । কোরআন ও হাদীস একই পবিত্র মুখে বর্ণিত হয়; অর্থাৎ হুযূরের পবিত্র মুখে । নবীজি যেটাকে কোরআন বলেছেন, আমরা সেটাকেই কোরআন মেনে নিয়েছি । যা সম্পর্কে নবীজি বলেছেন "এটা হাদীস" আমরা সেটাকে হাদীস হিসেবে মেনে নিয়েছি । পবিত্র যবান একটি, কিন্তু সেই বরকতময় যবান থেকে নিঃসৃত কালামের ধরণ দু'টি । সুতরাং আহ্বানকারী তো নবীজিই হবেন- কখনো নিজের নাম নিয়ে কখনো মহান রবের নাম নিয়ে আর কখনো মহান রবের নির্দেশ শুনিয়ে । এ থেকে বুঝা গেল যে, হাদীস অনুসারে আমল করা ততই জরুরী, যতটুকু জরুরী কোরআন অনুসারে আমল করা ।

আয়াত নং-৫

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ কিংবা কোন

ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩৬

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ আসাদিয়াহ, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এবং তাঁর মা উমায়মাহ্ বিনতে আবদুল মুত্তালিব নবীজির ফুফীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে । নবীজি আপন পোষ্যপুত্র যায়েদ ইবনে হারিসার সাথে বিয়ের জন্য যয়নাবের নিকট পয়গাম (প্রস্তাব) পাঠালেন, যা যয়নাব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন নি । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে । ফলে হযরত যয়নাব প্রমুখ রাজি হয়ে গেলেন । আর হযরত যয়নাবের বিয়ে হযরত যায়েদের সাথে করিয়ে দেয়া হল ।

বুঝা গেল যে, নবীজির হুকুমের সামনে নিজের ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রেও মু'মিনের অধিকার থাকে না । যদি নবীজি কারো জন্য তার বিবাহিত স্ত্রীকেও হারাম করে দেন, তবে সেও হারাম হয়ে যাবে । যেমন, হযরত কা'বের জন্য করেছিলেন ।

আয়াত নং-৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ -

হে ঈমানদারগণ! অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত নবীর গৃহসমূহে হাযির হয়ো না ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৫৩

শানে নুযূলঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি যয়নাবকে শাদী করলেন । আর 'ওয়ালীমা শরীফ' -এর আম দাওয়াত করলেন । সাহাবায়ে কিরাম দলে দলে আসছিলেন এবং আহার গ্রহণ করে চলে যাচ্ছিলেন । পরিশেষে, তিনজন সাহাবী আহার শেষে বসে রইলেন । আর তাঁদের কথোপকথনের পরম্পরা কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়ে গেল ।

এ দিকে নবীজির ঘর মুবারক ছোট ছিল । ফলে, ঘরের সদস্যদের, বিশেষ করে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কষ্ট হল । নবীজি অন্যান্য কামরাগুলোর দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন । সেখান থেকে পুনরায় তাশরীফ নিয়ে এলেন। তখনো এসব লোক সেখানে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে, তাঁরা নিজেরাই খেয়াল করলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন । তখন নবীজি ঐ হুজরা মুবারকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং পর্দা টেনে দিলেন । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হল ।

বুঝা গেল যে, নবীজির আস্তানা হচ্ছে এমন আস্তানা, যার আদব বা নিয়ম-ক্বানূন খোদ্ মহান রবই শিক্ষা দেন । আর ঐ আস্তানা শরীফের আদব (নিয়মাবলী) ফিরিশতাগণ, জ্বীনজাতি, মানবজাতি, এমনকি সমস্ত সৃষ্টিই পালন করে থাকে । ঐসব ঘরে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামও বিনা অনুমতিতে আসতেন না । হযরত মালাকুল মওত (আয্রাঈল আলাইহিস্ সালাম)ও অনুমতি নিয়ে হাযির হয়েছে ।

আয়াত নং-৭

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন ভয় করে যে, (পৃথিবীতে) তাদেরকে কোন বিপর্যয় পেয়ে বসবে, অথবা (পরকালে) তাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে । সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ৬৩

আয়াত নং-৮

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا-

রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাক । সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ৬৩

অর্থাৎ নবীজির আহ্বান ও নবীজির তলব করাকে একে অপরকে আহ্বান বা তলব করার মত মনে করো না- ক্ববূল করবে কিংবা করবে না; বরং তাঁর ডাকের সাথে সাথে হাযির হয়ে যাও, যদিও নামাযরত হও কিংবা অন্য কোন কাজে । (যেমন- সূরা আনফালের ২৪ নং আয়াত দেখুন)

অথবা নবীজিকে এমন উপাদি বা শব্দ দ্বারা ডেকো না, যেমনিভাবে তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো । যেমন, বড় ভাই, আব্বা, চাচা, বশর (মানুষ) বলে ডেকো না; বরং তাকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!', 'ইয়া শফী'আল মুয্নিবীন' ইত্যাদি আদবপূর্ণ উপাধি সহকারে স্মরণ ও আহ্বান কর ।

আয়াত নং-৯

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতক্ষন পর্যন্ত পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না, অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে । সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৬৫

শানে নুযূলঃ মদীনাবাসীগণ পাহাড়ী পানি নিজেদের ক্ষেতে সরবরাহ করতেন । হযরত যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ও এক আনসারীর ক্ষেত পাশাপাশি ছিল । তাদের উভয়ের মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল, তাও এ বিষয়ে যে, কে সর্বপ্রথম নিজ ক্ষেতে পানি সরবরাহ করবে । এ মুক্দ্দমা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উত্থাপিত হল । নবীজি ফায়সালা করে দিলেন যে, প্রথমে হযরত যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ক্ষেতে পানি দিবেন, তারপর আনসারী । কেননা, হযরত যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ক্ষেত ছিল উপরিভাগে । এ ফায়সালা আনসারীর পছন্দ হল না । সে মুখে বলে ফেলল, "যোবায়ের আপনার

ফুফাত ভাই সম্পর্কের আত্মীয়, তাই।" এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, তখন ঐ আনসারীকে 'মুরতাদ্দ্' বলে হয়তো ঘোষণা করা হয়নি। কারণ, এ ঘটনা এ বিধান ঘোষিত হবার এবং এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বেকার ছিল। ক্বানূন বা বিধানাবলী তো তৈরী হবার পরই কার্যকর করা হয়। এখন যদি কোন মুসলমান এমন কাজ করে, তবে সে মুরতাদ্দ্ অর্থাৎ সে আর মুসলমান নেই।

এমন লোকের ভাগ্যে প্রকৃত ঈমান জুটবে না। আয়াতে ঈমানকেই অস্বীকার করা হয়েছে, 'ঈমানের পূর্ণতা'কে নয়। মু'মিন যদিও গুনাহ করে, কিন্তু সে নবীজির ফায়সালাকে অন্যায় মনে করে না বরং ন্যায় ও সত্য বলে জানে আর নিজেকেই অসত্য, অত্যাচারী ও গুনাহগার বলে মনে করে, তাহলে সে ঈমান থেকে খারিজ হবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি কালেমা পড়া সত্ত্বেও ইসলামী বিধানাবলীতে দোষ-ত্রুটি বের করতে চায় এবং খৃষ্টান ও মুশরিকদের ক্বানূন বা প্রথাগুলোকে ভাল জানে, সে ইসলাম থেকে খারিজ। সে এ আয়াতে বর্ণিত বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা বুঝা যায়ঃ

এক. নবীজির সমস্ত ফায়সালা আমাদের জন্য সত্য ও সঠিক এবং তদনুযায়ী কাজ করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

দুই. নবীজির ফায়সালার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের দুঃসাহস দেখানো অথবা অমান্য করা কুফর ও ধর্ম ত্যাগেরই নামান্তর।

তিন. যদি কেউ বাধ্য হয়ে নবীজির ফায়সালা মেনে নিল, কিন্তু অন্তরে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি সেও কাফির।

চার. শর্তহীন নির্দেশ ওয়াজিবসূচক হয়। (অর্থাৎ ওই নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য।

পাঁচ. নবীজির নির্দেশাবলীকে মেনে নেয়া, কিন্তু অন্তরে ঐগুলোর উপর সন্তুষ্ট না থাকা কাফিরদেরই কুপ্রথা।

আয়াত নং-১০

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْابِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ -

যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে।
সূরাঃ আ'রাফ, আয়াতঃ ১৫৭

এ থেকে বুঝা গেল যে, নবীজির প্রতি সম্মান দেখানো মৌলিকভাবে ও কর্মগতভাবে- সবদিক দিয়ে অপরিহার্য; বরং ঈমানের স্তম্ভ। আর যেই সম্মান হারাম নয় তা করা যাবে অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই।

হাদীস নং-১

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالاَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري

হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে ঘুমাইতে ছিলাম। এমন সময় কোন এক ব্যক্তি

আমাকে কঙ্কর মারল। তখন চোখ খোলে দেখি হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন, যাও! ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে আন। আমি লোক দুটিকে ডেকে আনলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা অথবা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, তায়েফ হতে এসেছি। তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে তবে শাস্তি দিতাম। (বাহিরের লোক এই বিষয়টি ভালভাবে অবগত নয় বলে শাস্তি রহিত হল) কারণ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলতেছ। বোখারী

হাদীস নং-২

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

رواه البخاري

হযরত আবু সাঈদ বিন মুয়াল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নামায আদায়রত ছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি জবাব দিতে পারলাম না। (নামায শেষে) নবীজির দরবারে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি নামায আদায়ে ব্যস্ত ছিলাম। (নবীজি) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে উপস্থিত হও, যখনই ডাকে?

বোখারী

হাদীস নং-৩

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَاَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَاَعْرِفُهُ الْآنَ.

رواه مسلم

হযরত জাবের বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি মক্কার সেই পাথরকে এখনো চিনি যে, আমার নবুয়াত লাভের পূর্ব হতে আমাকে সালাম করত। মুসলিম

হাদীস নং-৪

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ وَإِذَا شَجَرَتَيْنِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَالْتَأَمَتَا فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَيْنِ قَدْ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ.

رواه مسلم

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা এক বিরাট সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজত পূরণ করার জন্য গেলেন কিন্তু তিনি

কোন আড়াল পেলেন না (অর্থাৎ পর্দা করার মত কোন বস্তু সেখানে ছিল না) । সমতল ভূমির এক প্রান্তে দুটি গাছ দেখা গেল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের কাছে গেলেন এবং সেটার একটি ডাল ধরে ইরশাদ করলেন, মহান আল্লাহর আদেশক্রমে তুমি আমার অনুগত হও । সঙ্গে সঙ্গে গাছটি তাঁর অনুগত হয়ে গেল; যেমন নাকে রশি লাগানো উট তার চালকের অনুগত হয় । এইভাবে তিনি অপর গাছের কাছে আসলেন এবং সেটার একটি ডাল ধরে ইরশাদ করলেন, তুমি মহান আল্লাহর আদেশক্রমে আমার অনুগত হও । সঙ্গে সঙ্গে সেটাও আগের গাছের মত তাঁর অনুগত হয়ে গেল । শেষ পর্যন্ত তিনি দুটি গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আদেশ করলেন, তোমরা আল্লাহর আদেশক্রমে একে অপরের সাথে লেগে যাও । (যাতে আমার জন্য পর্দা হয়) । তখন দুটিই লেগে গেল । বর্ণনাকারী বলেন, নবীজি গাছের আড়াল হয়ে গেলেন । আমি বসে পড়লাম এবং এই অদ্ভুত ঘটনার কথা নিজে নিজে বলতেছিলাম । এমন সময় আমি (ঐদিকে পুনরায়) তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে আসতেছেন । আর গাছ দুটি পৃথক হয়ে যথারীতি নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ।

মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেয়াদবী কুফর

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সামনে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা বুঝতেই পারবে না।

সূরাঃ হুজরাত, আয়াতঃ ২

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যিনি কিছুটা উচ্চ স্বরই শুনতেন এবং নিজেও বলতেন উচ্চ কণ্ঠে। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল যেন এ দরবারে আওয়াজকে নিচু রাখেন। হযরত সাবিত এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হবার পর ঘর থেকে আর বের হচ্ছিলেন না; খানা ছেড়ে দিলেন। নবীজির দরবারে হাযির হলেন না। নবীজি তাঁর অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে হযরত সা'দকে জিজ্ঞাসা করলেন, যিনি হযরত সাবিত ইবনে ক্বয়সের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি সাবিত ইবনে ক্বায়সকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "আমি তো দোযখী হয়ে গেছি। আমার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গিয়েছিল।" নবীজি এ কথা শুনে ইরশাদ করলেন, " তাকে বলে দাও! সে জান্নাতী।"

বুঝা গেল যে, নবীজির প্রতি সামান্যতম বেয়াদবী প্রদর্শনও কুফর। কেননা, কুফরের কারণেই নেকীগুলো বরবাদ হয়ে যায়। যখন নবীজির দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলার ফলে নেকীগুলো বরবাদ হয়ে যায়, তখন অন্যান্য

বেয়াদবীর কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না ।

আয়াত নং-২

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۔

নিশ্চয়ই যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত- দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন । সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৫৭

এ থেকে বুঝা গেল যে, যেই কাজ দ্বারা নবীজি কষ্ট পান, তা হারাম । আর যদি কেউ কোন নামায ছেড়ে দিলে নবীজি আরাম পান, তবে তার জন্য ঐ নামায ছেড়ে দেয়া ফরয । এ কারণে, হযরত আলীর, খায়বারে আসরের নামায নবীজির নিদ্রা শরীফের জন্য উৎসর্গ করা উচ্চতম পর্যায়ের ইবাদত বলে সাব্যস্ত হয়েছে ।

'আল্লাহকে কষ্ট দেয়া' হচ্ছে- তাঁর জন্য এমন কোন বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা, যা থেকে তিনি পবিত্র । অথবা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে নির্যাতন করা ।
'নবীজিকে কষ্ট দেয়া' হচ্ছে- নবীজির কোন বরকতময় কাজকে তুচ্ছ করে দেখা কিংবা কোন প্রকার তিরস্কার করা কিংবা তাঁর গুণাবলী চর্চায় বাধা দেয়া; নবীজির প্রতি কোন দোষ-ত্রুটি আরোপ করার অপচেষ্টা চালানো । এমন গর্হিত কার্যাদি সম্পন্নকারী লোকেরা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাতের উপযোগী ।

আয়াত নং-৩

أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?

মিথ্যা অজুহাত রচনা করোনা! তোমরা মুসলমান হয়ে (পুনরায়) কাফির হয়ে গেছ । সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৬৫-৬৬

শানে নুযূলঃ তাবূকের যুদ্ধে যেতে যেতে তিনজন মুনাফিকের মধ্যে দু'জন পরস্পর বলল, "নবীজির ধারণা হচ্ছে- আমরা রোম জয় করতে পারব । এটা সম্পূর্ণ ভুল ।" তৃতীয়জন মুখ খুলল না; কিন্তু তাদের কথার উপর হাসছিল । নবীজি তাদের তিনজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন । তারা বলল, "আমরা তো পথ অতিক্রম করার জন্য হাসি-ঠাট্টা করছিলাম মাত্র ।" এর প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ।

এ থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝা যায়ঃ

এক. নবীজিকে আল্লাহ গায়েবের ইলম দিয়েছেন । যে কথা একাকিত্বে বলা হয়, তার খবরও নবীজির আছে ।

দুই. কুফরী কথাবার্তা শুনে তাতে সন্তুষ্টি সরূপ নিশ্চুপ থাকা অথবা হাসাও কুফর । কেননা, কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকাও কুফর ।

তিন. নবীজির প্রতি অবমাননা আল্লাহর প্রতি অবমাননারই নামান্তর । কেননা, ঐ সকল মুনাফিক নবীজির প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করছিল; কিন্তু আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- "তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে....." অর্থাৎ নবীজিকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, আল্লাহ **তা'য়ালা** ও তাঁর সমস্ত আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করারই নামান্তর । সুতরাং নবীজির প্রতি সম্মান দেখানো আল্লাহর প্রতি সম্মান দেখানোর সামিল ।

চার. নবীজির সাথে বেয়াদবী করা কুফর; যদিও বেয়াদবীর উদ্দেশ্য না থাকে । কেননা, এ ঠাট্টা-বিদ্রূপকে কুফর সাব্যস্ত করা হয়েছে ।

একথাও বুঝা গেল যে, নবীজির প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী মুরতাদ্দ ।

আয়াত নং-৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রা'ইনা' বলো না এবং এভাবে আরজ কর, 'হুযূর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!' এবং প্রথম থেকেই মনোযোগ সহকারে শুন । আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত ।

সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১০৪

কখনো কখনো সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াজ করার সময় আরজ করতেন- رَاعِنَا يَا رَاسُولَ الله (অর্থাৎ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করে 'এ বাণী' আবার সুস্পষ্ট করে দিন!)
ইহুদীদের ভাষায় এ رَاعِنَا শব্দ 'গালি ছিল । তারা কুউদ্দেশ্যে এ শব্দটা বলতে আরম্ভ করে দিল । হযরত সা'দ ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ভবিষ্যতে তোমরা এ শব্দ বললে আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেব ।" কারণ, তিনি ইহুদীদের ভাষা জানতেন । ইহুদীরা বলল, "মুসলমানেরাও তো এ শব্দ বলে থাকেন ।" তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হল । তাতে মুসলমানদেরকেও এ শব্দ বলতে নিষেধ করে দেয়া হল ।
বুঝা গেল যে, নবীজির দরবারের আদব-কায়দা খোদ্ মহান আল্লাহই শিক্ষা দিচ্ছেন । আর এ বিধানাবলী নিজেই জারী করছেন । এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে মানহানিকর শব্দ বলা কুফর । এ কারণে, ইরশাদ হয়েছে- "কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত ।"

আয়াত নং-৫

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ -

যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এর পর যে, সঠিক পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাব ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১১৫

আয়াত নং-৬

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে ।

সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৬৩

দোযখে সর্বদা স্থায়ী হওয়া, কাফিরদের জন্য অবধারিত । গুনাহ্গার মু'মিন যদি দোযখেও যায়, তবে তা হবে সাময়িকভাবে পাক-সাফ হবার জন্যই । যেমন- অপরিস্কার স্বর্ণ ভাট্টিতে রাখা হয় তা পরিস্কার হবার জন্য । আর কয়লাও ভাট্টিতে প্রবেশ করে সেখানে জ্বলার জন্য । বস্তুতঃ কাফিরেরা দোযখের জন্য কয়লা স্বরূপ । আর গুনাহ্গার মু'মিন হল অপরিস্কার স্বর্ণ । বুঝা গেল যে, নবীজির সামান্যতম বিরোধিতাও কুফর । একথাও বুঝা গেল যে, নবীজির বিরোধিতা ও আল্লাহর বিরোধিতা একই পর্যায়ের । নবীজির বিরোধিতা ধর্মীয় কিংবা পার্থিব বিষয়াদির যে কোনটিতেই হোক না কেন, কুফরই ।

আয়াত নং-৭

وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি ।

সূরা তাওবাঃ আয়াতঃ ৬১

বুঝা গেল যে, নবীজিকে কষ্ট দেয়া কুফর, কেননা বেদনাদায়ক শাস্তি কাফিরদেরকেই দেয়া হবে ।

হাদীস নং-১

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّي صَعِدَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ صَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ وَفِي رِوَايَةِ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. رواه البخاري

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর বাণী- "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়গণকে ভীতি প্রদর্শন করুন" অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বের হয়ে সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন এবং হে বণি ফিহির! হে বণি আদী! বলে কোরাইশ গোত্র সমূহকে ডাক দিলেন। এতে লোকেরা উপস্থিত হতে লাগল। যে ব্যক্তি (যে সব নেতৃবৃন্দ) নিজে উপস্থিত হতে পারেনি, তারা ঘটনা জানার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। তখন আবু লাহাব এবং কোরাইশ বংশের প্রায় সকলে উপস্থিত হয়। (উপস্থিত নেতৃবৃন্দসহ সকলকে লক্ষ্য করে) তিনি ইরশাদ করলেন, দেখ আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর দিকে একদল অশ্বারোহী বের হয়েছে– অপর বর্ণনায়- উপত্যকার ঐ প্রান্ত হতে একদল অশ্বারোহী বের হয়েছে- তোমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত! তোমরা কি তখন আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সমস্বরে বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা কখনো আপনাকে সত্যবাদী ছাড়া পাইনি। তিনি ফরমালেন, আমি হলাম তোমাদের জন্য 'সাবধানকারী'। অচিরেই তোমরা কঠিন আযাবের সম্মুখীন

হবে । আবু লাহাব বলল, তোমার সর্বনাশ হউক! এই জন্যই কি আমাদের সমবেত করেছ? তখনই " আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হউক এবং সে ধ্বংস হইক" -আয়াত (বা সূরা লাহাব) নাজিল হল । বোখারী

হাদীস নং-২

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللاَتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لاَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلاَّ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِّي لاَخْتَطَفَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا. رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আবু জেহেল বলল, মোহাম্মদ কি তোমাদের সামনে তাঁর কপাল মাটিতে ঠেকায় অর্থাৎ নামায পড়ে? তারা বলল, হ্যাঁ । সে বলল, যদি ঐ রূপ নামায পড়তে দেখি তাহলে লাত এবং উজ্জার কসম! আমি তাঁকে তখন ঘাড় মাড়াইয়া দিব । ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে নামায পড়তে লাগলেন । আর আবু জেহেল নিজের অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে যেতে লাগল । হঠাৎ দেখা গেল সে পিছনের দিকে দৌড়ে আসতেছে আর দুই হাত দ্বারা আত্মরক্ষা করতেছে । তখন তাকে বলা হল, কি ব্যাপার? তোমার কি হল? সে বলল, আমার এবং তাঁর মধ্যে আমি আগুনের গর্ত ও ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পেলাম । সেখানে ডানা বিশিষ্ট (পাখী বাহিনী) দেখলাম । এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, আবু জেহেল যদি আমার নিকটে যেত, তা হলে ফেরেশতারা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত । মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেগুলোর সম্পর্ক সেগুলো মর্যাদার অধিকারী

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ -

তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম উম্মত । সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১১০

অর্থাৎ নবীজির উম্মত সমস্ত উম্মত থেকে উত্তম । বনী ইস্রাঈল 'সমগ্র জাহান থেকে উত্তম হওয়া' ঐ যুগেই ছিল কিন্তু নবীজির উম্মত উত্তম হওয়া চিরস্থায়ী ।

আয়াত নং-২

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ -

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীর মত নও ।

সূরা ঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩২

বরং তোমরা সমগ্র জাহানের পূর্ব ও পরবর্তী নারীদের চেয়ে উত্তম। হযরত আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কোন নারীই তোমাদের না সমকক্ষ হয়েছে, না হবে ।

একথাও প্রতীয়মান হয় যে, যখন নবীজির পবিত্র বিবিগণের মত বিশ্বে কোন নারীই নেই, তখন নবীজির মতও কেউ হতে পারে না। যেসব লোক নিজেদেরকে নবীজির মত বলে, তারা যেন এ আয়াতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ।

আয়াত নং-৩

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ -

এ শহরের শপথ । সূরাঃ বালাদ, আয়াতঃ ১

অর্থাৎ মক্কা-ই মু'আয্যামার । যা নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মস্থান ।

বুঝা গেল যে, নবীজির সাথে সম্পর্কের কারণে, মক্কা মু'আয্যামার অলি-গলি ও বাজার এমন মর্যাদা পেয়েছে যে, খোদ্ মহান আল্লাহ সেগুলোর শপথ করেছেন । সুতরাং যেসব সাহাবা-ই কেরাম নবীজির সাথে ছায়ার মত হয়েই ছিলেন তাঁদের মহত্ব সম্পর্কে আর বলার কি আছে?

আয়াত নং-৪

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

হে মাহবূব! আপনার জীবনের শপথ, নিশ্চয়ই তারা আপন নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছে। সূরাঃ হিজর, আয়াতঃ ৭২

এ থেকে বুঝা গেল যে, নবীজির জীবন মুবারক আল্লাহ **তা'য়ালার** নিকট বড়ই প্রিয়। এ কারণে, মহান আল্লাহ নবীজি ব্যতীত অন্য কারো জীবনের শপথ করেন নি। একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কাফির যদিও বাহ্যতঃ হুঁশে রয়েছে, বাস্তবে কিন্তু তারা বেহুঁশ। বস্তুতঃ যেই আক্বল ও হুঁশ দ্বারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তা বিবেকহীনতা ও অবচেতনতাই। আর এমন লোক সবসময়ই পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

আয়াত নং-৫

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا -

এভাবে আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি ।

সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৪৩

নবীজির উম্মত যুগের দিক দিয়ে সবার পরে। আর মর্যাদার দিক দিয়ে মাঝামাঝি; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। যেমন- বৃত্তের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু, চাকাগুলোর মধ্যে 'ধুরা' (মধ্যবর্তী লৌহদন্ড) অথবা তারাগুলোর মধ্যে সূর্য কিংবা মালার মধ্যে মধ্যবর্তী বড় ফুল অথবা মসজিদের মেহরাব।

অনুরূপভাবে, এ দ্বীনে না হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম- এর দ্বীনের মত কঠোরতা আছে, না হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের দ্বীনের মত শিথিলতা; বরং প্রতিটি বিধান (বিষয়) মধ্যম।

হাদীস নং-১

وَعِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ نِطْعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرُ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيْبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبْ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتُهُ لِصبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتَ. متفق عليه

হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা (নবীজির আপন খালা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের ঘরে প্রায়ই আসতেন এবং সেখানে বিশ্রাম করতেন। তখন তিনি (উম্মে সুলাইম) একখানা "নিতআন" (চামড়ার বিছানা) বিছিয়ে দিতেন। তিনি সেটার উপর আরাম করতেন। নবীজির দেহ মোবারক হতে অধিক পরিমাণে ঘাম বের হত। আর হযরত উম্মে সুলাইম ঘামের ফোটাগুলো একটা একটা করে একটি পাত্রে একত্রিত করে রাখতেন এবং আতরের সাথে মিশাতেন। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলাইম! এটা কি করতেছ? তিনি (উম্মে সুলাইম) জবাবে বললেন, আপনার মোবারক ঘাম! যাকে আমরা আমাদের আতরের সাথে

মিশাই, আসলে তা (আপনার ঘাম) হল সর্বোত্তম সুগন্ধি বা আতর। অপর এক বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (উম্মে সুলাইম) জবাবে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (আপনার ঘাম বাচ্চাদের শরীরে মালিশ করে) তা হতে আমাদের বাচ্চাদের জন্য বরকতের আশা করি। তা শুনে নবীজি ফরমালেন তুমি ঠিকই করেছ। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-২

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لاَعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا قَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لاَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه

হযরত সাহাল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবরের যুদ্ধের দিন ইরশাদ করেন, আগামী কাল এমন ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) এই ঝান্ডা দিব মহান আল্লাহ যার হাতে বিজয় দান করবেন। ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে

ভালবাসে আর ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। তারপরের দিন সকালে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ভিড় করল। প্রত্যেকে আশা করতেছিল যে, ঐ ঝান্ডা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু দরবারে নবুয়ত হতে ফরমান আসল, আলী ইবনে আবু তালেব কোথায়? তারা (উপস্থিত সাহাবাগণ) আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর দুই চোখে (চক্ষু) রোগ দেখা দিয়েছে। তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে ডেকে আন। তখন হযরত আলীকে উপস্থিত করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই চোখে নিজের থু থু মোবারক লাগিয়ে দিলেন। এতে হযরত আলী এমন সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর চোখে কোনরূপ রোগ বালাই ছিলই না। অতঃপর তাঁকে ঝান্ডা দিলেন। তখন হযরত আলী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করব যতক্ষণ তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হয়? তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি তোমার সুবিধা মত এগিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের নিকটে পৌঁছবে। অতঃপর প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহর যে হক তাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে সেগুলোর খবর তাদেরকে দিবে। আল্লাহর কছম, তাদের মধ্য হতে একটা লোককেও যদি তোমার উসিলায় আল্লাহ হেদায়েত করেন তা তোমার জন্য লাল নেয়ামত (শ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম হবে। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৩

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانُ عَيْنٌ أَوْ شَيءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَضْخَضَتْهُ لَهُ فَشُرِبَ مِنْهُ قَالَ فَاطَّلَعْتَ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرَاءَ . رواه البخاري

হযরত ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার পরিবার আমাকে একটি পানির পেয়ালা দিয়ে উম্মে সালমার নিকট পাঠাল । তখন নিয়ম ছিল কারো বদ নজর অথবা অন্য কোন রোগ হলে বড় পাত্র নিয়ে তার কাছে আসত । তিনি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল মোবারক বের করতেন- যা তিনি (উম্মে সালমা) রুপার কৌটায় রাখতেন, অতঃপর পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন । আর সেই পানি রোগীকে পান করানো হত । বর্ণনাকারী হযরত ওসমান বলেন, তখন আমি সেই রুপার কৌটার দিকে তাকালাম, দেখলাম কয়েকটি লাল বর্ণের চুল । বোখারী

হাদীস নং-৪

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكَرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ وَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا. رواه مسلم

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা একটি রেশম দ্বারা নকশা করা জুব্বা বের করলেন, যার গলা ও বুকের পট্টিগুলোও রেশম দ্বারা কাজ করা ছিল । তখন তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুব্বা মোবারক যা আয়েশার কাছে ছিল । যখন তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তেকাল করেন তখন আমি হস্তগত করেছি । উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিধান করতেন । এখন আমরা উহা চুবানো পানি দ্বারা রোগীদের রোগ মুক্তি কামনা করি । মুসলিম

হাদীস নং-৫

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ. متفق عليه

হযরত আবু জুহায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় দেখলাম, তখন তিনি 'আবতাহ' নামক স্থানে একটি চামড়ার লাল তাবুতে অবস্থান করতেছিলেন । এবং হযরত বেলালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওজুর পানি নিতে দেখলাম, সঙ্গের লোকজনকেও ঐ ব্যবহৃত পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখলাম । যে ব্যক্তি তা হতে অল্প কিছু পেল সে তা (শরীরে) মুছতে লাগল । আর যে পেল না সে অন্য সাথীর ভিজা হাত (শরীরে) মুছে ধন্য হল । এরপর বেলালকে একটি বর্শা নিতে দেখলাম এবং তা পুতে খাড়া করে দিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল ডোরা কাপড় পড়া অবস্থায় আঁচল উঠিয়ে বের হলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে লোকজন নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন । তখন আমি লোকজনকে ও পশু গুলিকে বর্শার বাহির দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দেখলাম । বোখারী ও মুসলিম

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি চান

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۔

আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো । সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিব ঐ ক্বিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে । সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৪৪

শানে নুযূলঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আগ্রহ ছিল- 'আমাদের কেবলা কা'বা হয়ে যাক ।' একদিন নবীজি নামাযের অবস্থায় যমীনের পরিবর্তে আসমানের দিকে বারংবার দেখছিলেন- ওহীর অপেক্ষায় । এক্ষুণি যেন ক্বেবলা পরিবর্তনের হুকুম এসে যাবে! এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ক্বেবলা পরিবর্তন নবীজির ইচ্ছার ভিত্তিতে হয়েছে । যখন নবীজির ইচ্ছায় কাবা ক্বেবলা হতে পারে, তখন যদি নবীজি আমার মত গুনাহ্গারের মার্জ্জনা কামনা করেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন ।

ক্বেবলা হবার ক্ষেত্রে কাবা নবীজির মুখাপেক্ষী । যখন কাবা নবীজির মুখাপেক্ষী হল, তখন সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর রহমত পাবার ক্ষেত্রেও নবীজির পবিত্র হাতের মুখাপেক্ষী ।

এও বুঝা গেল যে, সমগ্র জাহান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় আর খোদ মহান আল্লাহ নবীজিকে সন্তুষ্ট করেন ।

আয়াত নং-২

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى -

নিশ্চয়ই অচিরেই আপনার রব আপনাকে এ পরিমাণ দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন । সূরাঃ দ্বোহা, আয়াতঃ ৫

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এত বেশি দিবেন যে, আপনি খুশী হয়ে যাবেন । সুতরাং মহান আল্লাহ নবীজিকে দুনিয়ায় অগণিত মু'জিযা দান করেছেন । এমনকি নবীজির আপাদমস্তক মু'জিযাই এর বিস্তারিত বিবরণ হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- এর লিখিত 'শানে হাবীবুর রহমান' -এ দেখুন । আর নবীজির দ্বীনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসারিত করেছেন । নবীজিকে অগণিত বংশধর ও উম্মত দান করেছেন । পূর্ব ও পরবর্তী সবকিছুর জ্ঞান দান করেছেন । নবীজির স্মরণ ও চর্চাকে উন্নত করেছেন । কবরে নবীজিকে চিনতে পারাকে মানুষের জন্য সাফল্যের পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করেছেন । কেয়ামত পর্যন্ত নবীজির রওযা-ই আন্ওয়ারের উপর ফিরিশ্তা এবং জ্বীন ও মানুষ সালাম পেশ করতে থাকবে । আখিরাতে ব্যাপক শাফা'আত (সুপারিশ), 'মাক্বাম-ই মাহমূদ', 'ওসীলা', 'হাওযে কাওসার' ইত্যাদি নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন ।

এ আয়াত শরীফ নাযিল হলে নবীজি ইরশাদ করেন- মহান রবের শপথ! আমি তখনো পর্যন্ত রাজি অর্থাৎ খুশী হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একটা উম্মতও দোযখে থাকবে ।

এ আয়াত থেকে কতিপয় মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. সমস্ত নবী মহান আল্লাহর প্রতি আশিক্ব ও ভালবাসা প্রার্থী হন, তাঁরা সবাই মহান আল্লাহকে রাজি করতে চান । আর নবীজি হলেন মহান আল্লাহর এমন প্রিয়ভাজন, যাঁর সন্তুষ্টি খোদ আল্লাহই চান । এ কারণে, ইসলামের বহু বিধান নবীজির নিরেট সন্তুষ্টির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে । যেমন- ক্বেবলা পরিবর্তন, বন্দি কাফিরদের 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি ।

দুই. নবীজির পিতা-মাতা জান্নাতী । কেননা, কোন সন্তান আপন মাতা-পিতা দোযখে থাকুক- একথায় সন্তুষ্ট হয় না । নবীজিকে মহান আল্লাহ রাজি (সন্তুষ্ট) করবেন । (রূহুল বয়ান) সুতরাং মহান আল্লাহ কখনো তাঁদেরকে

দোযখে পাঠাবেন না; যাতে আপন মাহবূব দুঃখিত না হন ।
তিন. মহান আল্লাহ নবীজির মাহবূব গোলামদেরকে জান্নাত অবশ্যই দিবেন । কারণ, তাতে নবীজির সন্তুষ্টি রয়েছে ।

হাদীস নং-১

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَي فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَقَالَ عِيسَى إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَي يَا جِبْرِئِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يَبْكِيه فَأَتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لِجِبْرِئِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ. رواه مسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করতেছিলেন । যেখানে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলতেছেন, হে প্রভূ! এই প্রতিমা বা মূর্তিগুলি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে । এর মধ্যে যারা আমার আনূগত্য করেছে তারাই আমার । (অপর স্থানে) ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন, হে প্রভূ! যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা (আয়াতসমূহ পাঠের সাথে সাথে) নবীজি নিজের হাত উঠিয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! আর কাঁদতে লাগলেন । (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁন্নায়) আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বললেন, হে জিব্রাঈল! মোহাম্মদের কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর তিনি কেন

কাঁদতেছেন। যদিও তোমার প্রভূ (সব কিছু) অধিক অবগত আছেন। তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে (নবীজিকে) জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কান্নার কারণ সম্পর্কে তাই জানালেন যা তিনি বলেছেন (অর্থাৎ উম্মতের মাগফেরাত) । তখন আল্লাহ জিব্রাঈলকে বললেন, মোহাম্মদের কাছে যাও! তাঁকে সুসংবাদ দাও! "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে অচিরেই সন্তুষ্ট করব। আপনাকে চিন্তায় নিমগ্ন করব না।" মুসলিম

হাদীস নং-২

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنْ الْغَدِ وَمَنْ بَعْدَ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. متفق عليه

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার খরা হল। এমন সময়

একদা জুম্মার দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতবা দিতেছিলেন। তখন এক গ্রাম্য মানুষ দাঁড়িয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধন-সম্পদ (ক্ষেত-বাগান) জ্বলে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন অনাহারে থাকতেছে। আপনি মেহেরবানী করে আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। শোনামাত্র তিনি বরকতময় দুই হাত উঠালেন। আকাশে তখন একটুকরা মেঘও দেখা যাচ্ছিল না। সেই সত্ত্বার কছম যার হাতে আমার প্রাণ তিনি তখনো হাত নামাননি (অর্থাৎ মুনাজাত শেষ করেননি) অমনি মেঘমালা ছুটে এসে চারদিকে পাহাড়ের মত ঘিরে ফেলল। তিনি তখনো মিম্বর হতে তাশরীফ নামাননি আর বৃষ্টির ফোঁটা তাঁর মোবারক দাড়ির উপর পড়তেছিল। সেই দিন বৃষ্টি হল, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন একটানা পরবর্তী জুম্মা পর্যন্ত বৃষ্টি ছিল। (পরের শুক্রবারে) সেই গ্রাম্য ব্যক্তি অথবা অন্য কোন লোক দাঁড়িয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরগুলি (অতিবৃষ্টির কারণে) ভেঙ্গে পড়তেছে, সম্পদ পানিতে ডুবে নষ্ট হচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে (বৃষ্টি বন্ধের) দোয়া করুন। শোনামাত্র তিনি বরকতময় দুই হাত উঠালেন। আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশীর দিকে বৃষ্টির গতি ফিরিয়ে দিন আমাদের উপর আর নয়। (বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন) তিনি তার মোবারক হাতে যে দিকেই ইশারা করতেন সেই দিক হতে মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সরে যেত এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র মদীনা বৃত্তাকারে মেঘ শূন্য শহরে পরিণত হয়ে গেল (অর্থাৎ মদীনার বাইরে তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল)। আর উপত্যকার ঝরনা (বা নালা) সমূহ একমাস যাবৎ প্রবাহিত ছিল। যেই দিক হতেই কোন লোক আসত সে-ই অতিবৃষ্টি সম্পর্কে বলাবলি করত। বোখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনদের মর্যাদা

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

আপনি বলুন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না । সূরাঃ শূরা, আয়াতঃ ২৩

শানে নুযূলঃ যখন আনসারগণ নবীজির বহু সংখ্যক ব্যয়-স্থল এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতা অনুভব করলেন, তখন তারা পরস্পর মিলে বহু অর্থ সম্পদ জমা করলেন । আর নবীজির পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে আরয করতে লাগলেন, হুযূর আপনার মাধ্যমে আমরা ঈমান পেয়েছি, কোরআন পেয়েছি, পরম করুণাময়কে পেয়েছি । হুযূর! আপনার ব্যয়স্থল বেশি । আমরা এই নগণ্য নযরানা নিয়ে আপনার মহান দরবারে হাযির হয়েছি । মেহেরবাণী করে কবূল করুন!" তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ।

আয়াত নং-২

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ -

তাদেরকে থামাও, কেননা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ।
সূরাঃ সাফ্ফাত, আয়াতঃ ২৪

দায়লামী হযরত আবূ সাঈদ খূদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, মানব জাতিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বায়তের ভালবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে । কেননা, সূরাঃ শূরার ২৩ নং আয়াতে ইরশাদ

হয়েছে- হে হাবীব! আপনি বলুন! আমি তোমাদের নিকট আমার নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না। সুতরাং এ আয়াতে আহলে বায়তের মহত্ব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। (সাওয়াইক্ব-ই মুহরিক্বাহ্)

হাদীস নং-১

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رواه الترمدي

হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হাসান এবং হোসাইন দুজনই জান্নাতী যুবকদের নেতা হবে। তিরমিযী

হাদীস নং-২

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي وَمَعَهُ عَلِيٌّ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. رواه البخاري

হযরত ওকবা বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আছরের নামায শেষে বের হলেন। তাঁর সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন, দুজনই হাঁটতেছিলেন। এমন সময় হাসানকে দেখলেন, অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলতেছে। হযরত আবু বকর তাঁকে (আদর করে) কাঁধে উঠালেন আর

বললেন, আমার পিতা কোরবান হউক, এই (হাসান) তো একেবারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত। আলীর সাথে কোন মিল নেই, এটা শুনে হযরত আলী হাসতেছিলেন। বোখারী

হাদীস নং-৩

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي. رواه احمد

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইরশাদ করেছেন, তোমার মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য রয়েছে। (অর্থাৎ তোমার জীবনে যা ঘটবে তাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জীবনে যা ঘটেছে তার মিল রয়েছে)। ইহুদীগণ হযরত ঈসার সহিত শত্রুতা করেছে; এমনকি তারা (ইহুদীরা) তাঁর মাতা মহীয়ষীর নামে অপবাদ রটিয়েছে। আর নাছারাগণ তাঁকে অতি মহব্বত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। (অর্থাৎ নাসারাগণ তাঁকে আল্লাহর 'ছেলে' বলে থাকে) অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তিই (দুই দলই) ধ্বংশপ্রাপ্ত হবে। একদল অত্যাধিক মহব্বত দেখাতে গিয়ে এমন সব কথা বলবে যা আমার জন্য শোভনীয় নয়। অপর দল আমার শত্রুতা করবে, যারা হিংসার বশবর্তী হয়ে আমার নামে অপবাদ রটাবে। আহমদ

নবীগণ ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্পাপ

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ -

নিশ্চয়ই যারা আমার বান্দা তাদের উপর তোমার (শয়তানের) কোন ক্ষমতা নেই। সূরাঃ বানী ইস্রাঈল, আয়াতঃ ৬৫

বুঝা গেল যে, নবীগণ 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। কোন কোন ওলী 'মাহফূয' (আল্লাহর সংরক্ষণে)। 'মা'সূম' হলেন তাঁরাই, যাঁরা গুনাহ্ই করতে পারেন না। 'মাহফূয' হলেন তাঁরাই, যাঁরা গুনাহ্ তো করতে পারেন বটে, কিন্তু করেন না। নবূয়তের জন্য মা'সূম (নিষ্পাপ) হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু বেলায়াতের জন্য মাহফূয হওয়া জরুরী নয়। যাঁকে আল্লাহ চান 'মাহফূয' রাখেন। যেমন- 'খোলাফা-ই রাশেদীন' প্রমুখ।

আয়াত নং-২

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ -

সে (শয়তান) বলল, 'তোমার সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলব; কিন্তু (তারা ব্যতিত) যারা তাদের মধ্যে তোমার মনোনীত বান্দা রয়েছে। সূরাঃ সোয়াদ, আয়াতঃ ৮২-৮৩

অর্থাৎ সব মানুষকে পথভ্রষ্ট করব। তার উদ্দেশ্য ছিল এটাই- 'পিতার বদলা সন্তানদের থেকে নেব; যেহেতু তাঁর কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর সহস্র-কোটি সন্তানকে জান্নাতে যেতে দেব না।' পথভ্রষ্ট করা মানে 'আক্বাইদ বিনষ্ট করা ও সৎকর্ম থেকে বিরত রাখা।'

এ থেকে তিনটি মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. শয়তান শুধু মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় থাকে ।

দুই. সম্মানিত নবীগণ শুধু মানব জাতির মধ্যে হয়েছেন । আল্লাহর অধিকাংশ ওলীও মানুষের মধ্যেই হয়েছেন; যদিও কিছু সংখ্যক জ্বীন সাহাবী ও ওলী হয়েছে ।

তিন. নবীগণ এবং কিছু সংখ্যক নেক্কার লোকের উপর শয়তানের চক্রান্ত চলে না যে, তাদের দিয়ে গুনাহ্ কিংবা কুফরী করাবে ।

আয়াত নং-৩

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى -

তোমাদের 'সাহিব' না পথভ্রষ্ট হয়েছেন, না বিপথে চলেছেন ।

সূরাঃ আন্নাজ্ম, আয়াতঃ ২

صاحب (সাহিব) মানে 'সাথী' । নবীজিকে সবার সাথী বলেছেন । কেননা, নবীজি প্রাণ ও ঈমানের সাথী । যেখানে সব সাথী ছেড়ে দিবে- কবর ও হাশর ইত্যাদিতে, নবীজি সেখানেও সাথে থাকবেন ।

মহান আল্লাহ নবীজির জন্য দু'টি জিনিসের স্বীকৃতি দেন নি- ضلال ও غوى । অর্থাৎ নবীজির হৃদয় মুবারক মন্দ খেয়ালাদি আর নবীজির শরীর মুবারক অপছন্দনীয় কার্যাদি থেকে সর্বদাই পবিত্র ছিল । মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى অর্থাৎ হে মাহবূব! আমি আপনাকে হিদায়াতের মহান নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি । অতঃপর আপনার মাধ্যমে সবাইকে হিদায়াত দান করেছি ।

আয়াত নং-৪

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র অনুসরণ উত্তম ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ২১

বুঝা গেল যে, নবীজির পবিত্র জীবদ্দশা সমস্ত মানুষের জন্য আদর্শ, যাতে জীবনের কোন একটা বিভাগ বাকী থাকে না ।

এ অর্থও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ নবীজির পবিত্র জীবদ্দশাকে নিজের কুদ্‌রতের নমূনা করেছেন । কারিগর নমূনা (Sample)-এর উপর নিজের শিল্পকর্মের দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে ।

বুঝা গেল যে, সফলকাম জীবন হচ্ছে তা-ই, যা তাঁরই পদাঙ্কের অনুসরণে অতিবাহিত হয় । যদি আমাদের জীবন, মরণ, শয়ন ও জাগরণ নবীজির পদাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে সমস্ত কাজই ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে ।

নমূনা (Sample)-এর মধ্যে পাঁচটি বিষয় বিবেচ্যঃ

১. সেটাকে সবদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে তৈরী করা হয় ।

২. সেটাকে বহ্যিক ধূলাবালি থেকে মুক্ত রাখা হয় ।

৩, সেটা গোপন রাখা হয় ।

৪. সেটার প্রশংসা করলে প্রস্তুতকারক খুশী হন ।

৫. তা থেকে দোষ বের করলে তিনি নাখোশ হন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মধ্যে এ পাঁচটি বিষয়ই বিদ্যমান ।

আয়াত নং-৫

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ -

নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি তো মন্দ কর্মের বড় নির্দেশদাতা, কিন্তু (সে ব্যতীত) যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন । সূরাঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ৫৩

এ থেকে দু'টি মাস্‌আলা প্রতীয়মান হলঃ

এক. মানুষের নফ্‌স 'আম্মারাহ্' (মন্দকর্মের বড় নির্দেশদাতা)-ই হয়ে থাকে । সুতরাং কেউ যেন নিজের নফ্‌স সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে না যায় ।

দুই. নবীগণ গুনাহ্ থেকে মাসূম (নিষ্পাপ) হয়ে থাকেন । কারণ, তাঁদের 'নফস্' مَا رَحِمَ رَبِّيْ (যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়েছেন)-এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ।

নবীগণকে বশর (মানুষ মাত্র) বলা কাফিরদেরই প্রথা

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -

যালিমগণ পরস্পরের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করেঃ এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র । সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩

ব্যাখ্যাঃ এটা কুফরের মূলনীতি ছিল যে, 'যখন একথা লোকদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে যে, তিনি (দঃ) তোমাদের মত মানুষ, তখন কেউ তাঁর উপর ঈমান আনবেনা ।' নবীজি (দঃ)-এর যমানায় কাফিরেরা একথা বলেছিল এবং তা গোপন করেছিল । কিন্তু আজকালকার কিছু সংখ্যক খোদাভীতিশূন্য লোক প্রকাশ্যভাবে একথা বলে বেড়ায় এবং লজ্জাবোধও করেনা । কাফিরেরা উক্ত কথাটা বলার সময় একথা জানত যে, তাদের ঐ কথাটা কেউ মানবে না । কেননা, লোকেরা রাতদিন মু'জিযা দেখছে । তারা কিভাবে একথা বিশ্বাস করতে পারবে যে, নবীজি (দঃ) আমাদের মত মানুষ? এ কারণে তারা মু'জিযাকে 'যাদু' বলেছে ।

আয়াত নং-২

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا -

তারা (কাফিরেরা) বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ ।
সূরাঃ ইয়াসীন, আয়াতঃ ১৫

সম্মানিত নবীগণকে নিজেদের মত মানুষ বলা সর্বদা কাফিরদেরই কুপ্রথা হয়ে এসেছে । ঐ সকল নবীগণ নিজেদেরকে 'বশর' বলা তাঁদের নম্রতা ।

আয়াত নং-৩

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا -

তখন তারা বলেছে, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে?' সুতরাং তারা কাফির হয়েছে । সূরাঃ তাগাবুন, আয়াতঃ ৬

বুঝা গেল যে, সমকক্ষতা দাবী করার জন্য নবীকে 'বশর' (নিছক মানুষ) বলা কুফর ।

আয়াত নং-৪

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -

তার সম্প্রদায়ের যে সব সরদার কুফরী করেছে তারা বলল, এতো তোমাদের মত মানুষই । সূরাঃ মু'মিনুন, আয়াতঃ ২৪

বুঝা গেল যে, নবীকে নিজের মত মানুষ মনে করা এবং তাঁদের বিশেষ গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা কাফিরদেরই প্রথা । আর এ কারণেই কাফিরেরা সর্বদা কুফরী করে আসছে ।

আয়াত নং-৫

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ -

(শয়তান) বলল, আমার জন্য শোভা পায় না যে, মানুষকে সিজ্‌দা করব, যাকে তুমি ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ । সূরাঃ হিজ্‌র, আয়াতঃ ৩৩

এ থেকে কতিপয় মাস্‌আলা প্রতিভাত হয়ঃ

এক. সৃষ্টিকুলের মধ্যে নবীকে 'বশর' (মানুষ) সর্বপ্রথম শয়তানই বলেছে । এখন যে কেউ নবীকে তার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য 'বশর' বলে সে

শয়তানেরই অনুসরণ করে ।

দুই. শয়তান হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর শরীর মুবারকই দেখেছে; নূর ও রূহকে দেখেনি । সুতরাং যার দৃষ্টি শুধু নবীর 'বাশারিয়াত' (মানুষ হওয়া)-এর উপরই পড়ে, তার পরিণতি শয়তানের মতই হবে ।

তিন. মহান আল্লাহর বাণী মোকাবেলায় নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে যুক্তি দ্বার করানো ইবলীসী কাজ ।

হাদীস নং-১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. رواه مسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বসে নামায আদায়কারী লোকের জন্য সাওয়াব হল (দাঁড়িয়ে) নামায আদায়কারীর অর্ধেক । তিনি বলেন, তখন আমি নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বসে নামায আদায়রত অবস্থায় পেলাম । (এই ব্যতিক্রম দৃশ্য দেখে) আমি তাঁর মাথার উপর আমার হাত রাখলাম । নবীজি ইরশাদ করলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তোমার কি হল? তখন আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি নাকি ইরশাদ করেছেন, বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক নামাযের সাওয়াব পাবে । আর এখন দেখতেছি আপনি বসে নামায আদায় করতেছেন? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ (যা শুনেছ তা সত্য) । কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই । (তোমাদের কারো সাথে আমার তোলনা হতে পারে না ।) মুসলিম

হাদীস নং-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. متفق عليه

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বেছাল' করতে (রাতে পানাহার ছাড়া একাধিক্রমে রোজা রাখতে) নিষেধ করেছেন। একদা এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যে 'বেছাল' করেন। তখন নবীজি ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? (অর্থাৎ কেউ নেই) কেননা, আমি ঘুমাই অথচ আমার প্রভূ আমাকে পানাহান করান।

বোখারী ও মুসলিম

আল্লাহ-রাসূল'কে মিলানোই ঈমান

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ -

যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে বের হয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরতকারী হয়ে, অতঃপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে এসে গেছে। সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১০০

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত জুন্দা ইবনে দ্বোমায়রাহ্ লায়সীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। যখন তিনি পূর্ববর্তী আয়াত শুনলেন, তখন বলতে লাগলেন, "আমার নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে। আমি হিজরত করতে সক্ষম। আমি ওযরসম্পন্নদের অন্তর্ভূক্ত নই। এখন আমি আর একটি মাত্র রাতও মক্কা মু'আয্যমায় অবস্থান করব না।" সুতরাং তাঁকে একটি খাটের উপর বহন করে লোকেরা রওয়ানা হল। কারণ, তিনি উটের উপর বসতে পারতেন না। তান'ঈম পর্যন্ত পৌঁছলে তাঁর মধ্যে মৃত্যুর চিহ্ন দেখা দেয়। তিনি তখন আপন বাম হাত তাঁর ডান হাতের মধ্যে রেখে বললেন, "হে আল্লাহ! এটা আমার হাত আর এটা তোমার রাসূলের হাত মুবারক। আমি এটার উপর বায়'আত করছি, যার উপর তোমার রাসূল বায়'আত নিয়েছেন" এটা বলতেই তাঁর ওফাত হয়ে গেল।

মুশরিকরা খুব হাসাহাসি করল এ বলে যে, 'তিনি তো মদীনায় পৌঁছতে পারলেন না।' মুহাজির সাহাবীগণ এ খবর শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

এ থেকে কয়েকটি মাস্আলা জানা গেলঃ

এক. মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবীজিকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত ইবাদতকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয়; শির্ক নয় । হিজরত ইবাদত ।

দুই. যে ব্যক্তি নেকীর ইচ্ছা করল, কিন্তু সম্পন্ন করতে পারল না, সে ঐ নেকীর সাওয়াব পাবে ।

তিন. দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করা, হজ্ব পালন করা, জিহাদ করা, মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারত করা ও হালাল রিয্ক্ব তালাশ করার জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করা- আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হিজরত করার সমতূল্য ।

চার. এমনই নাজুক সময়ে এমনি ধরনের বায়'আত কবূল হয় ।

পাঁচ. যে হাফেয কিংবা শিক্ষার্থী ক্বোরআন হেফয্ করা কিংবা জ্ঞানার্জন কালে মৃত্যু বরণ করে, সে ক্বিয়ামতের দিন ওলামা ও হাফেযদের দলেই উঠবে । অনুরূপভাবে, যেই হাজী রাস্তায় ইন্তেকাল করেন, তিনি তো হাজীই, বরং প্রত্যেক বছর হজ্বের সাওয়াব পাবেন । হাদীস শরীফে এমনি বর্ণিত হয়েছে ।

ছয়. মক্কা মুকার্‌রামায় থাকা ইবাদত; কিন্তু যখন সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন না, তখন মক্কা ছেড়ে যাওয়া ইবাদত ছিল; সেখানে থেকে যাওয়া হারাম ছিল । বুঝা গেল যে, সমস্ত বাহার তো নবীজিরই মাধ্যমে ।

আয়াত নং-২

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ -

যারা আল্লাহ ও তাঁর সব রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করে না, আল্লাহ তাদেরকেই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন । সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৫২

আয়াত নং-৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

হে! ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বাড়বে না।

সূরাঃ হুজরাত, আয়াতঃ ১

আয়াত নং-৪

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ-

নামায কায়েম রাখ, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩৩

আয়াত নং-৫

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ-

যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কামনা কর।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ২৯

আয়াত নং-৬

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ-

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও তাকে অনুগ্রহ করেছেন।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩৭

আয়াত নং-৭

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ-

যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ের মতভেদ ঘটে, তবে সেটাকে আল্লাহ ও রাসূলের সম্মুখে রুজু কর।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৫৯

আয়াত নং-৮

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ-

কতই ভাল হত যদি তারা তাতেই সন্তুষ্ট হত, যা আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে

দিয়েছেন। সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৫৯

আয়াত নং-৯

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে।
সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৬৩

আয়াত নং-১০

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ -

আল্লাহ ও রাসূলের এ হক ছিল যে, তাঁকে সন্তুষ্ট করবে।
সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৬২

আয়াত নং-১১

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا -

যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ করেছে। সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৭১

আয়াত নং-১২

اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ -

আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে নিজ কৃপায় অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন।
সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৭৪

আয়াত নং-১৩

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে ।

সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৮০

আয়াত নং-১৪

فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ -

এখন তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ।

সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ১০৫

আয়াত নং-১৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -

হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য কর আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য কর রাসূলের ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৫৯

আয়াত নং-১৬

سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ -

এখন আল্লাহ আমাদেরকে দিচ্ছেন আপন করুণা থেকে এবং আল্লাহর রাসূলও ।

সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৫৯

আয়াত নং-১৭

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ কিংবা কোন ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে (ভিন্ন) কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩৬

আয়াত নং-১৮

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا –

কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করলে, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে। সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩৬

আল্লাহ-রাসূল'কে পৃথক করা কুফর

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ -

(তারা) আল্লাহ থেকে তাঁর রাসূলগণকে পৃথক করতে চায় ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৫০

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ-রাসূলকে সম্পৃক্ত দেখানোই হচ্ছে ঈমান, বরং 'ঈমানের প্রাণ' । পক্ষান্তরে, আল্লাহকে রাসূল থেকে পৃথক (সম্পর্কহীন) মনে করা 'কুফর', বরং 'কুফরের মূল' । যেমন, ল্যাম্প-বাতির আলো চিমনীর রঙের সাথে মিশ্রিত থাকে । অথবা যেমন, নোটের সরকারী মোহর সেটার কাগজের সাথে মিলিত থাকে । মোহর ব্যতীত কাগজ মূল্যহীন, তেমনিভাবে, নবূয়ত ও তাওহীদের সাথে মিলিত থাকা জরুরী । মহান রব 'কালেমা-ই তাইয়্যেবায়' নিজের নামের সাথে নবীজির নাম মিলিয়ে রেখেছেন । লক্ষ্যণীয় যে, কালেমার প্রথমাংশের শেষভাগে 'আল্লাহ' শব্দ রয়েছে, আর দ্বিতীয়াংশের প্রথমভাগে 'মুহাম্মদ' শব্দ রয়েছে । যাতে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মদ'-এর মাঝখানে'অব্যয় পদ' না থাকে । মোটকথা, 'নবীজিকে আল্লাহর সাথে মিলানোই' হচ্ছে ঈমান ।

কেয়ামতের দিনে নবীজির মর্যাদা

আয়াত নং-১

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ -

যেদিন জিব্রাঈল এবং সব ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, (তখন) যাকে দয়াময় অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা (কিছু) বলতে পারবে না ।

সূরাঃ নাবা, আয়াতঃ ৩৮

আয়াত নং-২

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

এই রাসূলগণের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি ।

সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৫৩

হাদীস নং-১

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ. رواه مسلم

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন (হাশরে) নবীদের মধ্যে আমার অনুগামীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক । আর আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে বেহেশতের দরজা খোলার জন্য আঘাত করবে । মুসলিম

হাদীস নং-২

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ. رواه مسلم

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমিই জান্নাতের দরজায় এসে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন দারোয়ান বলবেন, আপনি কে? আমি বলব, আমি মুহাম্মদ। তখন দারোয়ান বলবেন, হ্যাঁ! আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আপনার জন্যই (সর্বপ্রথম দরজা খোলার জন্য) এবং আপনার পূর্বে যেন অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি। মুসলিম

হাদীস নং-৩

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ. رواه البخاري

হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মোহাম্মদের (আমার) সুপারিশের দ্বারা একদল লোককে দোযখ হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। যাদের নামই হবে জাহান্নামী। বোখারী

হাদীস নং-৪

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন (যখন সমস্ত মানুষ একই ময়দানে উপস্থিত হবে তখন) আমিই হব আওলাদে আদমের একক নেতা আর আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে দেয়া হবে এবং আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর দরবারে অপরের জন্য সুপারিশ করবে এবং আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ মহান আল্লাহ কবুল করবেন। মুসলিম

হাদীস নং-৫

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرُ فَخْرٍ.

رواه الترمذي

হযরত উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন আমিই হব নবীগণের ইমাম এবং তাঁদের পক্ষে কথা বলার খতীব (বা মুখপাত্র) আর তাঁদের জন্য সুপারিশকারী। এতে কোন ফখর (অহংকার) নেই। তিরমিযী

সম্মানিত নবীগণকে শরীয়তের বিধানাবলীর মালিক বানানো হয়েছে

(এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যামূলক অংশ তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান থেকে সংকলন করা হয়েছে)

আয়াত নং-১

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ -

পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের উপর হারাম করবেন। সূরাঃ আ'রাফ, আয়াতঃ ১৫৭

বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ নবীজিকে হালাল ও হারাম করার ইখ্তিয়ার দিয়েছেন।

আয়াত নং-২

وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ -

ঐ বস্তুকে হারাম বলে মানে না যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন। সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ২৯

যেসব বস্তু কোরআনে হারাম করা হয়েছে, তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত। যেমন- শুকর, মৃত ইত্যাদি। আর যেসব বস্তু হাদীসে পাকে হারাম করা হয়েছে, তা আল্লাহর রাসূল হারাম করেছেন। যেমন- কুকুর ও বিড়াল ইত্যাদি।

বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা কোন বস্তুকে হারাম করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আয়াত নং-৩

وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -

হালাল করব তোমাদের জন্য এমন কিছু বস্তুকে যেগুলো তোমাদের উপর হারাম ছিল। সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ৫০

যেমন উটের গোশ্ত, মাছ ও কিছু সংখ্যক পাখী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মতের জন্য হারাম ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হালাল করে দিয়েছিলেন।

এ থেকে দু'টি মাস্আলা জানা গেল-

এক. 'রহিত করা' সত্যায়িত করার পরিপন্থী নয়। কারণ, তিনি তাওরাতের সত্যায়নও করেন এবং সেটাকে রহিতও করেন।

দুই. নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম আল্লাহর অনুমতিক্রমে হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে ইখ্তিয়ার প্রাপ্ত । কারণ, তিনি বলেন, "আমি হালাল করব।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র জগতের জন্য রহমত ও দয়াময়

আয়াত নং-১

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি ।

সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০৭

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ নিজের জন্য 'রাব্বুল আলামীন' বলেছেন আর নবীজির জন্য 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলেছেন । বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'য়ালা যারই রব, তার জন্য নবীজি রহমত । সুতরাং নবীজির রহমত শর্তহীন, পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, সর্বব্যাপী, ব্যাপক, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ ব্যাপী এবং ইহ ও পরকাল- উভয় জাহানে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান ।

আবার নবীজির ব্যাপক রহমত- রিযিক ইত্যাদি প্রত্যেক কাফির ও মু'মিন পেয়ে থাকে । কিন্তু বিশেষ রহমত- ঈমান ও খোদাপরিচিতি ইত্যাদি শুধু মু'মিনগণই পেয়ে থাকেন । যদি কেউ নিজেই এ রহমতকে নিজের জন্য 'আযাব' বানিয়ে নেয়, তবে তা হচ্ছে তার নিজেরই অপরাধ । বৃষ্টির ফলে কোন কোন সব্জি জ্বলে যায় । সূর্যের আলোর কারণে বাদুড়ের চোখ অন্ধ হয়ে যায় । এতে সূর্য ও বৃষ্টির দোষ নেই ।

তাফসীরে কানযূল ঈমান ও নূরুল ইরফান

আয়াত নং-২

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

তোমাদের নিকট আগমন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একজন

রাসূল যার কাছে তোমাদের কষ্টে পড়া অতি কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময় ।

সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ১২৮

হাদীস নং-১

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَي فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَقَالَ عِيسَى إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَي يَا جِبْرِئِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يَبْكِيه فَأَتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لِجِبْرِئِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ. رواه مسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করতেছিলেন । যেখানে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলতেছেন, হে প্রভূ! এই প্রতিমা বা মূর্তিগুলি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে । এর মধ্যে যারা আমার আনূগত্য করেছে তারাই আমার । (অপর স্থানে) ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন, হে প্রভূ! যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা (আয়াতসমূহ পাঠের সাথে সাথে) নবীজি নিজের হাত উঠিয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! আর কাঁদতে লাগলেন । (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁন্নায়) আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বললেন, হে জিব্রাঈল! মোহাম্মদের কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর তিনি কেন

কাঁদতেছেন । যদিও তোমার প্রভূ (সব কিছু) অধিক অবগত আছেন । তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে (নবীজিকে) জিজ্ঞাসা করলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কান্নার কারণ সম্পর্কে তাই জানালেন যা তিনি বলেছেন (অর্থাৎ উম্মতের মাগফেরাত) । তখন আল্লাহ জিব্রাঈলকে বললেন, মোহাম্মদের কাছে যাও! তাঁকে সুসংবাদ দাও! "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে অচিরেই সন্তুষ্ট করব । আপনাকে চিন্তায় নিমগ্ন করব না ।" মুসলিম

হাদীস নং-২

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা (সাহাবাদের পক্ষ হতে) আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের অভিশাপ দিন । শুনে তিনি (নবীজি) ফরমালেন, আমাকে লানতকারী হিসাবে পাঠানো হয়নি - আমাকে পাঠানো হয়েছে রহমত স্বরূপ । মুসলিম

হাদীস নং-৩

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبَ وَالْفِرَاشَ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تُفَلِتُوْنَ مِنْ يَدِيْ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতই যে আগুন জ্বালানোর পর ফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং সে ওসবকে তাড়াচ্ছে। আর আমিও তোমাদের কোমর ধরে টানছি যেন তোমরা আগুনে না পড়, কিন্তু তোমরা আমার হাত হতে ছুটে যাচ্ছ। মুসলিম

হাদীস নং-৪

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِئِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. متفق عليه

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহুদের (যুদ্ধের) দিনের তুলনায় অধিক কষ্টের

দিন আপনার কাছে আর এসেছে কি? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ- এসেছে। যা পেয়েছিলাম তোমার গোত্রের পক্ষ হতে। তা আকাবার দিনের কষ্ট আমার জীবনে অধিক কঠোর ছিল - যে দিন আমি ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে কোলালের কাছে (ইসলামের দাওয়াত নিয়ে) গিয়েছিলাম। সে আমার আহ্বানে কোন সাড়া দিল না (বরং নির্যাতন করেছিল)। তখন আমি অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় পথ চলতে লাগলাম। 'করনে ছাআ'লেব' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমি কিছুটা স্বস্থি পেয়ে মাথা তুলে দেখলাম একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিতেছে। ঐ দিকে চোখ দিতে দেখি জিব্রাঈল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই জাতির প্রতি আপনার আহ্বান এবং তাদের প্রত্যাখ্যানের সবকিছুই আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর পর্বতসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আপনি যা ইচ্ছা করেন তা তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। নবীজি বলেন, তখন আমাকে পর্বতসমূহের (দায়িত্বশীল) ফেরেশতা ডাক দিয়ে প্রথমে সালাম করল। তারপর বললেন, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার জাতির কথা শুনেছেন আর আমি হলাম পর্বতসমূহের নিয়ন্ত্রক। আপনার রব আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। এখন আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে আদেশ করতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলে এই পাহাড় দুটি তাদের উপর চাপিয়ে দিব। ফেরেশতার কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, (আমি তা চাই না) বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরসে এমন লোক বের করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৫

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدَعِ الْعَمَلِ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهٖ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আমল করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা পরিহার করতেন, এ ভয়ে যে, লোকেরা তা নিয়মিত করলে হয়তবা এটা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে। বোখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতের ফযীলত

আয়াত নং-১

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

আর যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করে আপনার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করে তখন তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু রূপে পাবে ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৬৪

হাদীস নং-১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي. رواه البيهقي في شعب الإيمان

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত । তিনি 'মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর হজ্জ করল এবং আমার রওজা যিয়ারত করল সে যেন আমি জীবিত থাকাকালীন আমার যিয়ারত (সাক্ষাৎ) করল ।

বায়হাকী, মিশকাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা রাখা ঈমানের শর্ত

আয়াত নং-১

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

আপনি বলুন! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের কামাই করা সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের পছন্দের ঘর-বাড়ী (এর কোনটি) যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে চলার প্রচেষ্ঠা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়; তবে আল্লাহর বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ২৪

হাদীস নং-১

عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. متفق عليه

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কেহই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার (মাতা) পিতা,

সন্তান-সন্ততি এবং অপর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-২

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَعْدَدْتَّ لَهَا قَالَ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا مَا اَعْدَدْتَّ لَهَا مِنْ كَثِيْرٍ صَوْمٍ وَّلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَّلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এজন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা । তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে ।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং শব্দসমূহ মুসলিমের । তাদের উভয়ের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সে বলল, "রোযা, নামায, সদকা ইত্যাদি খুব বেশি সংগ্রহ করতে পারিনি । তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি ।"

হাদীস নং-৩

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ

مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসবে, ২. যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে ভালবাসবে, ৩. আল্লাহ যাকে কুফরীর অন্ধকার হতে মুক্ত করেছেন, সে কুফরীর মধ্যে ফিরে যাওয়াকে এরূপ মন্দ মনে করবে, যেরূপ মন্দ মনে করে আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। বোখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাদাত উপলক্ষে আনন্দ উৎযাপন করা

আয়াত নং-১

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.

আপনি বলুন! আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া সুতরাং সেটার উপর আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। সূরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ ৫৮

হাদীস নং-১

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عُرْوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لأَبِي لَهَبٍ وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرٍّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. رواه البخاري

হযরত যুহরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ওরওয়াহ বিন জুবাইর খবর দিয়েছেন, ওরওয়াহ বলেন, সুয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের দাসী। (সুয়াইবা যখন আবু লাহাবকে বেলাদত শরীফের খোশ খবর দিয়েছিলেন তখন) আবু লাহাব আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিল। অতঃপর সুয়াইবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিলেন। আবু লাহাব যখন মারা গেল, তার পরিবারের কোন একজন (হযরত আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নে আবু লাহাবকে বড় দুরবস্থায় দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, আবু লাহাব কি পাইয়াছ? তখন আবু লাহাব বলল, তোমাদেরকে ফেলে আসার পরে কোন শান্তি পাইনি। একমাত্র সুয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে, যে আঙ্গুল দেখিয়ে মুক্তি দিয়েছিলাম সেই পরিমাণ পানি পান করানো হয়ে থাকে। বোখারী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আকৃতি শয়তান ধারণ করতে পারেনা

আয়াত নং-১

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত রাখেন । সূরাঃ জ্বীন, আয়াতঃ ২৭

হাদীস নং-১

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ وَ قَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ. رواه مسلم

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার জন্য জ্বীন হতে একজন সহচর এবং ফেরেশতা হতে একজন সহচর নিযুক্ত করা হয় নাই অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর একজন ফেরেশতা এবং একজন জ্বীন নিযুক্ত আছে। (সাহাবায়ে কেরাম) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি অনুরূপ করা হয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আমার ব্যাপারেও, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করেছেন। তাই সে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে সে (জ্বীন) আমাকে কখনো ভাল ছাড়া মন্দ পরামর্শ দেয় না (বা দিতে পারে না) । মুসলিম

হাদীস নং-২

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. متفق عليه

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যই আমাকে দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেনা । বোখারী ও মুসলিম

সকল নবীই জীবিত

আয়াত নং-১

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করিওনা; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রভুর নিকট হতে রিযিক (জীবিকা) পায় ।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৬৯

হাদীস নং-১

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

رواه ابن ماجه

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জুম্মার দিন (শুক্রবার) আমার প্রতি বেশি বেশি সালাত (দরূদ শরীফ) পাঠ করবে । কেননা জুম্মাবার হল হাজিরার দিন, ঐদিন ফেরেশতাগণ হাজির হয়ে থাকেন । তোমাদের যে কেহ আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন (পাঠ) শেষ করার সাথে সাথে তা আমার কাছে পেশ করা হয় । বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি আরজ করলাম, (আপনার) ওফাতের পরেও কি অনুরূপ হবে? নবীজি ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীদের (মোবারক) শরীর খাওয়া (বা ক্ষয় করা) মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন । অতএব আল্লাহর নবী জীবন্ত এবং তাঁকে রিজিক দেওয়া হয় । ইবনে মাজাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য অপরিহার্য

আয়াত নং-১

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

রাসূল তোমাদেরকে যা দান করে তা গ্রহণ কর আর যা হতে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক । সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ৭

আয়াত নং-২

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন । সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ৩১

আয়াত নং-৩

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -

যারা নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আর আল্লাহকে ভয় করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে, এসব লোকই সফলকাম ।

সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ৫২

আয়াত নং-৪

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

মুমিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা

শ্রবণ করলাম এবং হুকুম মান্য করলাম । আর তারাই তো সফলকাম ।

সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ৫১

আয়াত নং-৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -

হে ঈমানদারগণ! নির্দেশ মান্য কর আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের অন্তর্গত আদেশদাতাগণের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয়, তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও- যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটা উত্তম এবং এর পরিণাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট । সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৫৯

আয়াত নং-৬

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে । সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৮০

হাদীস নং-১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ اُمَّتِى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِىْ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার সব উম্মত বেহেশতে যাবে । তবে যারা অস্বীকার করবে তারা যাবেনা ।" (উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে বেহেশতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে অস্বীকার করেছে ।" বোখারী

ইল্‌ম (জ্ঞান) আল্লাহর বড় নিয়ামত

আয়াত নং- ১

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ -

আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও । সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৮

বুঝা গেল যে, আলিমগণ বড়ই সম্মানিত । কারণ, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নিজ তাওহীদের সাক্ষী নিজের সাথেই করে নিয়েছেন । কিন্তু ওলামা-ই দ্বীন হলেন তাঁরাই যাঁরা ওলামা-ই রব্বানী; তারা নয় যারা শয়তানের ভাই । আর 'ওলামা-ই রব্বানী' হলেন তাঁরাই, যাঁরা খোদ আল্লাহ-ওয়ালা এবং মানুষকে আল্লাহ-ওয়ালা বানান, যাঁদের সঙ্গ লাভের ফলে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বত অর্জিত হয় । যেই আলিমের সঙ্গের কারণে আল্লাহর ভয় ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসা হ্রাস পায় সে আলিম নয়, যালিমই । স্মর্তব্য যে, اُولُوا الْعِلْمِ -এর মধ্যে সম্মানিত নবীগণ, ওলীগণ এবং ওলামা-ই কেরাম- সবাই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন ।

আয়াত নং- ২

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর । সূরাঃ নাহল, আয়াতঃ ৪৩

আয়াত নং- ৩

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

কেন এমন হল না যে, তাদের প্রত্যেকটি দল থেকে একটি দল বের হত । যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করত এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করত; এ আশায় যে, তারা সতর্ক হবে । সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ১২২

আয়াত নং- ৪

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বলুনঃ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? সূরাঃ যুমার, আয়াতঃ ৯

আয়াত নং- ৫

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا -

আল্লাহ যাকে চান হিকমত প্রদান করেন, এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে ফলতঃ সে প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে ।

সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৬৯

এখানে 'হিকমত' মানে দ্বীনী ইল্‌ম । ক্বোরআন ও হাদীসের জ্ঞান ।

আয়াত নং- ৬

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে বেশি ভয় করে ।

সূরা ফাতির, আয়াত-২৮

হাদীস নং- ১

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسْاَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَازِرُّ فَقُلْتُ اِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَاءً بِمَا يَطْلُبُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত যির হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মুজার উপর মাসেহ করার বিষয়ে জানতে আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এসেছিলাম । তিনি আমার আসার কারণ জানতে চাইলে বললাম, আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য এসেছি । তিনি বললেন, জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞান

অন্বেষায় খুশী হয়ে ফেরেস্তাগণ তাদের জন্য নিজের ডানা বিছিয়ে দেন। তিরমিযী

হাদীস নং- ২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, জেনে রাখবে, পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর সবই অভিশপ্ত। কিন্তু আল্লাহর জিকির এবং তিনি যাকে পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী ব্যতীত। তিরমিযী

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. رواه الترمذي وابن ماجه

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লা-হর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একজন ফকীহ (মুত্তাকী আলেম) শয়তানের জন্য (কোরআন হাদীসের জ্ঞানহীন) হাজার আবেদ অপেক্ষা ভীতিকর। তিরমিযী, ইননে মাজাহ

হাদীস নং- ৪

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخاري

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ট যে ব্যক্তি কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। বোখারী

হাদীস নং- ৫

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهَ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেন। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৬

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত আর কারোর উপর ঈর্ষা করার অধিকার নেই। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ ধন–সম্পদ দিয়েছেন এরপর তাকে ঐ ধন–সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার তৌফিক দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন, সে সেই অনুযায়ী মীমাংসা করে এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দেয়। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৭

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আল্লা-হর শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটসমূহ হতেও অনেক ভাল।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোন পথে চলে (এর বিনিময়ে) মহান আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশতে গমনের পথ সহজ করে দেন। মুসলিম

হাদীস নং- ৯

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْا لَهٗ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান যখন মারা যায় তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারীয়া, ২. এমন ইলম যা দ্বারা (মানুষের) কল্যাণ হয়, ৩. সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। মুসলিম

হাদীস নং- ১০

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকে। (অর্থাৎ এই পুরো সময়টা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত এবং সে যদি মারা যায় তবে শহীদ) তিরমিযী

হাদীস নং- ১১

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ حُجْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আবেদের (ইবাদতকারীর) উপর আলেমের শ্রেষ্টত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের উপর আমার শ্রেষ্টত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত । অতপরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অবশ্য যারা লোকদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ এবং যমীন ও আসমানের অধিবাসীবৃন্দ এমন কি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে । তিরমিযী

হাদীস নং- ১২

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا وَسَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضِىَ بِمَا يَصْنَعُ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার পথে চলে আল্লাহ তার বেহেশতে গমনের পথ সহজ করে দেন । আর ফেরেশতারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনরত ছাত্রের জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় । আর আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এমনকি

পানির মাছও আলেমের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে। আর আবেদের (ইবাদতকারীর) উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমগ্র তারকামন্ডলীর উপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মত। অবশ্য আলেমগণ হচ্ছেন নবীর উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দিনার রেখে যাননি। তবে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইল্‌ম (ধর্মীয় জ্ঞান) রেখে গেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি তা আরহণ করেছে সে বিপুল অংশ অর্জন করেছে।

আবু দাউদ ও তিরমিযী

হাদীস নং- ১৩

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে ধর্মীয় কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে (জানা সত্ত্বেও) তা গোপন রাখে তাকে কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।

আবু দাউদ

হাদীস নং- ১৪

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ধর্মীয় জ্ঞানের সাহায্যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সেই

ধর্মীয় জ্ঞান যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়ার কোন স্বার্থে অর্জন করে, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। আবু দাউদ

হাদীস নং- ১৫

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا ـ فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) এমনভাবে উঠিয়ে নেবেন না যাতে মানবদের হতে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হয় বরং ওলামায়ে কেরামগণের ইন্তিকালের মাধ্যমে তিনি ইল্মকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি শেষে একজন আলেমও বেঁচে থাকবে না। তখন মানবেরা জাহেলদেরকে (ধর্মীয় জ্ঞানহীন লোকদেরকে) নিজেদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে মাসয়ালা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতিতই ফাত্ওয়া দিয়ে দিবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং মানবদে-রকেও পথভ্রষ্ট করবে। বোখারী ও মুসলিম

মরণের ভাবনা

আয়াত নং-১

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ -

সম্পদের অধিক কামনা তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। হাঁ, হাঁ শীঘ্রই (মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় স্বীয় এ অবস্থার অশুভ পরিণতিকে) জেনে যাবে।

সূরাঃ তাকাসুর, আয়াতঃ ১-৩

আয়াত নং-২

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

হে মানবকুল! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন; এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতারণা না করে ঐ বড় প্রতারক (শয়তান)।

সূরাঃ ফাতির, আয়াতঃ ৫

আয়াত নং-৩

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ -

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে, নারীগণ, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যসমূহ, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের মায়া-মহব্বত। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল (জান্নাত)।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৪

আয়াত নং-৪

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; এর উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা হলদে বর্ণের দেখতে পাও, অবশেষে ওটা খর কুটায় পরিণত হয় । পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । পার্থিব জীবন ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় । সূরাঃ হাদীদ, আয়াতঃ ২০

আয়াত নং-৫

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকাজ, যার ফল স্থায়ী ওটা আপনার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট । সূরাঃ কাহাফ, আয়াতঃ ১৮

আয়াত নং-৬

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ -

আমি কেয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না । এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট ।

সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৪৭

আয়াত নং-৭

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

এই পার্থিব জীবন তো খেলাধূলা ছাড়া কিছুই নয় । নিশ্চয়ই পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন, কতোই উত্তম ছিল যদি তারা জানত ।

সূরাঃ আনকাবূত, আয়াতঃ ৬৪

আয়াত নং-৮

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

যখন তাদের সময় আসে তখন এক মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা অগ্রগামী হবে না ।

সূরাঃ নাহল, আয়াতঃ ৬১

আয়াত নং-৯

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

তাদের সামনে বারযাখ (কবর জীবন) রয়েছে, সেখানে তারা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ।

সূরাঃ মু'মিনুন, আয়াতঃ ১০০

আয়াত নং-১০

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا

لَا تُرْجَعُوْنَ -

তিনি বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবেঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেনঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? সূরাঃ মু'মিনুন, আয়াতঃ ১১২-১১৫

আয়াত নং-১১

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ

وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের কর্মফল তো কেয়ামতের দিন পূর্ণ মাত্রায় মিলবে। যাকে দোযখ থেকে রক্ষা করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই না।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৮৫

হাদীস নং-১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا

اَوْ غِنًى مُطْغِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি বস্তুর পূর্বেই দ্রুত সব কর্ম সেরে ফেল । তোমরা কি এর অপেক্ষায় থাকবে যে, এমন দারিদ্র আসবে যা আল্লাহকে ভুলিয়ে রাখে? অথবা এমন ধন-সম্পদ আসুক যা আল্লাহর বিরোধিতার দিকে ঠেলে দেয়? অথবা এমন রোগ হোক যা দেহকে ক্ষতিগ্রস্থ করে? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেয়? অথবা দাফন-কাফন সম্পাদনকারী মৃত্যু এসে পড়ুক? অথবা অদৃশ্য দুষ্ট দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক? যার অপেক্ষা করা হচ্ছে । অথবা কেয়ামত এসে যাক? আর কেয়ামত তো খুবই ভয়ঙ্কর ও অত্যন্ত তিক্ত । তিরমিযী

হাদীস নং-২

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বান্দাকে সে অবস্থায় (কবর থেকে হাশরে) পুনরুত্থিত করা হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে । মুসলিম

হাদীস নং-৩

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. متفق عليه

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন বেহেশ্তীগণ বেহেশ্তে আর দোযখীগণ দোযখে প্রবেশ করবে তখন মৃত্যুকে বেহেশ্ত আর দোযখের মাঝখানে আনা হবে এবং তাকে (মৃত্যুকে) জবাই করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে বেহেশ্তবাসী! এখন হতে আর কারো মৃত্যু নাই। হে দোযখবাসী! এখন হতে আর কারো মৃত্যু নাই। এতে বেহেশ্তবাসীগণের আনন্দের মধ্যে আনন্দ আরো বেড়ে যাবে আর দোযখীদের দুঃখের মধ্যে দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৪

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ اَوِ الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ

سَمِعَهُ صَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন জানাযার লাশ রাখা হয় এবং লোকজন যখন তাকে তাদের কাঁদে বহন করে, তখন এ লাশটি যদি সৎকর্মশীল ব্যক্তির হয়, তাহলে সে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে সামনে চল, আমাকে নিয়ে সামনে চল। আর যদি এটি কোন অসৎ ব্যক্তির লাশ হয়ে থাকে তাহলে সে বলে, হায়! দুর্ভাগাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মানব জাতি ব্যতীত বাকী সবাই তার শব্দ শুনতে পায়। মানুষ যদি তার আর্তনাদ শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে যেত। বোখারী

হাদীস নং-৫

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আনন্দিত হও, আর যে বস্তু তোমাদের আনন্দের কারণ হবে তার আশা করতে থাক। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করছি না; বরং আমি ভয় করছি যে, পার্থিব সম্পদ তোমাদের সামনে প্রসারিত হবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে প্রসারিত হয়েছিল। আর তারা যেমন লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও ঠিক তেমনি লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এরপর তা তাদের যেভাবে ধ্বংস করেছে, তোমাদেরও তেমনিভাবে

ধ্বংস করে দেবে । বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৬

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পৃথিবীটা একটা শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তুর ন্যায়। মহান আল্লাহ এখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে তোমরা কি করছ তা দেখছেন। অতএব এ পৃথিবীর (লোভ-লালসা) থেকে আত্মরক্ষা কর এবং নারীদের থেকে সতর্ক থাক। মুসলিম

হাদীস নং-৭

وَعَنْ اَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَعَمَلُهٗ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ يَرْجِعُ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَيَبْقٰى عَمَلُهٗ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি বস্তু মৃতের পেছনে পেছনে (কবর পর্যন্ত) যায়ঃ ১. তার আত্মীয়-স্বজন, ২. ধন-সম্পদ, ৩. তার আমল। এরপর দুটি বস্তু ফিরে আসে আর একটি অবশিষ্ট থাকে। তার আত্মীয়-স্বজন ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল (তার সাথে) থেকে যায়।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং-৮

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ, যেমন তোমাদের কেউ তার কোন একটি আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে দেখুক তা কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসে। (আঙ্গুলের অগ্রভাগে সমুদ্রের পানি যতটুকু লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেমন তুচ্ছ, তেমনি আখিরাতের তুলনায় ইহকালটাও তুচ্ছ) মুসলিম

হাদীস নং-৯

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পৃথিবী হচ্ছে মুমিনের জন্য কারাগারস্বরূপ আর কাফেরের জন্য জান্নাত। মুসলিম

হাদীস নং-১০

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىّ

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন, পৃথিবীতে তুমি মুসাফির বা পথচারী হয়ে থাক । আর এ কারণেই ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তুমি যখন সন্ধ্যা যাপন কর তখন ভোরের প্রতীক্ষা করবে না । আর যখন তুমি ভোর পেয়ে যাবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না । আর তোমার সুস্থাবস্থায় রোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং তোমার জীবনকালে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর । বোখারী

হাদীস নং-১১

وَعَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِىَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِىَ النَّاسُ فَقَالَ ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ ـ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ بِاَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ ـ

হযরত আবু আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ সায়ে'দী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা করব, তখন আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন

এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। তিনি বললেন, পৃথিবীর প্রতি তুমি অনাসক্ত হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা কিছু রয়েছে, এর প্রতি অনাসক্ত থাক, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।

ইবনে মাজাহ

হাদীস নং-১২

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِىْ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَاُ بِهِ بَطْنَهٗ ـ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব লোকের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছদ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, সারাদিন তিনি অভুক্ত থাকতেন, এমনকি এ পেট ভরার জন্যে কোন নিকৃষ্ট খেজুরও উনার থাকত না।

মুসলিম

হাদীস নং-১৩

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

হযরত সহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি দুনিয়া মশার ডানার সমতুল্যও হত, তাহলে তিনি তা থেকে কাফেরদের এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না । তিরমিযী

হাদীস নং-১৪

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا الدُّنْيَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সম্পত্তির পেছনে পড়ে থেকো না, তাহলে তোমরা পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে । তিরমিযী

হাদীস নং-১৫

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ اُمَّتِىْ اَلْمَالُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত কা'ব ইবনে ইয়া'দ্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি ফেত্না রয়েছে । আর আমার উম্মতের ফেত্না হচ্ছে সম্পদ । তিরমিযী

হাদীস নং-১৬

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ-লালসা তার দ্বীনের যতটুকু ক্ষতি করে থাকে, বক্‌রীর পালের মধ্যে ছেড়ে দেয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ও বক্‌রীর পালেন ততটা ক্ষতি করতে পারে না। তিরমিযী

হাদীস নং-১৭

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَنْبِهٖ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ مَا لِىْ وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তাঁর পার্শ্ব মুবারকে চাটাইয়ের দাগ দেখতে পেয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি তোশক তৈরি করে দেই! তিনি বললেন, পৃথিবীর সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো পৃথিবীতে এরূপ একজন আরোহী যে কোন গাছের ছায়া তলে বিশ্রাম নেয়, এরপর তা ছেড়ে চলে যায়। তিরমিযী

হাদীস নং-১৮

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوْطًا فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا اَجَلُهٗ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا جَاءَ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি রেখা টেনে এরপর বললেন, এটা হচ্ছে মানুষ । আর এটা হচ্ছে তার মৃত্যু (রেখা)। মানুষ এভাবে দু'রেখার মাঝামাঝি জীবন কাটাতে থাকে হঠাৎ একদিন নিকটবর্তী রেখা অর্থাৎ মৃত্যু রেখা এসে উপস্থিত হয়। বোখারী

হাদীস নং-১৯

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسَطِ خَارِجًا مِّنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ فِى الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِىْ فِى الْوَسَطِ فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا اَجَلُهٗ مُحِيْطًا بِهٖ اَوْقَدْ اَحَاطَ بِهٖ وَهٰذَا الَّذِىْ هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهٗ وَهٰذِهِ الْخَطُّ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَاِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَشَهٗ هٰذَا وَاِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَشَهٗ هٰذَا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَهٰذِهٖ صُوْرَتُهٗ

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুস্কোনবর্গ রেখা টানলেন। এর মাঝখানে আরেকটি রেখা টানলেন যা তার থেকে বাইরে চলে গেছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে আরো কতগুলো ছোট ছোট রেখা টেনে এরপর

বললেন, এটা হচ্ছে মানুষ । আর এটা হচ্ছে তার মৃত্যু যা তাকে বেষ্টন করে আছে বা যাকে সে বেষ্টন করে রয়েছে । আর যে রেখাটি বাইরের দিকে বেরিয়ে গেছে তা তার আশা আকাঙ্ক্ষা । ছোট ছোট রেখাগুলো হচ্ছে তার জীবনের বিপদসমূহ । কোন একটি বিপদ কেটে গেলে, অপরটি এসে তাকে খামচাতে থাকে । তার কাছ থেকেও যদি সে মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে আরেকটি এসে তাকে খামচাতে থাকে । বোখারী

হাদীস নং-২০

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (দুনিয়ার) স্বাদ-গন্ধকে শীঘ্র বিনষ্টকারী মৃত্যুকে তোমরা অধিক পরিমাণে স্মরণ কর । তিরমিযী

জান্নাত ও নেয়ামত

আয়াত নং ১

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

যারা বলে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং এর উপর অটল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না । এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে এরা চিরকাল থাকবে, এটাই তাদের কর্মফল ।

সূরাঃ আহকাফ, আয়াত-১৩,১৪

আয়াত নং ২

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا -

তাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা তাদের মন চাইবে । সেগুলোতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে । এই প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে ।

সূরা-ফোরক্বান, আয়াত-১৬

আয়াত নং ৩

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে । আপনি তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন, তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে যা মোহরকৃত আবস্থায় রাখা হয়েছে । এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর উপর এবং কারো যদি কোন কিছু আকাঙ্খা করার থাকে তবে তার এটাই আকাঙ্খা করা চাই । এর সংমিশ্রণ হবে তাসনীমের সাথে এটা একটা ঝরণা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করে ।

সূরাঃ মুতাফফিফীন, আয়াতঃ২২-২৮

আয়াত নং- ৪

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ

সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা চাও । এটা হলো ক্ষমাশীল পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন । সূরাঃ হা-মীম সাজদাহ, আয়াতঃ ৩১-৩২

আয়াত নং- ৫

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ

নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা থাকবে প্রস্রবন বহুল জান্নাতে । (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর । আমি তাদের অন্তর হতে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবো; তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে অবস্থান করবে । সেথায় তাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তাদেরকে তা থেকে বহিস্কারও করা হবে না ।

সূরাঃ হিজর, আয়াতঃ ৪৫-৪৮

আয়াত নং- ৬

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ كَذٰلِكَ ۗ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে । উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে । এরূপই ঘটবে; আর আমি তাদের সাথে বিয়ে করাবো অতি কালো উজ্জ্বল ও বড় বড় চোখ সম্পন্না হুরদের । সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল-মূল

আনতে বলবে । প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে না । এবং আল্লাহ তাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন । আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে । এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য ।

সূরাঃ দুখান, আয়াতঃ ৫১-৫৭

আয়াত নং- ৭

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ -

জান্নাতের মধ্যে রয়েছে বহু আনত নয়না (হুর), যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি । সূরাঃ আর রাহমান আয়াতঃ ৫৬

আয়াত নং- ৮

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ

তাদেরকে বলা হবে, হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের না কোন ভয় আছে, না আছে তোমাদের কোন দুঃখ; যারা আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান এনেছে এবং মুসলমান ছিল! তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ জান্নাতে প্রবেশ কর এবং তোমাদের সমাদর করা হবে । তাদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণে পেয়ালা সমূহ ও পাত্রসমূহ এবং তাতে তাদের জন্য থাকবে যা মন চাইবে এবং যা দ্বারা চোখ আনন্দ পাবে; এবং তাতে তোমরা সর্বদা থাকবে । এবং এটাই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করা হবে, তোমাদের কর্মের ফল সরূপ । যেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল-মূল, সেগুলো থেকে তোমরা আহার করবে ।

সূরাঃ যুখরুফ, আয়াতঃ ৬৮-৭৩

আয়াত নং- ৯

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ -

জান্নাতের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ; তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। সূরাঃ আর রাহমান, আয়াতঃ ৭০,৭২

আয়াত নং- ১০

وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَأُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى

যারা মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়,তবে তাদেরই মর্যাদা সমুচ্চ, স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র।

সূরাঃ তোয়াহা, আয়াতঃ ৭৫-৭৬

আয়াত নং- ১১

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ

এবং ঐসব লোক, যারা ভাগ্যবান তারা অনন্তকাল বেহেশতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন থাকবে; কিন্তু আপনার প্রতিপালক যতটুকু ইচ্ছা করেন। এটা এমন একটা দান, যা কখনো শেষ হবে না।

সূরাঃ হুদ, আয়াতঃ ১০৮

আয়াত নং- ১২

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও এমন বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততায় সমস্ত আসমান ও যমীন এসে যায়। যা খোদাভীরুদের জন্যে নির্মিত হয়েছে। সূরা ইমরান, আয়াতঃ ১৩৩

উঠিয়ে দিবেন। বেহেশতীদেরকে আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই দেয়া হবে না। মুসলিম

হাদীস নং- ২

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ـ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اِنَّهَا مَلَاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُبِىْ اَوْ تَضْحَكُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ فَكَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ـ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জানি, কোন দোযখী সর্বশেষ দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা কোন বেহেশতী সর্বশেষ বেহেশতে যাবে। এক ব্যক্তি নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দোযখ হতে বের হয়ে আসবে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, যাও বেহেশতে যাও। সে বেহেশতের কাছে গেলে মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! বেহেশত তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি গিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে; কিন্তু তার কাছে মনে হবে তা

উঠিয়ে দিবেন। বেহেশতীদেরকে আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই দেয়া হবে না। মুসলিম

হাদীস নং- ২

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ـ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اِنَّهَا مَلَاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُبِىْ اَوْ تَضْحَكُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ فَكَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ـ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জানি, কোন দোযখী সর্বশেষ দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা কোন বেহেশতী সর্বশেষ বেহেশতে যাবে। এক ব্যক্তি নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দোযখ হতে বের হয়ে আসবে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, যাও বেহেশতে যাও। সে বেহেশতের কাছে গেলে মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! বেহেশত তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি গিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে; কিন্তু তার কাছে মনে হবে তা

ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! আমি দেখলাম বেহেশত ভরপুর হয়ে গেছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি গিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে; কিন্তু তার কাছে মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! আমি দেখলাম বেহেশত ভরপুর হয়ে গেছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেন, তুমি বেহেশতে যাও। কেননা তোমার জন্য পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং অনুরূপ আরো দশগুন অথবা পৃথিবীর মত দশগুন জায়গা নির্মিত রয়েছে। লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে উঁনার পবিত্র দাঁত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, এই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে কম মর্যাদার বেহেশতী।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের খাদ্য খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে। কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না, তাদের নাকে শ্লেষ্মা বা ময়লা জমবে না এবং তারা পেশাবও করবে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্য হযম হয়ে মেশকের সুঘ্রাণের মত বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই তারা তাসবীহ ও তাকবীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

মুসলিম

হাদীস নং- ৪

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَّاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার পূণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান তার বর্ণনা কখনো শুনেনি । আর কোন মানুষ কোনদিন তার ধারণা বা কল্পনাও করতে পারেনি । এ কথার সমর্থনে তোমরা এ আয়াত পাঠ করতে পার, নেক কর্মের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যেসব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, তা কোন প্রাণীই জানে না (আস সাজদাহঃ ১৭) বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৫

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَاَلَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهٗ مَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيْئُ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهٗ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَاَخَذُوْا اَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهٗ اَتَرْضٰى اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ

مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ
وَمِثْلُهُ فَيَقُوْلُ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ
اَمْثَالِهٖ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ
قَالَ رَبِّ فَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدْتُّ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ
بِيَدِىْ وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ اُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ
بَشَرٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত মুগীরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর রবকে জিজ্ঞেস করেন, সবচেয়ে কম মর্যাদার বেহেশতী কে? মহান আল্লাহ বলেন, সে ঐ ব্যক্তি যে বেহেশতবাসীদেরকে বেহেশতে দেয়ার পর আসবে । তাকে বলা হবে, বেহেশতে যাও । সে বলবে, হে রব! সব লোক নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করতেছে এবং নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেছে, তাই আমি এখন কিভাবে বেহেশতে গিয়ে স্থান পাব । তাকে বলা হবে, তোমাকে যদি পৃথিবীর কোন বাদশাহ বা শাসকের রাজ্যের সমান এলাকা দেয়া হয়, তবে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে রব! আমি এতে সন্তুষ্ট হব । আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, তোমাকে তাই দেয়া হল, এরপরও তার সমান আরো, এরপর তার সমান আরো এবং ঐগুলোর সমান আরো অতিরিক্ত দেয়া হল । পঞ্চমবারে সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট হলাম । এবার মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমাকে এসবের মত আরো দশগুন দেয়া হল । তোমার অন্তর যা কামনা করে, তোমার চোখ যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেসব বস্তু তোমাকে দেয়া হল । সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি সন্তুষ্ট হলাম । হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, হে রব! বেহেশতে সবচেয়ে বেশি মর্তবার অধিকারী কে হবে? মহান আল্লাহ বলেন, আমি যাকে মর্যাদা দিতে চাইব

আমি নিজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করব। তাদেরকে সীলমোহর দিয়ে চিহ্নিত করব। তাদেরকে এমন কিছু দেয়া হবে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং মানবের কল্পনা তার ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না। মুসলিম

হাদীস নং- ৬

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُوْلُهَا فِى السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مِيْلًا لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا اَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَرٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য একক একটি ফাঁফা মুক্তার তৈরি তাবু থাকবে। তার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। ঈমানদার ব্যক্তির পরিবারের ব্যক্তিরা এর মধ্যে বসবাস করবে। মু'মিন ব্যক্তি তাদের সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু তারা একে অপরের সাক্ষাৎ পাবে না। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৭

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْتَغْرُبُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতের একটি ধনুক পরিমান স্থান দুনিয়াতে সূর্যের উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী স্থানের সব কিছুর চাইতেও মূল্যবান। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَّاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبدًا وَّاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْاَسُوْا اَبَدًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু সাঈদ ও আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতবাসীরা বেহেশতে যাওয়ার পর একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে আর কখনো অসুস্থ হবে না; তোমরা চিরকাল তরুণ থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না, তোমরা চিরকাল সুখে থাকবে কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না। মুসলিম

হাদীস নং- ৯

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছ, অচিরেই তোমাদের রবকেও স্বচক্ষে সেভাবে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শনে তোমরা কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা অনুভব করবে না। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১০

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَدْنٰى مَقْعَدِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى وَيَتَمَنّٰى فَيَقُوْلُ لَهٗ هَلْ تَمَنَّيْتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهٗ فَاِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতে তোমাদের একজন সর্বনিম্ন মর্যাদার ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি চাও । এরপর সে চাইবে আরও চাইবে । তাকে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি কি চেয়েছ? সে বলবে হ্যা, আমি চেয়েছি । তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সমপরিমাণ অতিরিক্ত আরো তোমাকে দেয়া হল । মুসলিম

হাদীস নং- ১১

وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোযখ লোভনীয় বস্তু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর বেহেশতকে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১২

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ۔

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতার চেয়েও কাছে। আর দোযখও অনুরূপ। বোখারী

হাদীস নং- ১৩

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ۔ عُوْدَ الطِّيْبِ۔ اَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ۔

متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا۔ قَوْلُهُ عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ

اَلْخَاءِ وَاِسْكَانِ اللاَّمِ وَبَعْضُهُمْ بِضَمِّهِمَا وَكِلاَهُمَا صَحِيْحٌ -

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম যে দল বেহেশতে যাবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। এরপর যারা বেহেশতে যাবে তাদের চেহারা ঝিকমিক করা তারকার মতো আলোকিত হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরি। তাদের ঘাম হবে মেশকের মত সুঘ্রাণ। তাদের ধুমদানী সুঘ্রাণ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। টানা টানা চোখ বিশিষ্ট হুর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই প্রকারের। দৈহিক অভ্যাস একই রকম হবে। উচ্চতায় তারা তাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর মত ষাট হাত লম্বা হবে। **বোখারী ও মুসলিম**

বোখারী ও মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তাদের ব্যবহার্য পাত্র হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে মেশকের মত সুগন্ধ। তাদের প্রত্যেককে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। তারা এত সুন্দরী হবে যে, তাদের উরুর হাড়ের মজ্জা মাংসের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতানৈক্য বা হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের মন হবে একই ব্যক্তির মনের মত। সকাল-সন্ধায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ব বর্নণা করতে থাকবে।

হাদীস নং- ১৪

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَا رَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا

اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ বেহেশতবাসীদেরকে বলবেন, হে বেহেশতের অধিবাসীগণ! তারা বলবে, আমরা উপস্থিত আছি, হে আমাদের প্রতিপালক! সব কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত! মহান আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা কেন খুশী হব না? তুমি আমাদেরকে যে অনুগ্রহ দিয়েছ তা অপর কোন সৃষ্টিকে দাওনি। মহান আল্লাহ বলবেন, এর চেয়েও উত্তম বস্তু আমি তোমাদের দেব না? তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম ও উন্নত বস্তু আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তোষ অবতীর্ণ করব। এরপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না। বোখারী ও মুসলিম

জাহান্নাম ও আযাব

আয়াত নং- ১

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

অনতিবিলম্বে আমি তাকে সাকারে নিক্ষেপ করব। এবং আপনি কি জেনেছেন- সাকার কি? (তা তাদেরকে) না ছেড়ে দেয় না লেগে থাকতে দেয়। মানুষের চামড়া খুলে নেয়। সেটার উপর ঊনিশ জন দারোগা রয়েছে। সূরাঃ মুদ্দাসসির আয়াতঃ ২৬-৩০

আয়াত নং- ২

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ

জাহান্নাম তাদের পেছনে লেগে আছে এবং তাকে পান করানো হবে গলিত পূঁজ। অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করবে এবং গলার নীচে অবতরণ করানোর আশাই থাকবে না এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। সূরাঃ ইব্রাহিম, আয়াতঃ ১৬-১৭

আয়াত নং- ৩

قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـــ

তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক এবং তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। যা দ্বারা বিগলিত হবে যা কিছু তাদের উদরে

থাকে এবং তাদের চর্মসমূহ। এবং তাদের জন্য লোহার মুদগর রয়েছে। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হযে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং নির্দেশ হবে– আস্বাদ করো আগুনের শাস্তি। সূরাঃ হাজ্জ, আয়াতঃ ১৯-২২

আয়াত নং- ৪

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا وَإِذَآ أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا -

দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে। (তাদেরকে বলা হবেঃ) আজ তোমরা একবারের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না, বহুবারের জন্যে মৃত্যু কামনা কর। সূরাঃ ফোরকান, আয়াতঃ ১২-১৪

আয়াত নং- ৫

يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا

সেখানে (দোযখে) সে প্রবেশ করবে নিন্দিত অবস্থায়, ধাক্কা খেতে খেতে। সূরাঃ বাণী ইস্রাইল, আয়াতঃ ১৮

আয়াত নং- ৬

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا -

নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার দেয়ালসমূহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে এবং যদি পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ঐ পানি দ্বারা, যা গলিত ধাতুর ন্যায় যা তাদের মুখমন্ডল ভুনে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় এবং দোযখ

কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা । সূরাঃ কাহাফ, আয়াতঃ ২৯

আয়াত নং- ৭

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ -

এবং যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন । না তাদের প্রতি আদেশ আসবে যে, মরে যাবে এবং না তাদের উপর সেটার শাস্তি কিছুটা হাল্কা করা হবে । আমি এভাবেই শাস্তি দেই প্রত্যেক বড় অকৃতজ্ঞকে । সূরাঃ ফাতির, আয়াতঃ ৩৬

আয়াত নং- ৮

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

তারা দোযখ থেকে বের হতে চাইবে এবং তারা তা থেকে বের হতে পারবে না । আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি । সূরাঃ মায়িদা, আয়াতঃ ৩৭

আয়াত নং- ৯

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

যে দিন তা উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে, অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের ললাটসমূহে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশসমূহে, (বলা হবে) এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, এখন সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর । সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৩৫

আয়াত নং- ১০

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

তাদের জন্য আগুনই বিছানা এবং আগুনই উপরের আচ্ছাদন; এবং যালিমদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি ।

সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৪১

আয়াত নং- ১১

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

অবশ্যই তোমরা যাক্কুমের গাছ থেকে আহার করবে; অতঃপর তা থেকে পেট ভর্তি করবে । অতঃপর এর উপর উত্তপ্ত- ফুটন্ত পানি পান করবে; অতঃপর এমনভাবে পান করবে যেভাবে অতি পিপাসায় কাতর উট পান করে থাকে । এটাই তাদের আপ্যায়ন বিচারের দিন ।

সূরাঃ ওয়াকিয়াহ, আয়াতঃ ৫২-৫৬

আয়াত নং- ১২

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ –

আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে অন্যান্য দল জ্বীন ও মানুষের, আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে যাও! যখনই একটা দল প্রবেশ করবে, তখন অপর দলকে তারা অভিশম্পাত করবে; অবশেষে, যখন সবাই ওটাতে গিয়ে পড়বে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল । সুতরাং তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর । (আল্লাহ) বলবেন, সবার জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা অবগত নও । সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৩৮

আয়াত নং- ১৩

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ –

সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তারা বেড়ীসমূহে একে অপরের সাথে শৃংখলিত হবে । তাদের জামাসমূহ হবে আলকাতরার এবং তাদের

মুখ–মন্ডলগুলোকে আগুন আচ্ছন্ন করে নেবে ।

সূরাঃ ইব্রাহিম, আয়তঃ ৪৯-৫০

আয়াত নং- ১৪

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ -

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য; গলিত তাম্রের মত উদর গুলোর মধ্যে ফুটতে থাকবে; যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে । (বলা হবে) তাকে ধর, ঠিক জলন্ত আগুনের দিকে সজোরে টানা হিঁচড়া করে নিয়ে যাও অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি ঢালো ।

সূরাঃ দুখান, আয়াতঃ ৪৩-৪৮

আয়াত নং- ১৫

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ -

এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম যা অপরাধীরা অস্বীকার করত । তারা তাতে (জাহান্নামে) ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে ।

সূরাঃ আর-রাহমান, আয়াতঃ ৪৩-৪৪

আয়াত নং- ১৬

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا -

দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদেরকে তোমাদের পানির কিছু ছিটে-ফোটা দাও অথবা তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য থেকে কিছু দাও, তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দু'টিকেই কাফিরদের উপর হারাম করেছেন । যারা তাদের দ্বীনকে খেলা-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে । সুতরাং আজকের দিনে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভূলে থাকব যেমনিভাবে

তারা এ দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল ।

সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৫০-৫১

আয়াত নং- ১৭

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ

জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে; সুতরাং কতই নিকৃষ্ট বিছানা । তাদের জন্য এটাই; অতঃপর ভোগ করবে ফুটন্ত পানি ও পূঁজ । এবং এই ধরণের আরো বিভিন্ন ধরণের শাস্তি । সূরাঃ সোয়াদ, আয়াতঃ ৫৬-৫৮

আয়াত নং- ১৮

وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا -

আর দোযখ যথেষ্ট প্রজ্জ্বলিত আগুন । সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৫৫

আয়াত নং- ১৯

سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ

অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাব । যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি তাদেরকে সেগুলোর স্থলে অন্য চামড়া বদলে দেব, যাতে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে । সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৫৬

আয়াত নং- ২০

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে দোযখ অতিক্রম করবে না । আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয় । অতঃপর আমি ভয় সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেব এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেব নতজানু অবস্থায় । সূরাঃ মারইয়াম, আয়াতঃ ৭১-৭২

আয়াত নং- ২১

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ -

যখন তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী থাকবে এবং শৃঙ্খলসমূহ - হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; ফুটন্ত পানির মধ্যে; অতঃপর আগুনে বিদগ্ধ করা হবে ।

সূরাঃ মুমিন, আয়াতঃ ৭১-৭২

আয়াত নং- ২২

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ —

এবং কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, শেষ পর্যন্ত যখন জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন সেটার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং সেটার দারোগা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য থেকে ঐ রাসূল আসেন নি, যিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল; কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর ঠিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে । বলা হবে, যাও জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য; সুতরাং কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের ।

সূরাঃ যুমার, আয়াত ৭১-৭২

আয়াত নং- ২৩

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۭ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى -

নিশ্চয়ই যে আপন প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, অবশ্যই তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে, যেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না ।

সূরাঃ তোয়াহা, আয়াতঃ৭৪

আয়াত নং- ২৪

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ -

তারা সেটার মধ্যে আর্তনাদ করবে এবং তারা সেটার মধ্যে কিছুই শুনবে না । নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ।

সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০০-১০১

আয়াত নং- ২৫

مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا -

তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দিব ।

সূরাঃ বানী ইস্রাঈল, আয়াতঃ ৯৭

আয়াত নং- ২৬

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا -

এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সম্মুখে উপস্থিত করব ।

সূরাঃ কাহাফ, আয়াতঃ ১০০

আয়াত নং- ২৭

قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ -

আল্লাহ বলবেন, এর (জাহান্নামের) মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না । সূরাঃ মুমিনুন, আয়াতঃ ১০৮

আয়াত নং- ২৮

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ -

অতঃপর সেসব লোক, যারা হতভাগ্য তারা তো দোযখের মধ্যে যাবে, তারা সেখানে গাধার মত চিৎকার করবে; তারা সেখানে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন থাকবে; কিন্তু যতটুকু আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেন । নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যখন যা চান করেন ।

সূরাঃ হুদ, আয়াতঃ ১০৬-১০৭

আয়াত নং- ২৯

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ । তা থেকে নিস্কৃতি পাবার স্থান (তারা) পাবে না ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১২১

আয়াত নং- ৩০

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا-

নিশ্চয়ই মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থিত এবং তুমি কখনো তাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৪৫

আয়াত নং- ৩১

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

নিশ্চয়ই আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি বহু জ্বীন ও মানবকে; তারা এমন হৃদয় ধারণ করে, যেগুলোর মধ্যে বোধ-শক্তি নেই, তাদের এমন চোখ রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের এমন কান রয়েছে, যাদ্বারা তারা শুনেনা; তারা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক ভ্রান্ত, তারাই আলস্যের মধ্যে পড়ে রয়েছে ।

সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ১৭৯

আয়াত নং- ৩২

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ –

ঐ আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর ।

সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৪

আয়াত নং- ৩৩

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ
الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

সে কি এই ধারণা করে যে, তার সম্পদ তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে? কখনো না, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; আপনি কি জানেন, হুতামা কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন; যা অন্তরসমূহের উপর সমুদিত হবে। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে।

সূরাঃ হুমাযাহ, আয়াতঃ ৩-৯

হাদীস নং- ১

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেদিন (কেয়ামতের দিন) জাহান্নামকে সত্তর হাজার লাগামসহ উপস্থিত করা হবে, প্রত্যেকটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে যারা তাকে লাগাম ধরে টানবে।

মুসলিম

হাদীস নং- ২

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِّنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ۔

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাত

তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতা অপেক্ষাও কাছে এবং জাহান্নামও অনুরূপ স্থানে অবস্থান করছে। বোখারী

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ مَا مَرَّ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে পৃথিবীতে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল, তাকে উপস্থিত করে দ্রুত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন কল্যাণ দেখেছ? তুমি কি কখনো সুখে-শান্তিতে দিন কাটিয়েছ? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার রব! কখনো না। আর জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকেও একজনকে উপস্থিত করা হবে, যে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত ও অভাবী ছিল। এরপর তাকে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে বলা হবে, তুমি কি কখনো অভাব-অনটন দেখেছ? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও বিপদের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছ? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, আমি কখনো অভাব - অনটন দেখিনি আর আমার উপর তেমন কোন দুর্দশাও অতিবাহিত হয়নি। মুসলিম

হাদীস নং- ৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. متفق عليه.

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের আগুন (দুনিয়ার আগুন) হইল দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র । (উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাস্তির জন্য এই আগুনইতো যথেষ্ট ছিল । তিনি ইরশাদ করলেন, তবুও আরো ঊনসত্তর ভাগ বাড়তি দেওয়া হইয়াছে । ঐগুলির প্রত্যেকভাগের তাপ হবে দুনিয়ার আগুনের সর্বোচ্চ তাপের সমান ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ. رواه الترمذي

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন । তিনি ইরশাদ করেন, দোযখের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানো হয়, শেষ পর্যন্ত ইহা লাল হয়ে যায় । আবার এক হাজার বছর জ্বালানো হয়, শেষ পর্যন্ত ইহা সাদা হয়ে যায় । অতঃপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয়, শেষ পর্যন্ত কালো হইয়া যায় । এখন উহা কালো ঘন অন্ধকার ।

তিরমিযী

হাদীস নং- ৬

وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهٖ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِىْ فِى النَّارِ الْاٰنَ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, এ সময় তিনি হঠাৎ কোন বস্তুর উপর থেকে নিচের দিকে পতনের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি বললেন, তোমরা কি জান, এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অদ্যাবধি তা জাহান্নামের নিচের দিকে যাচ্ছিল আর এখন তা গিয়ে এর গর্তের তলদেশে পতিত হয়েছে। তাই তোমরা এটা পতনের এমন শব্দ শুনতে পেয়েছ। মুসলিম

তাওবা ও ইস্তেগ্ফার

আয়াত নং- ১

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-

আল্লাহর কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষন পর্যন্ত হে মাহবুব! আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদাতা নন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে। সূরাঃ আনফাল, আয়াতঃ ৩৩

আয়াত নং- ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا-

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতি এমন তাওবা কর, যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায়। অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা। সূরাঃ তাহ্রীম, আয়াতঃ ৮

এ আয়াতের তাফসীরে কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান এ রয়েছে- হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেন তাওবা- ই-নাসূহা হচ্ছে এ যে, তাওবা করার পর তাওবাকারী আর গুণাহের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না, যেমনিভাবে দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনের মধ্যে প্রবেশ করেনা।

আয়াত নং- ৩

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে তাওবা কর, এ আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে। সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ৩১

আয়াত নং- ৪

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

যে কেউ মন্দ কাজ কিংবা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করে, অতঃপর

আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে ।

সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১১০

আয়াত নং- ৫

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

যখন কেউ অশ্লীল কাজ কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে স্বীয় অপরাধসমূহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনেবুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃপুনঃ অগ্রসর হয়না ।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৩৫

হাদীস নং- ১

عَنِ الاَغَرِّبْنِ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার মযানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং ক্ষমা চাও । কেননা আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি । মুসলিম

হাদীস নং- ২

عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ الاَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا وَقَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهٗ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ ـ

হযরত আবু হামযা আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মরুভূমিতে উট হারিয়ে যাবার পর ফিরে পেলে কোন ব্যক্তি যেমন খুশি হয়। বান্দার তাওবা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার চেয়েও বেশি খুশি হন।

বোখারী ও মুসলিম

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা দ্বারা তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন যার উট, খাদ্য ও পানীয় নিয়ে মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে লোকটি কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখতে পেল উটটি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি তার লাগাম ধরে ফেলল। আর অতি আনন্দে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব। সে আনন্দের আতিশয্যেই যে এ ধরনের ভুল করে ফেলেছে।

হাদীস নং- ৩

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِالْلَيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যেন দিনের পাপী ব্যক্তিরা রাতে তাওবা করে নিতে পারে। আর তিনি সারাদিন ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপী ব্যক্তিরা তাওবা করে নিতে পারে। মুসলিম

হাদীস নং- ৪

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَعْدِبْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدَلَّ عَلٰى رَاهِبٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهٗ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لاَ، فَقَتَلَهٗ فَكَمَلَ بِهٖ مِائَةٌ ثُمَّ سَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الاَرْضِ فَدَلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهٗ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اِنْطَلِقْ

اِلٰى اَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ، وَلَاتَرْجِعْ اِلٰى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِىْ صُوْرَةِ اٰدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ اَىْ حَكَمًا فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَاِلٰى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنٰى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ اَدْنَى الْاَرْضِ الَّتِىْ اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালেক ইবনে সিনান আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পূর্ব যুগে একব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করে। অতঃপর সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসার ত্যাগী খ্রিষ্টান দরবেশের কথা বলা হল।

লোকটি তার কাছে গিয়ে বলল, সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন তার জন্য তাওবা করার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল নেই। এতে সে দরবেশকে হত্যা করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করল।

আবার সে একজন শ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করলে তাকে একজন আলেমের কথা বলা হল। লোকটি তার কাছে গিয়ে বলল সে ১০০ জন লোককে হত্যা করেছে। এখন তার জন্য তাওবার পথ খোলা আছে কি না? আলেম

বললেন, হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ আছে। আর বললেন তাওবার পথে কি কি জিনিস অন্তরায় হতে পারে। তারপর বললেন, তুমি অমুক স্থানে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত করতে থাক। কখনোই দেশে ফিরে এসো না। এটি খারাপ জায়গা।

লোকটি চলতে লাগল। নির্দিষ্ট স্থানের অর্ধেক পথ চলার পর লোকটি মারা গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা বিতর্কে লিপ্ত হল। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন, লোকটি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। অন্যদিকে আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, লোকটি কখনোই কোন ভাল কাজ করেনি।

এ সময় একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারন করে উপস্থিত হল। সবাই তাকেই সালিশ মেনে নিল। তিনি বললেন, তোমরা উভয়দিকের রাস্তার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটতম হবে সে তারই উপযুক্ত। রাস্তার দূরত্ব পরিমাপের পর দেখা গেল যেদিকের উদ্দেশ্যে সে যাচ্ছিল সে দিকটিই নিকটে। সুতরাং রহমতের ফেরেশতাগণ লোকটির প্রাণ কবজ করে নিয়ে গেল।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৫

وَعَنْ اَبِىْ نُجَيْدٍ عِمْرَانِ بْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اِمْرَاَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَاوَضَعَتْ فَأْتِنِىْ بِهَا فَفَعَلَ. فَاَمَرَبِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اُمِرَبِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ

صَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَتُصَلِّى عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسَعَتْهُمْ ـ وَهَلْ وَجَدْتَّ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ ـ رواه مسلم

হযরত আবু নুজাইদ ইমরান ইবনে হুসাইন আল-খুযাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জোহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি শাস্তির উপযুক্ত অন্যায় করেছি, আমাকে এর জন্য শাস্তি প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে এনে বলেন, এর সাথে সদাচার করবে, সে সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। লোকটি তাই করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শাস্তির নির্দেশ দিলেন। এরপর তার দেহের কাপর ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং নির্দেশানুযায়ী তাকে পাথর ছুঁড়ে (হত্যা) করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি ব্যভিচারকারীণীর জানাযার নামায পড়ছেন? তিনি বললেন, সে এমন তাওবা করেছে, তা ৭০ জন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা তাদের (মুক্তির) জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তাওবা অপেক্ষা উত্তম কোন কাজ তুমি পেয়েছ কি?

মুসলিম

হাদীস নং- ৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ ـ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন দু'ব্যক্তির প্রতি হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে অথচ উভয়েই জান্নাতে যাবে । একজন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে । অতঃপর আল্লাহ কতলকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে (জিহাদে শরীক হয়ে) শহীদ হয়ে যাবে ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৭

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ক্ষমা চাইতে থাকে, মহান আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা হতে বেরিয়ে আসার অবকাশ করে দেন; প্রতিটি দুশ্চিন্তা হতে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন সব উৎস হতে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না ।

আবু দাউদ

হাদীস নং- ৮

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বলে, আসতাগ-ফিরুল্লাহিল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহি অর্থাৎ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীন চিরস্থায়ী। আমি তার কাছে তাওবা করছি। তার পাপসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। এমনকি সে রণক্ষেত্র হতে পালায়ন করার মত পাপ করলেও। আবু দাউদ ও তিরমিযী

হাদীস নং- ৯

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ مَنْ قَالَهَا فِىْ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ

يُمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সাইয়্যেদুল ইস-তিগফার হলো বান্দা বলবে, হে আল্লাহ, তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা! আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। আমি যা করছি, তার মন্দ প্রভাব হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যে সব অনুগ্রহ দিয়েছ তা স্বীকার করি। আমি আমার অপরাধও স্বীকার করি। সুতরাং আমাকে মাফ কর। কেননা, তুমি ছাড়া গোনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি এই দোয়া পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলা পাঠ করে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে যদি মারা যায় তবে সে বেহেশতী। আর যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এই দোয়া পাঠ করে সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তবে সে বেহেশতী। বোখারী

তাক্ওয়া বা আল্লাহ ভীতির বর্ণনা

আয়াত নং- ১

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

আল্লাহকে ভয় কর ! নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি কঠিন ।

সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ৭

আয়াত নং- ২

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ -

হে মানবজাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় কর; নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন অতি ভয়ংকর জিনিস। যে দিন তোমরা তা দেখবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী আপন দুগ্ধপায়ী শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে যেন নেশাগ্রস্ত; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না; কিন্তু ঘটনা এই যে, আল্লাহর মার কঠিন ।

সূরাঃ হাজ্জ, আয়াতঃ ১-২

আয়াত নং- ৩

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন । এবং তাকে সেখান থেকে রিযিক (জীবিকা) দেবেন, যেখান থেকে জীবিকা পাওয়ার কল্পনাও সে করেনি । সূরাঃ তালাক, আয়াতঃ ২-৩

আয়াত নং- ৪

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ -

আর যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সামনে দাড়ানোর ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্‌ত । সূরাঃ আর রাহমান, আয়াতঃ ৪৬

আয়াত নং- ৫

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ -

অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন ।

সূরাঃ বুরূজ, আয়াতঃ ১২

আয়াত নং- ৬

اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ -

কেয়ামতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের সামনে আগুনের পাহাড় রয়েছে এবং তাদের নীচেও পাহাড়। তা থেকে আল্লাহ সতর্ক করেন আপন বান্দাদেরকে। হে আমার বান্দারা আমাকে ভয় কর। সূরাঃ যুমার, আয়াতঃ ১৫-১৬

আয়াত নং- ৭

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ -

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে ।

সূরাঃ হুজুরাত, আয়াতঃ ১৩

আয়াত নং- ৮

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ -

খোদাভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে ; এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন । সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৫

আয়াত নং- ৯

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ -

সেদিন মানুষ নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পলায়ন করবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা তাকে (অন্যদের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে ।

সূরাঃ আবাসা, আয়াত ৩৪-৩৭

আয়াত নং- ১০

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর । সূরাঃ তাগাবুন, আয়াতঃ ১৬

আয়াত নং- ১১

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

হে ঈমানদারগণ! যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার জ্ঞান দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ অতিশয় করুণাময় ।

সূরাঃ আনফাল, আয়াতঃ ২৯

আয়াত নং- ১২

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ-

আর আল্লাহ তোমাদেরকে আপন শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন ।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ৩০

আয়াত নং- ১৩

وَاِيَّایَ فَارْهَبُوْنِ -

বিশেষ করে, আমারই ভয় (অন্তরে) রাখ । সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ৪০

আয়াত নং- ১৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا-

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল (সত্য ও সঠিক এবং হক ও ইনসাফের) কথা বল । সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৭০

আয়াত নং- ১৫

اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

নিশ্চয়ই আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কঠিন ।

সূরাঃ হুদ, আয়াতঃ ১০২

আয়াত নং- ১৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় কর যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা উচিৎ এবং কোন অবস্থাতেই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা ।

সূরাঃ ইমরান, আয়াতঃ ১০২

হাদীস নং- ১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ اَتْقَاهُمْ ـ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسَاَلُوْنِىْ؟ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা সম্মানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন, তবে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যাঁর পিতা আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা আল্লাহর নবী এবং তাঁর পিতা খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করছি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে কি তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ? (জেনে রাখবে) জাহেলিয়াতের যুগে যারা উত্তম ছিল, ইসলামের যুগে তারাই উত্তম যদি তারা বুদ্ধিমান ও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে থাকে।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ২

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوْضَعُ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهٗ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত নোমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লঘুতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে এটাই যে, তার দু'পায়ের তলায় আগুনের দুটি অংগার রাখা হবে আর তাতে তার মস্তিস্ক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে করবে, তার চাইতে কঠিন শাস্তি আর কাউকে দেয়া হয়নি। অথচ সে-ই হচ্ছে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهٖ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যেদিন অর্থাৎ হাশরের দিন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সামনে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ কেউ তার নিজের ঘামে তার দু'কানের অর্ধাংশ পর্যন্ত ডুবে যাবে। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৪

وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلَقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَّاوِىْ عَنِ الْمِقْدَادِ فَوَ اللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَا يَعْنِىْ بِالْمِيْلِ اَمَسَافَةَ الْاَرْضِ اَمِ الْمِيْلِ الَّذِىْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ اِلٰى فِيْهِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এতই নিকটবর্তী করা হবে, তা তাদের থেকে মাত্র এক মাইল ব্যবধানে অবস্থান করবে। আলোচ্য হাদীস বর্ণনাকারী সুলাইম ইবনে আমের মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না, মাইল বলতে এটা কি যমীনের দূরত্ব বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে নাকি চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা বুঝানো হয়েছে? এরপর মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের ভিতরে ডুবে থাকবে। তাদের কেউ দু'পায়ের গোড়ালির গিরা পর্যন্ত, কেউ তার দু'হাঁটু পর্যন্ত, কেউ তার কোমর পর্যন্ত ঘামের ভেতর ডুবে থাকবে। আর তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম পরিধান করানো হবে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

মুসলিম

হাদীস নং- ৫

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রতিপালক কথা বলবেন। তাদের মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। আর সে ডানে তাকিয়ে পূর্বে পাঠানো আমল ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না আবার বাঁয়ে তাকিয়েও পূর্বে পাঠানো আমল ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনে তাকিয়ে তার মুখের দিকে জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমরা খেজুরের টুকরার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৬

وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ فِيْهِ وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ ـ

رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

হযরত আবু বারযা নাজলা ইবনে ওবায়েদ আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দা তার নিজ স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে জিজ্ঞাসিত হবে; তার জীবনকাল সম্পর্কে সে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? তার জ্ঞান সম্পর্কে সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে সে তা কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কি কি কাজে ব্যয় করেছে? আর তার শরীর সম্পর্কে সে তা কিভাবে দুর্বল করেছে? অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজেরই পুংখানুপুঙ্খ হিসেব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে। তিরমিযী

হাদীস নং- ৭

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا) ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِىْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَسَنٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন يومئذ تحدث اخبارها "সেদিন সে (যমীন) তার সব খবরই বলে দিবে।" (সূরা যিলযাল-৪) এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তার সমস্ত খবর কি অর্থাৎ কথার মানে কি? সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন,

আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জানেন। (তখন) তিনি বললেন, তা হচ্ছে এটাই যে, যমীনের উপরে প্রত্যেক নর-নারী যা যা করেছে, সে সম্পর্কে সে বলবে, " তুমি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছ" এটাই হচ্ছে তার খবর। তিরমিযী

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষন পর্যন্ত দুধ পালানে প্রত্যাবর্তন না করে। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলাবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একসাথে হবে না। তিরমিযী

হাদীস নং- ৯

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ

فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (ঐ দিন) সাত প্রকারের লোকদেরকে ছায়া প্রদান করা হবে, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হচ্ছেঃ ১. ন্যায়বিচারক নেতা, ২. মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন যুবক, ৩. মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪. যে দু'জন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং এ কারণেই তাঁরা একত্রিত হয় আবার এ কারণেই তাঁরা বিছিন্ন হয়ে যায়, ৫. এরূপ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী নারী (যৌন কাজে) আহ্বান করেছে, এরপর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬. যে ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, এমনকি তার ডান হাত কি দান করেছে তার বাম হাতও জানতে পারে না, ৭. এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদে। বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১০

وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اُتِىَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهٗ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلَّا بُرْدَةٌ اِنْ غُطِّىَ بِهَا رَاْسُهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّىَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَاْسُهٗ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ

حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত ইব্রাহিম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর সামনে খাবার আনা হল, তখন তিনি ছিলেন রোযাদার। তিনি বললেন, মুসয়াব ইবনে ওমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেছেন। আর তিনি আমার চেয়ে উত্তম লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত কাপড়ের (কোন প্রকার) ব্যবস্থাই ছিল না। শুধু একটি কালো কম্বল ছিল, এর দ্বারা তাঁর মাথা ঢাকতে গেলে তাঁর পা দুটি অনাবৃত হয়ে যেত, আর পা ঢাকতে গেলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। এরপর আমাদের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রশস্ত করা হল। অথবা বলেছেন, আমাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হল, আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের সৎ কাজের বিনিময় ইহকালেই দেয়া হচ্ছে কি-না? এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে খাবার ত্যাগ করলেন।

বোখারী

নামাযের বর্ণনা

আয়াত নং- ১

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۔

নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে ।

সূরাঃ আনকাবূত, আয়াতঃ ৪৫

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এক আনসারী যুবক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ত আর সে বহু কবীরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতো । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে । তিনি এরশাদ ফরমালেন, "তার নামায কোন এক দিন তাকে সেসব অপকর্ম থেকে রুখে দিবে ।" সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে তওবা করল এবং তার অবস্থা ভাল হয়ে গেল ।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যার নামায তাকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত রাখে না, তা নামাযই নয় ।

তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

আয়াত নং- ২

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۔

সজাগ দৃষ্টি রেখ সমস্ত নামাযের প্রতি এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি । আর আল্লাহর সামনে আদব সহকারে দাড়াও । সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৩৮

হাদীস নং- ১

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَارَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةَ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةَ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصُوْمُ رَمَضَانَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি ৫টি জিনিসের উপর স্থাপিত- ১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল । ২. নামায কায়েম করা । ৩. যাকাত আদায় করা । ৪. বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং ৫. রমযানের রোজা রাখা । বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুসলমান বা ঈমানদার বান্দা যখন ওযূ করতে গিয়ে চেহারা ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা হতে এমন প্রতিটি পাপ বের হয়ে যায় যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। এরপর সে যখন তার হাত ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার দু'হাত হতে এমন সব পাপ বের হয়ে যায় যা সে দু'হাত দ্বারা করেছে। অবশেষে পাপ হতে পরিস্কার হয়ে যায়। এরপর সে যখন তার দু'পা ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পা হতে এমন সব পাপ বের হয়ে যায়, যা সে পা দ্বারা করেছে। অবশেষে সে পাপ হতে পরিস্কার হয়ে বের হয়। মুসলিম

হাদীস নং- ৩

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰه قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি কি তোমাদেরকে সে কাজের কথা বলে দেব না, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পাপ মোচক করে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন?" সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, "কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা।

আর এটাই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত পাহারা দেয়া ।" মুসলিম

হাদীস নং- ৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّي تَسْتَوِيْ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا. متفق عليه

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদের এক কোনায় বসা ছিলেন । লোকটি নামায আদায় করে নবীজির দরবারে এসে সালাম করল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, ওয়া আলাইকাস্ সালাম তবে ফিরে যাও, নামায পুনরায় আদায় কর । কেননা তোমার নামায আদায় হয়নি । লোকটি ফিরে গিয়ে নামাজ আদায় করল, তারপর এসে সালাম করল । নবীজি ইরশাদ

করলেন, ওয়া আলাইকাস্ সালাম, যাও নামায আদায় কর, কেননা তোমার নামায আদায় হয়নি। অতঃপর তৃতীয়বার অথবা এর পরের বার সে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবীজি ইরশাদ করলেন, যখন তুমি নামাযের জন্য প্রস্তুত হও ভালভাবে ওযু করবে। তারপর কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। তারপর আল্লাহু আক্বার বলবে। তারপর কোরআনের যে কোন অংশ যা তোমার জন্য সহজ তা তেলাওয়াত করবে। তারপর রুকু দিবে এবং রুকুতে ধীরস্থির থাকবে। তারপর রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদায় যাবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে ধীরস্থির ভাবে বসবে। পুনরায় সিজদা দিবে এবং তথায় ধীরস্থির থাকবে। তারপর মাথা তুলে শান্তভাবে বসবে। অপর বর্ণনায় আছে, তারপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব তোমার সকল নামায এভাবে আদায় করবে।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৫

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اَلْبَرْدَانِ اَلصُّبْحُ وَالْعَصْرُ۔

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দু'ঠান্ডার সময়ের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায (নিয়মিত) আদায় করে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ؟ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ اَعْمَالِهٖ عَلٰى هٰذَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে তা হচ্ছে নামায। যদি এ হিসাবটি নির্ভূল হয় তবে সে সফল হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে ভুল বা ত্রুটি দেখা যায় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোন কমতি থাকে তবে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কিনা, তার সাহায্যে তার ফরযসমূহের কমতি পূরণ করে দাও। এরপর সব আমলের হিসাব এভাবেই নেয়া হবে। তিরমিযী

হাদীস নং- ৭

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلْمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّهٗ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ بَنِىْ سَلْمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ ـ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, বানু সালমা মসজিদের অর্থাৎ মসজিদে নববীর কাছে স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা করল, এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বলেন, "আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে, তোমরা কিনা মসজিদের কাছেই স্থানান্তরিত হতে চাও?" তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এরূপই ইচ্ছা করেছি । তিনি বলেন, "হে বানু সালমা! তোমরা তোমাদের স্থানেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন মসজিদে আসা-যাওয়ার পদচিহ্ন(তোমাদের আমলনামায়) লেখা হবে ।" মুসলিম

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. رواه مسلم

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হল, যেমন তোমাদের কারো ঘরের দরজার পাশেই একটি পানি পূর্ণ প্রবাহমান নদী, আর ঐ লোক তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোছল করে। মুসলিম

হাদীস নং- ৯

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ

يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

رواه مسلم

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করতেন আল্লাহু আক্‌বার দ্বারা এবং কেরাত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন দ্বারা। আর যখন রুকুতে যেতেন তখন মাথা উপরে তুলেও রাখতেন না, আবার নিচের দিকে ঝুকিয়েও রাখতেন না। বরং দুইয়ের মাঝামাঝি রাখতেন। আর যখন রুকু হতে মাথা উঠাইতেন তখন সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না। আর সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। আর প্রত্যেক দুই রাকাতের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতু (তাশাহুদ) পাঠ করতেন, আর বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এবং শয়তানের ন্যায় হাঁটু খাড়া করে বসতে নিষেধ করেছেন এবং কোন পুরুষকে তার হাত হিংস্র পশুর ন্যায় মাটিতে বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করেছেন, সবশেষে তিনি সালামের দ্বারা নামায শেষ করতেন। মুসলিম

হাদীস নং- ১০

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ ـ متفق عليه

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কারোর নামায আদায় করার সময় তন্দ্রা (ঘুমের ভাব) আসলে ঘুমের ভাব চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমানো উচিত। কেননা, তন্দ্রা অবস্থায় নামায আদায় করতে লাগলে সে হয়ত ইস্তিগ্ফার করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে থাকবে।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১১

وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ؟ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلَهُ قَصْدًا اَىْ بَيْنَ الطُّوْلِ وَالْقَصْرِ ـ

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। উঁনার নামায ও খুত্বা ছিল মধ্যম প্রকারের। মুসলিম

হাদীস নং- ১২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّاللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (নবীজি) বলেন, "যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য

বেহেশতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন ।"

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১৩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا يَشَاءُ ـ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَذَا الْحَاجَةِ ـ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে মানুষের ইমামতি করে, সে নামায সংক্ষেপ করবে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায আদায় করবে, তখন সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নামায সুদীর্ঘ করবে ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১৪

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَمْشًى فَاَبْعَدُهُمْ وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِىْ يُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَنَامُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি দূর থেকে হেঁটে নামাযে আসে । এরপর যে ব্যক্তি আরো বেশি দূর থেকে আসে সে আরো বেশি প্রতিদান পাবে । আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে তার চেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে যে একাকী নামায আদায় করে, এরপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে । বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১৫

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রীতদাস হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "তিনি বলেন, তোমার অধিক সিজদা করা উচিত । কেননা, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটা সিজদা করছ না, কিন্তু তা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি পাপ ক্ষমা করে দেন ।" অর্থাৎ প্রতিটা সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করেন । মুসলিম

হাদীস নং- ১৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى

اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নামায আদায়ের পর নিজের মুসল্লার ওপর বসে থাকে তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকে যে পর্যন্ত না তার অযু ভেঙ্গে যায়। ফেরেশতাগণ বলতে থাকে, "হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! এর উপর দয়া কর।" বোখারী

হাদীস নং- ১৭

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা একাকী নামায আদায় করার চেয়ে ২৭ গুন বেশি উত্তম।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ১৮

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى رَعَاهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসতে পারে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি মসজিদে না এসে ঘরেই নামায আদায় করতে পারেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি আযানের আওয়াজে সাড়া দিও। জামায়াতে শরীক হবে। মুসলিম

হাদীস নং- ১৯

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "বান্দা যখন সেজদায় থাকে তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটে থাকে। অতএব (সেজদায়) বেশি করে দোয়া কর।" মুসলিম

হাদীস নং- ২০

وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

رواه البخاري

হযরত ইমরান বিন হুছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে, যদি অসমর্থ হও তখন বসে আদায় করবে আর যদি তাও না পার তখন শুয়ে আদায় করবে। বোখারী

হাদীস নং- ২১

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهٖ ثُمَّ مَضٰى اِلٰى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خُطْوَاتُهٗ اِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে পবিত্রতা অর্জন করে (অযু ও প্রয়োজনে গোসল করে) আল্লাহর নির্দেশিত ফরযের মধ্য হতে কোন একটি ফরয আদায় করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ঘরের মধ্য হতে কোন একটি ঘরের দিকে যায়, তার একটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অন্য পদক্ষেপটি তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

মুসলিম

হাদীস নং- ২২

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ

سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا. رواه احمد

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ চোর হল সে, যে নিজের নামাযের মধ্যে চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, নিজের নামাযের মধ্যে কিভাবে চুরি করে? তিঁনি ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি ঠিকভাবে রুকু করে না এবং যে ব্যক্তি ঠিকভাবে সিজদা করে না। আহমদ

হাদীস নং- ২৩

عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِىِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْهِ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ سَلْنِىْ فَقُلْتُ اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু ফিরাস রাবিয়া ইবনে কা'ব আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম এবং আসহাবে সুফফার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত অতিবাহিত করতাম এবং তাঁকে ওযূর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একবার) তিনি আমাকে বললেন, "আমার কাছে চাও।" আমি বললাম আমি

বেহেশতে আপনার সাথী হিসেবে থাকতে চাই। তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম এটাই চাই। তিনি বললেন, "তবে তুমি তোমার নিজের জন্য বেশি বেশি সিজ্‌দা দ্বারা আমাকে মদদ্ কর।"

মুসলিম

হাদীস নং- ২৪

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বালেগের (প্রাপ্ত বয়স্কের) উপর জুম্মার দিন গোসল করা ওয়াজিব।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ২৫

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাষ্ঠ নির্মিত মিম্বরে (বসে) বলতে শুনেছেন, মানবদের জুম্মাহ পরিত্যাগ করা হতে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিবেন, এরপর তারা অলসদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মুসলিম

হাদীস নং- ২৬

عَنْ اَبِى الْمُنْذِرِ اُبَيِّ بْنِ كَعَبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ اَعْلَمُ رَجُلاً اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ فَقُلْتُ لَهُ لَو اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فَى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِى اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ يُّكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى اَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি এমন ছিল, সে ছাড়া আর কেউ মসজিদ হতে এত দূরে থাকত বলে আমি জানি না। তার (জামায়াতের সাথে) কোন নামায ছুট্ত না। তাকে বলা হল অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি একটি গাধা কিনে তাতে আরোহন করে রাতের অন্ধকার ও দিনের গরমে মসজিদে যেতে পার। সে বলল, মসজিদের কাছে আমার ঘর হলে আমি আনন্দবোধ করব না। আমি চাই, আমার মসজিদে আসা এবং পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়া সবই আল্লাহর কাছে (আমার আমলনামায়) লেখা হউক। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ এসবই তোমার জন্য সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। মুসলিম

হাদীস নং- ২৭

وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ

اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَهِ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُه يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আল-আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু (আমাকে) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার আব্বাকে জুম্মার (দোয়া কবুলের) সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছ? তিনি বলল, আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, সেই (দোয়া কবুলের) সময়টি হচ্ছে ইমামের মিম্বরে বসা হতে নিয়ে নামায সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টি । মুসলিম

হাদীস নং- ২৮

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ. رواه مسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যারা জুম্মার নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয় না, তাদের সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ইচ্ছা হয় কাউকে আমার পরিবর্তে নামায পড়াতে আদেশ দেই, আর আমি ঐসব পুরুষ লোকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুম্মার নামাযে না এসে ঘরে রয়েছে । মুসলিম

হাদীস নং- ২৯

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَابَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম্মাহ হতে অপর জুম্মাহ এবং এক রমযান হতে অপর রমযান, এসবের মধ্যবর্তী সময়ে যে সব সগীরা গুনাহ হয় তার জন্য কাফফারা স্বরূপ, যখন কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে । মুসলিম

হাদীস নং- ৩০

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম্মার দিন নাপাকি থেকে

পবিত্র হবার জন্য যেমন গোসল করা হয় তেমনি ভালভাবে গোসল করে এরপর (প্রথম সময়ে জুম্মার নামাযের জন্য) মসজিদে যায়, সে যেন একটি উট আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করল । যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে মসজিদে যায়, সে যেন একটি গরু কুরবানী করল । যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে যায় সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট মেষ কুরবানী করল । যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে যায়, সে যেন একটি মুরগী আল্লাহর পথে দান করল । আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে যায়, সে যেন আল্লাহর রাস্তায় একটি ডিম দান করল । যখন ইমাম বের হন (তাঁর হুজরা থেকে) তখন ফেরেশতারা খুতবা শুনার জন্য (মসজিদের দরজায়) উপস্থিত হয়ে যান (এবং নাম উঠানো বন্ধ হয়ে যায়) ।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৩১

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِىُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের প্রত্যেকের পোষাকের উপর সদ্কা অত্যাবশ্যক । কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেকবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা একটি সদ্কা, প্রত্যেকবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদ্কা, প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আক্বার' বলা সদ্কা, প্রত্যেকবার 'তাক্বীর' বলা সদকা, ভাল কাজের উপদেশ দেয়া সদ্কা এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ

করা সদ্কা । আর চাশ্তের দু'রাকাত নামায আদায় করলে তা এসবের জন্য যথেষ্ট । মুসলিম

হাদীস নং- ৩২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا ـ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে, মসজিদে এসে চুপ করে খোতবা শোনে, তার এক জুম্মাহ থেকে পরবর্তী জুম্মাহ পর্যন্ত এবং আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় । আর যে ব্যক্তি (খোতবার সময়) পাথরের টুকরা স্পর্শ করে সে অনর্থক কাজ করে । মুসলিম

জিকিরের ফযীলত

আয়াত নং- ১

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

এবং আল্লাহর অধিক জিকির কর এ আশায় যে তোমরা সফল হবে ।

সূরাঃ জুমুআ'হ, আয়াতঃ ১০

আয়াত নং- ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অধিক জিকির কর ।

সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৪১

আয়াত নং- ৩

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ-

আল্লাহর জিকিরই সর্বশ্রেষ্ট (আমল) । সূরাঃ আনকাবূত, আয়াতঃ ৪৫

আয়াত নং- ৪

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমার জিকির কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব ।

সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৫২

হাদীস নং- ১

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُهٗ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ـ

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর জিকির করে, আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায় । বোখারী

হাদীস নং- ২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনটি ধারণা করে আমি ঠিক তেমনটি । আর সে যখন আমার জিকির করে তখন আমি তার সাথে থাকি । যদি সে মনে মনে আমার জিকির করে আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি । আর যদি সে কোন মজলিশে আমার জিকির করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিশে তাকে স্মরণ করি । বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا

بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি উত্তম আমলের কথা জানাব, যা অত্যান্ত পবিত্র তোমাদের প্রভুর নিকটে, যা তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক বেশি উঁচু এবং তোমাদের জন্য সোনা ও রুপা খরচ করার চেয়েও অনেক ভাল আর তোমরা নিজেদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে এরপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে কতল করবে- এর চেয়ে অনেক বেশি ভাল? সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার জিকির। তিরমিযী

হাদীস নং- ৪

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন কোন দল নেই যারা আল্লাহর জিকির করতে থাকে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয় না। তাদেরকে আল্লাহর রহমত দিয়ে ঢেঁকে দেয় না এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করে না আর আল্লাহর নিকটে যারা থাকে তাদের সাথে এ জিকিরকারীদের কথা আলোচনা করেন না। মুসলিম

হাদীস নং- ৫

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু। তিরমিযী

হাদীস নং- ৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ مَا رَاَوْكَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ فَمَاذَا يَسْاَلُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا ـ قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا؟

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কিছু ফেরেশতা আছে যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং যিকিরকারীদের তালাশ করে। যখন তারা কোন জামাতকে আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে দেখে তখন একে অপরকে ডাকে এসো তোমাদের কাঙ্খিত বস্তুর দিকে। তখন তারা তাদেরকে তাদের ডানা দ্বারা বেষ্টন করে নিম্ন আকাশ পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তাদের চেয়ে ভাল জানেন, আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তারা বলে, তারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর, প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করছে। তখন তিনি বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলে, না, আল্লাহর কসম তারা আপনাকে দেখেনি। তখন তিনি বলেন, কেমন হত যদি তারা আমাকে দেখত? তখন তারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখত তাহলে তারা আপনার আরো বেশী ইবাদত করত, আরো বেশী মহিমা বর্ণনা করত, আরো বেশী তাসবীহ পাঠ করত। তখন তিনি বলেন, তারা কি চায়? তখন তারা বলে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তখন তিনি বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? তখন তারা বলে, না, হে আমাদের রব, আল্লাহর কসম তারা জান্নাত দেখেনি। তখন তিনি বলেন, কেমন হত যদি তারা জান্নাত দেখত? তখন তারা বলে, যদি তারা জান্নাত দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশী আগ্রহী হত, আরো বেশী অন্বেষী হত, আরো বেশী আকাঙ্খী হত। তখন তিনি বলেন, তারা কিসের থেকে পানাহ চায়? তখন তারা বলে, তারা জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়। তখন তিনি বলেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে?

قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً،

قَالَ فَيَقُوْلُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে একদল ফেরেশতা রয়েছে, তাঁরা পথে পথে আল্লাহর জিকিরেরত ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন তারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর জিকিরেরত একটি দলকে পায়, নিজেদের সাথীদেরকে ডেকে বলে, তোমাদের প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। তখন (ফেরেশতারা চলে আসে এবং) নিজেদের ডানার সাহায্যে তাঁরা দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত ঐ জিকিরকারীদের ঢেঁকে নেয়। তাঁদের রব তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন, আমার বান্দারা কি বলছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, তাঁরা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসায় লিপ্ত রয়েছে এবং আপনার বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, না, আল্লাহর শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। মহান আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত তাহলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, যদি তারা আপনাকে দেখতে পেত, তবে আপনার অনেক বেশি ইবাদত করত, আপনার অনেক বেশি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করত এবং অনেক বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, তারা তোমার নিকটে বেহেশত চায়। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি বেহেশত

দেখেছে? তিনি বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেয় না আল্লাহর শপথ হে আমাদের প্রভু তারা জান্নাত দেখেনি। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখত তবে? তিনি বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, যদি তারা বেহেশত দেখে নিত, তবে তাদের বেহেশতের লোভ, বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতি আকর্ষণ আরো বেশি বেড়ে যেত।

মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছে? ফেরেশতাগণ বলে, তারা দোযখ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি দোযখ দেখেছে? তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, না আল্লাহর কসম, তারা দোযখ দেখেনি। তখন মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা দোযখ দেখত, তবে আরো বেশি দূরে ভাগতো এবং তার ভয়ে আরো বেশি ভীত হতো।

তিনি বলেন, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তিনি বলেন, একথা শুনে ফেরেশতাদের একজন বলে, এদের মধ্যে অমুক ব্যক্তিটি আসলে এদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ উত্তর দেন, এরা এমন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট যার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে বঞ্চিত করা হয় না।

বোখারী ও মুসলিম

হাদীস নং- ৭

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুফাররিদরা" অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মুফাররিদ কারা? তিনি বললেন,

খুব বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও মহিলাগণ।

মুসলিম

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَاَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইসলামের আহকাম আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি জিনিসের খবর দিন যেটাকে আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরব। তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকিরে সিক্ত রেখ।

তিরমিযী

হাদীস নং- ৯

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া অধিক কথা বল না। কেননা আল্লাহ তায়ালার যিকির বা স্মরণ ছাড়া বেশি কথাবার্তা মনকে কঠোর করে দেয় আর কঠোর মনের মানুষই আল্লাহ হতে সর্বাধিক দূরে।

তিরমিযী

দুরূদ পাঠের ফযীলত

আয়াত নং-১

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা (নবী)'র প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ কর । সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৫৬

এ থেকে কতিপয় মাস্আলা প্রতিয়মান হয়ঃ

এক. দুরূদ শরীফ সমস্ত বিধানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ । কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র দুরূদ শরীফ ব্যতীত অন্য কোন বিধানে নিজের ও নিজের ফেরেশ্তাদের কথা উল্লেখ করেন নি যে, 'আমিও এ কাজ করছি, তোমরাও কর! ।

দুই. সমস্ত ফেরেশ্তা, কোন নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই, সর্বদা নবীজির উপর দুরূদ শরীফ প্রেরণ করেন ।

তিন. নবীজির উপর আল্লাহর রহমতের অবতরণ আমাদের দোয়া প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল নয় । যখন কিছুই সৃষ্ট হয়নি, তখনও মহান রব নবীজির উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকেন । আমাদের দুরূদ শরীর পাঠ করা মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের ভিক্ষা প্রার্থনার জন্যই । যেমন ফকীরগণ দাতার জান-মালের মঙ্গল কামনা করে ভিক্ষা চায় । আমরা নবীজির মঙ্গল প্রার্থনা করে ভিক্ষা চাই ।

চার. নবীজি সর্বদা 'হায়াতুন্নবী'; সবার দুরূদ ও সালাম শুনেন, জবাব দেন । কেননা, যে জবাব দিতে পারে না, তাকে সালাম করা নিষেধ । যেমন-নামাযী ও ঘুমন্ত ব্যক্তি ।

পাঁচ. সমস্ত মুসলমানকে সর্বদা সর্বাবস্থায় দুরূদ শরীফ পাঠ করা চাই । কেননা, মহা আল্লাহ ও ফেরেশ্তাগণ সর্বদা দুরূদ শরীফ প্রেরণ করেন ।

ছয়. নবীজির মর্যাদা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের চেয়ে বেশি ।

কেননা, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে ফেরেশতাগণ শুধু একবার সিজদা করেছেন। কিন্তু আমাদের নবীজির উপর স্বয়ং আল্লাহ এবং সমগ্র সৃষ্টি সর্বদা দুরূদ শরীফ প্রেরণ করছেন।

সাত. আল্লাহ ও ফেরেশতাদের দুরূদ শরীফের মধ্যে সালামও এসে যায়। এ কারণে, তাঁদের ক্ষেত্রে শুধু 'সালাত' এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমাদেরকে সালাত ও সালাম উভয়েরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আট. পূর্ণাঙ্গ দুরূদ শরীফ হচ্ছে তা-ই, যাতে সালাত ও সালাম উভয়ই রয়েছে। নামাযের মধ্যে,'দুরূদ-ই ইব্রাহীমীতে সালাম নেই। কেননা, সালাম আত্তাহিয়্যাত-এর মধ্যে পাঠ করা হয়েছে। নামায গোটাটাই একই মজলিসে গণ্য। কিন্তু নামাযের বাইরে ঐ দুরূদই পাঠ করবেন, যাতে এ দু'টিই রয়েছে। নবীজি দুরূদ শরীফের যে শিক্ষা 'দুরূদ-ই ইব্রাহীমী' দ্বারা দান করেছেন, সেখানে নামাযরত অবস্থায় দুরূদ শরীফ পাঠ করা বুঝায়।

মোটকথা, 'দুরূদ-ই ইব্রাহীমী' নামাযের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দুরূদ শরীফ; কিন্তু নামাযের বাইরে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ, তাতে সালাম নেই।

নয়. হাদিস সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুরূদ পরিপূর্ণ করার জন্য পবিত্র বংশধরদের কথাও উল্লেখ করা চাই। সুতরাং এ আয়াতে নবীজির উপর দুরূদ পাঠ মানে খোদ্ নবীজি ও পবিত্র বংশধরদের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। (সাওয়াইক্ব)

দশ. দুরূদ শরীফ গোটা জীবনে একবার পাঠ করা ফরয। জিকিরের এমন প্রতিটি মজলিসে, যেখানে বারংবার নবীজির নাম আসে, একবার পাঠ করা ওয়াজিব। নামাযের অভ্যন্তরে 'আত্তাহিয়্যত'-এর পর পাঠ করা 'সুন্নাত' আর সর্বদা পাঠ করা মুস্তাহাব।

হাদীস নং-১

وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ

الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ قَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعُ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالنِّصْفِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেলে তিনি উঠে বলতেন, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রথম ফুঁৎকার তো এসেই গেছে। তাঁর পেছনেই আসছে দ্বিতীয় ফুঁৎকার। মৃত্যুও তার ভয়ানক রূপ নিয়ে এসে পড়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ করে থাকি। আপনি আমাকে বলুন, দুরূদের জন্য আমি কতটুকু সময় নির্দিষ্ট করব। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা, কিন্তু তুমি যদি আরো বৃদ্ধি কর, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তবে অর্ধেক অংশ? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা, কিন্তু তুমি যদি আরো বাড়াও, তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তবে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা, কিন্তু তুমি যদি আরো বৃদ্ধি কর, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুরূদ পড়ার জন্য সম্পূর্ণ সময়টাকেই যদি আমি নির্দিষ্ট করে নেই? তিনি বললেন, তবে এ দুরূদ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহরাশিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তিরমিযী

হাদীস নং-২

وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ يَقُوْلُ بَلِيْتَ قَالَ :اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

হযরত আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিনটি হচ্ছে **জুম্মার** দিন। কাজেই ঐদিন আমার উপর অধিক হারে দুরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দুরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। উপস্থিত লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দুরূদ কিভাবে আপনার নিকটে পেশ করা হবে, আপনি হয়ত 'রামীম' (গলিত হাড়) হয়ে যাবেন? নবীজি ইরশাদ করলেন, "নিশ্চয়ই নবীগণের দেহকে আল্লাহ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"

আবু দাউদ

হাদীস নং- ৩

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُوْا فِىْ صَلٰوتِهٖ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالٰى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ اَوْ لِغَيْرِهٖ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ

بِتَحْمِيْدِ رَبِّهٖ سُبْحَانَهٗ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْا بَعْدُ بِمَا شَاءَ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

হযরত ফাদালা ইবনে ওবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সে দোয়ায় মহান আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) করল না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদও পাঠ করল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। এরপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন বা অন্য কাউকে বললেন, "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তার পাক-পবিত্র প্রভূর হামদ ও সানা দিয়েই তার আরম্ভ করা উচিত, এরপর নবীর উপর দুরূদ, এরপর নিজের ইচ্ছা মত দোয়া চাওয়া উচিত।

আবু দাউদ ও তিরমিযী

হাদীস নং- ৪

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ- رواه النساءى

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কেউ আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত (বর্ষণ) করবেন আর তার দশটি গুনাহ মার্জনা করা হবে এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।

নাসায়ী

হাদীস নং- ৫

عَنْ اَبِیْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِیْ وَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّهُ جَاءَنِیْ جِبْرَءِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَّا يُصَلِّیَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه النساءی والدارمی

হযরত আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন, আর তাঁর চেহারা-ই আনওয়ারে খুশীর আলো উদ্ভাসিত ছিল। তখন ইরশাদ করলেন, "আমার নিকট হযরত জিব্রাঈল এসেছে, আর আরজ করেছে, আপনার রব বলছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কী এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার যে কোন উম্মতই আপনার উপর কেবল একবার দুরূদ প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করব। আর আপনার যে কোন উম্মতই আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশবার 'সালাম' (শান্তি) প্রেরণ করব।

নাসায়ী, দারেমী

হাদীস নং- ৬

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন। মুসলিম

হাদীস নং- ৭

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "সে ব্যক্তির নাসিকা ধূলি লুণ্ঠিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে আর সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনি।" তিরমিযী

হাদীস নং- ৮

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম আলোচিত হয়েছে অথচ সে আমার উপর দুরূদ পড়েনি সে হচ্ছে বখীল তথা কৃপণ।" তিরমিযী

হাদীস নং- ৯

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দুরূদ পাঠ করে ।" তিরমিযী